পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 83 Sunday, 22 February, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৮৩ সংখ্যা ✱ ৯ ফাল্গুন ১৪৩২, রবিবার, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

১৫ বছরে বাংলায় বেকারত্ব নিম্নমুখী, বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে ঊর্ধ্বগতি?

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যে ' প্রকল্পে নথিভুক্তিকরণ ঘিরে জেলায় জেলায় ভিড় ও উৎসাহ যেমন নজর কেড়েছে, তেমনই কর্মসংস্থান নিয়ে রাজনৈতিক তরজাও তীব্র হয়েছে। বিরোধী দলগুলির দাবি-এই বিপুল

সাড়া রাজ্যের কর্মসংস্থানের বেহাল চিত্রই সামনে আনছে। তবে পাল্টা হিসাবে পরিসংখ্যান তুলে ধরে শাসকদল দাবি করেছে, গত ১৫ বছরে পশ্চিমবঙ্গে বেকারত্বের হার নিম্নমুখী, যেখানে একাধিক বিজেপি বা এনডিএ-শাসিত রাজ্যে একই সময়ে বেকারত্ব বেড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সরকারের তরফে চালু হওয়া ' প্রকল্পের লক্ষ্য রাজ্যের যুবসমাজকে সহায়তা করা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগের সঙ্গে তাদের সংযুক্ত করা। প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করতে বিভিন্ন জেলায় বিপুল সংখ্যক তরুণ-তরুণীর উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে। এই প্রেক্ষিতেই বিজেপি ও বাম দলগুলির অভিযোগ, এত সংখ্যক যুবকের নথিভুক্তিকরণই প্রমাণ করছে রাজ্যে কাজের অভাব তীব্র। তবে তৃণমূল কংগ্রেসের পাল্টা যুক্তি, নথিভুক্তির ভিড় মানেই বেকারত্বের ঊর্ধ্বগতি নয় বরং সরকারের প্রকল্পের প্রতি আস্থা ও সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রতিফলন। শাসকদলের দাবি, ২০১১ সালে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকে গত ১৫ বছরে বেকারত্বের হার উল্লেখযোগ্যভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের চিত্র-তৃণমূলের দাবি অনুযায়ী, ২০১১ সালের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে বেকারত্বের হার দাঁ।য়িছে ৩.৬ শতাংশে। তাদের বক্তব্য, জাতীয় প্রেক্ষাপটে এই হার তুলনামূলকভাবে কম এবং স্থিতিশীল। শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ, পরিষেবা খাত এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীভিত্তিক কর্মসংস্থানের প্রসারের ফলে এই সাফল্য এসেছে বলে শাসকদলের দাবি।' প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্য সরকার যুবকদের তথ্যভাণ্ডার তৈরি, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগের সঙ্গে সংযোগ ঘটানোর চেষ্টা করছে। সরকারি সূত্রের বক্তব্য, এই প্রকল্প ভবিষ্য কর্মসংস্থান পরিকল্পনা তৈরিতেও সহায়ক হবে। বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলির পরিসংখ্যান-শাসকদলের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, একাধিক বিজেপি বা এনডিএ-শাসিত রাজ্যে গত ১০ থেকে ২০ বছরে বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে- অসম - ৮.৫ শতাংশ, রাজস্থান - ৮.৫ শতাংশ, উত্তরপ্রদেশ - ৬.১ শতাংশ, ওড়িশা - ৬.২ শতাংশ, ছত্তিশগড় - ৭.৮ শতাংশ (দীর্ঘ সময়ের বিজেপি শাসনে) বিহার-৭.৭ শতাংশ (দীর্ঘ ২০ বছরের শাসনপর্বে)।এই তথ্য তুলে ধরে তৃণমূলের দাবি, যে রাজ্যগুলিতে দীর্ঘদিন বিজেপি বা তাদের শরিকদের শাসন রয়েছে, সেখানে বেকারত্বের হার তুলনামূলকভাবে বেশি। ফলে কর্মসংস্থানের মতো জাতীয় ইস্যুতে বিজেপির সাফল্য প্রশ্নের মুখে বলেই তাদের অভিমত। রাজনৈতিক চাপানউতোর-বিরোধী শিবিরের বক্তব্য অবশ্য ভিন্ন। তাদের দাবি, পরিসংখ্যানের উস ও সময়সীমা স্পষ্ট করা উচিত। পাশাপাশি তারা প্রশ্ন তুলছে, যদি বেকারত্বের হার সত্যিই নিম্নমুখী হয়, তবে এত বিপুল সংখ্যক যুবক কেন সরকারি প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করতে ভি। করছেন? তাদের মতে, প্রকল্পভিত্তিক ভাতা বা সহায়তার প্রতি নির্ভরতা বাড়ছে বলেই এই চিত্র দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকে শাসকদলের যুক্তি, কর্মসংস্থান সংক্রান্ত প্রকল্পে নাম লেখানো মানেই চাকরিহীনতা নয় বরং দক্ষতা উন্নয়ন ও সুযোগের সন্ধানে সক্রিয় অংশগ্রহণ। তারা দাবি করছে, গত দে। দশকে অবকাঠামো উন্নয়ন, শিল্প সম্মেলন, তথ্যপ্রযুক্তি পার্ক, গ্রামীণ হস্তশিল্প ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রসারের মাধ্যমে বহু কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। জাতীয় প্রেক্ষাপট-অর্থনীতিবিদদের মতে, বেকারত্ব একটি বহুমাত্রিক সমস্যা। শুধু রাজ্য নয়, জাতীয় ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও এর উপর প্রভাব ফেলে। মহামারী-পরবর্তী সময়ে কর্মসংস্থানের বাজারে চাপ বেড়েছে, যা প্রায় সব রাজ্যেই প্রভাব ফেলেছে। ফলে পরিসংখ্যান বিশ্লেষণের সময় সময়কাল, শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের হার, সংগঠিত ও অসংগঠিত খাতের তথ্য-সব দিক বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন। ' কতটা কার্যকর? ' প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্য সরকার মূলত একটি সমন্বিত ডেটাবেস তৈরি করতে চাইছে, যেখানে শিক্ষাগত যোগ্যতা, দক্ষতা ও পেশাগত আগ্রহের ভিত্তিতে যুবকদের তথ্য সংরক্ষিত থাকবে। ভবিষ্যতে সরকারি ও বেসরকারি খাতে নিয়োগের ক্ষেত্রে এই তথ্য ব্যবহার করা যেতে পারে বলে দাবি করা হচ্ছে। তবে সমালোচকদের প্রশ্ন, শুধুমাত্র তথ্যভাণ্ডার তৈরি করলেই কি পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান তৈরি হবে? শিল্পায়ন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির গতি কতটা, সেটাই হবে মূল সূচক-এমন মতও উঠে আসছে।

৬০ দিনের বদলে ৪৫ দিনেই থেমে বিধানসভা অধিবেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃরাজ্যের সপ্তদশ বিধানসভায়. ২০২১ সাল থেকে চলতি মাস পর্যন্ত অধিবেশনের পরিসংখ্যান সামনে আনল পরিষদীয় দপ্তর। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এই সময়কালে মোট ১৬৬ দিন অধিবেশন বসেছে এবং মোট ৪৫৪ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, গত চার বছরে বিধানসভায় ৪ হাজার ১৬২টি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। এর মধ্যে ১ হাজার ৬০৪টি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মোট প্রশ্নের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের কিছু বেশি প্রশ্নের উত্তর মিলেছে। বাকিগুলি সময়াভাবে বা অন্যান্য কারণে নিষ্পত্তিহীন থেকে গেছে বলে পরিষদীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

এই সময়ে বিধানসভায় মোট ৯১টি বিল আনা হয়েছে। পাশাপাশি ৩৯টি মুলতুবি প্রস্তাব এবং ২৯টি স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ জমা পড়েছে। দৃষ্টি আকর্ষণীয় প্রস্তাব এসেছে ২৭২টি। অধ্যক্ষের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, উল্লেখ পর্বে ৯৩২টি বিষয় উত্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন জনস্বার্থমূলক বিষয়য়, প্রশাসনিক সমস্যা, অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয় এই উল্লেখ পর্বে আলোচিত হয়েছে। অধিবেশনের সময়কাল নিয়ে প্রশ্ন-সংবিধান ও বিধানসভার নিয়ম অনুযায়ী বছরে ন্যূনতম ৬০ দিন অধিবেশন বসার কথা।

নির্বাচনের আগেই কড়া নিরাপত্তা বলয়
১ মার্চ থেকে রাজ্যে ৪৮০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগেই রাজ্যে কড়া নিরাপত্তা বলয় গড়ে তুলতে বড় সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশে দু'দফায় মোট ৪৮০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় আধাসেনা মোতায়েন করা হচ্ছে। প্রথম দফায় ১ মার্চ থেকে ২৪০ কোম্পানি এবং দ্বিতীয় দফায় ১০ মার্চ আরও ২৪০ কোম্পানি বাহিনী রাজ্যে পৌঁছবে। নির্বাচনকে সামনে রেখে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সুনিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ বলে সূত্রের খবর। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ইতিমধ্যেই রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং রাজ্য পুলিশের ডিজিপির কাছে চিঠি পাঠিয়ে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০ ফেব্রয়ারি বৈঠকে বাংলার আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য প্রাথমিকভাবে ৪৮০ কোম্পানি কেঃদ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগেই বাহিনী পাঠানোর এই পদক্ষেপকে তাপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

প্রথম দফায় কোন বাহিনী কত? ১ মার্চ রাজ্যে পৌঁছবে প্রথম দফার ২৪০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। তার মধ্যে থাকবে- ১১০ কোম্পানি সিআরপিএফ

৫৫ কোম্পানি বিএসএফ,২১ কোম্পানি সিআইএসএফ,২৭ কোম্পানি আইটিবিপি,২৭ কোম্পানি এসএসবি। এই বাহিনীগুলি রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে মোতায়েন করা হবে। স্পর্শকাতর ও অতি স্পর্শকাতর এলাকা চিহ্নিত করে সেখানেই প্রথম পর্যায়ে কড়া নজরদারি চালানো হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। দ্বিতীয় দফায় আরও ২৪০ কোম্পানি,১০ মার্চ দ্বিতীয় দফায় আরও ২৪০ কোম্পানি আধাসেনা রাজ্যে আসবে। সেই দফায় থাকবে- ১২০ কোম্পানি সিআরপিএফ, ৬৫ কোম্পানি বিএসএফ,১৬ কোম্পানি সিআইএসএফ, ২০ কোম্পানি আইটিবিপি, ১৯ কোম্পানি এসএসবি। দুই দফা মিলিয়ে মোট ৪৮০ কোম্পানি বাহিনী রাজ্যে মোতায়েন করা হবে, যা অতীতের তুলনায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ভোটের আগে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ।

ডায়মন্ড হারবারের প্রাক্তন প্রতিদ্বন্দ্বী আজ সহযোদ্ধা
অভিষেকের হাত ধরে তৃণমূলে প্রতীক উর

নিজস্ব সংববাদদাতা, কলকাতা, ২১ফেব্রুয়ারি ঃ বিধানসভা নির্বাচনের আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বড় রাজনৈতিক পালাবদল। একদা বাম যুবনেতা তথা চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা প্রতীক উর রহমান শনিবার তৃণমূলে যোগ দিলেন। আমতলার দলীয় কার্যালয়ের সামনে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের উপস্থিতিতেই আনুষ্ঠানিকভাবে শাসকদলে নাম লেখান তিনি। এই দলবদল ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার আমতলায় দলীয় কার্যালয়ের বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়েই প্রতীককে দলে স্বাগত জানান অভিষেক। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দু'জনেই রাজনৈতিক বার্তা দেন। এক সময় যিনি ছিলেন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, দু'বছর পর তিনিই হয়ে উঠলেন সহযোদ্ধা-এই নাটকীয় পরিবর্তনই এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। গত সপ্তাহ থেকেই প্রতীক উর রহমানকে ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে ওঠে। তাঁর লেখা একটি চিঠি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়, যেখানে তিনি রাজ্য কমিটি, জেলা কমিটি এবং দলের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন বলে উল্লেখ ছিল। এরপরই সিপিএমের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তাঁকে দল থেকে বহিস্কার করা হয়। যদিও বহিস্কারের আগে দলের একাংশ তাঁকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছিল বলে জানা যায়। বর্ষীয়ান নেতা বিমান বসু তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। দু'দিনের রাজ্য কমিটির বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম প্রতীকের দলত্যাগকে সন্তান হারানোর যন্ত্রণা-র সঙ্গে তুলনা করেন। তিনি দাবি করেন, বিদ্রোহী নেতাকে ফেরানোর চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তা সফল হয়নি। সূত্রের খবর, দলীয় নেতৃত্বের একাংশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন প্রতীক। প্রজন্মের ব্যবধান ও রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে মতপার্থক্যই এই বিচ্ছেদের মূল কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। গত কয়েক দিন ধরেই রাজনৈতিক মহলে শোনা যাচ্ছিল, তৃণমূলের এক প্রভাবশালী সাংসদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন প্রতীক। বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক বৈঠকেও তাঁদের একসঙ্গে দেখা গিয়েছে বলে দাবি উঠেছিল। শনিবার বিকেলের যোগদানের মাধ্যমে সেই জল্পনাতেই সিলমোহর পড়ল। বেলা ১২টা ৩৫ মিনিট নাগাদ আমতলার দলীয় কার্যালয়ে পৌঁছন অভিষেক

ভাষাদিবসের মঞ্চে বিরল রাজনৈতিক বার্তা
'বঙ্গবিভূষণ' নিলেন বিজেপি সাংসদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক

সমীকরণ যখন তপ্ত, তখন ভাষাদিবসের মঞ্চে দেখা গেল এক বিরল দৃশ্য। দক্ষিণ কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কে অমর একুশে উদ্যানে আয়োজিত ভাষাদিবসের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর পাশেই উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ তথা রাজবংশী সম্প্রদায়ের অন্যতম মুখ অনন্ত মহারাজ। সেখানেই তাঁকে 'বঙ্গবিভূষণ' সম্মানে ভূষিত করা হয়। রাজনৈতিক বিভাজনের আবহে এই সম্মান প্রদান ঘিরে তৈরি হয়েছে বিশেষ তাৎপর্য। শনিবারের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী নিজে অনন্ত মহারাজের হাতে উত্তরীয় পরিয়ে দেন, স্মারক তুলে দেন এবং শুভেচ্ছা জানান। মঞ্চে উপস্থিত বিশিষ্টজনদের সামনে এই সম্মান প্রদান শুধু সাংস্কৃতিক স্বীকৃতিই নয়, রাজনৈতিক বার্তাও বহন করছে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। বিশেষ করে যখন রাজ্যের রাজনৈতিক মেরুকরণ তীব্র, তখন শাসকদলের মঞ্চে বিরোধী দলের এক সাংসদের উপস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই আলোচনার কেন্দ্রে অনুষ্ঠানের অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত ছিল অনন্ত মহারাজের বক্তব্য। তিনি রাজবংশী সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক অগ্রদূত চিলা রায়-এর রচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। নিজের মাতৃভাষায় সেই কবিতা পাঠ করে তিনি জাতিগত গর্ব ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের কথা তুলে ধরেন। ভাষাদিবসের মঞ্চে দাঁ।য়ে মাতৃভাষায় উচ্চারণ নিঃসন্দেহে এক আবেগঘন মুহূর্ত সৃষ্টি করে। রাজবংশী সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ইতিহাস ও আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন দীর্ঘদিন ধরেই উত্তরবঙ্গের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ। সেই প্রেক্ষাপটে অনন্ত মহারাজের এই আবৃত্তি কেবল সাংস্কৃতিক প্রকাশ নয়, বরং এক ধরনের আত্মপরিচয়ের ঘোষণাও বটে। উপস্থিত দর্শকদের করতালিতে মঞ্চ মুখর হয়ে ওঠে।'

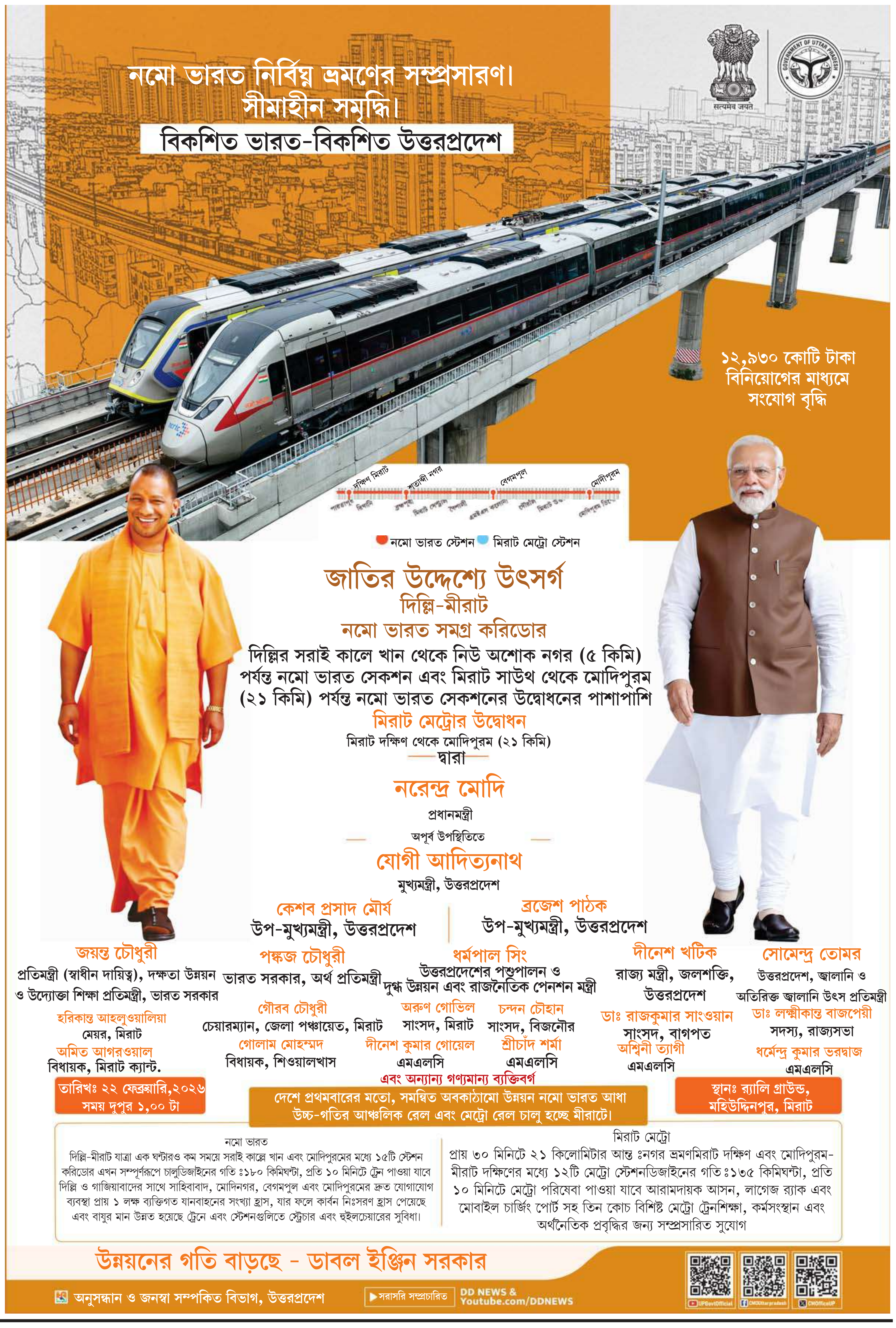

একুশের প্রহরে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য বাংলাদেশে

ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রথম প্রহরে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। পরে তিন বাহিনীর প্রধান, বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী, নির্বাচিত সাংসদ, বিদেশি কূটনৈতিক ও সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের আধিকারিকরা শ্রদ্ধা জানান। গত শুক্রবার মধ্যরাতে একুশের প্রথম প্রহরে ১২.০১ মিনিটে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন শহীদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে ১২.০৭ মিনিটে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও জাতীয় শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন বলে জানান।

রাষ্ট্রপতি ভবনে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টকে অভিবাদন

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ রাষ্ট্রপতি ভবনে শনিবার ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভাকে অভিবাদন জানানো হয়। রাষ্ট্রপতি ভবনে পৌঁছলে ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি নিজ নিজ দেশের মন্ত্রী এবং প্রতিনিধি দলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। রাষ্ট্রপতি ভবন প্রাঙ্গণে ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভাকে আনুষ্ঠানিক অভিবাদন জানানো হয়। পরে বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্করের সঙ্গেও দেখা করেন ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি।

শ্রমিক-মালিক একসঙ্গে না চললে উন্নয়ন নয়ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ শ্রমিক ও মালিক একসঙ্গে না চললে কোনওভাবেই উন্নয়ন সম্ভব নয়-এই মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। শনিবার নাগেরজলায় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।দি সাউথ ত্রিপুরা বাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবেই নাগেরজলায় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মূর্তি উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মূর্তি উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী।বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে একসময় টিনের তৈরি বাস দিয়েই যাত্রী পরিষেবা শুরু হয়েছিল। তখন শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় ছিল। পরে মার্কসবাদী রাজনীতির প্রভাবে মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের দূরত্ব বাড়ানোর চেষ্টা হয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। দীর্ঘদিনের সেই পরিস্থিতির পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সবকা সাথ, সবকা বিকাশ স্লোগান সামনে এনে দেশকে উন্নযনের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন বলে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন।তিনি আরও বলেন, সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে এগুতে না পারলে উন্নযন সম্ভব নয়। শ্রমিক-মালিকের পারস্পরিক সহযোগিতা থাকলেই পরিবহন ব্যবস্থা সহ সার্বিক অগ্রগতি নিশ্চিত করা যাবে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

চারধাম ও কুম্ভের মহাযজ্ঞে তৎপর উত্তরাখণ্ড, প্রস্তুতি খতিয়ে দেখে বার্তা মুখ্যমন্ত্রী ধামির

হরিদ্বার, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃউত্তরাখণ্ডে ধর্মীয় পর্যটনের দুই মহাকেন্দ্র-চারধাম যাত্রা ও কুম্ভমেলা-ঘিরে জোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। শনিবার হরিদ্বারে প্রশাসনিক স্তরে একাধিক বৈঠক ও পর্যালোচনার মাধ্যমে আসন্ন চারধাম যাত্রা এবং ২০২৭ সালের কুম্ভমেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী Pushkar Singh Dhamiú বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, শুধু ২০২৫ সালের চারধাম যাত্রাই নয়, ইতিমধ্যেই ২০২৬ সালের যাত্রা নিয়েও পরিকল্পনা শুরু করে দেওয়া হয়েছে। একাধিক দফায় বৈঠক হয়েছে এবং নিয়মিতভাবে সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনা চলছে।মুখ্যমন্ত্রী ধামি স্পষ্ট করে বলেন, চারধাম যাত্রা উত্তরাখণ্ডের আধ্যাত্মিক ও অর্থনৈতিক দুই ক্ষেত্রেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই যাত্রা আয়োজনে যাতে কোনও ত্রুটি না থাকে, তার জন্য রাজ্য সরকার আগেভাগেই পরিকল্পনা নিচ্ছে। তাঁর কথায়, ২০২৫ সালের চারধাম যাত্রা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পরবর্তী বছরের প্রস্তুতি শুরু করে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রশাসনিক, পুলিশ, স্বাস্থ্য, স।ক পরিবহণ, বিদ্যুৎ, সেচ ও পর্যটন দফতরকে নিয়ে একাধিক সমন্বয় বৈঠক হয়েছে। যাত্রাপথে থাকা স্থানীয় পুরসভা ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির সঙ্গেও আলোচনায় বসেছে সরকার।উত্তরাখণ্ডের চারধাম-Badrinath Temple, Kedarnath Temple, Gangotri Temple &¤} Yamunotri Temple-প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর আগমনে মুখর হয়ে ওঠে। হিমালয়ের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত এই তীর্থস্থানগুলিতে যাত্রা আয়োজন এক বিশাল প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ। আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা, ভূমিধস, অতিবৃষ্টি কিংবা তুষারপাত-সবকিছুর মধ্যেই নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল যাত্রা নিশ্চিত করা সরকারের প্রধান লক্ষ্য। সেই কারণেই মুখ্যমন্ত্রী ধামি জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট সব দফতরকে আগে থেকেই সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে এবং প্রযুক্তির ব্যবহারের উপরও জোর দেওয়া হচ্ছে।এবার চারধাম যাত্রা এপ্রিল মাসেই শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। সাধারণত গ্রীষ্মকালে বিদ্যালয়গুলিতে ছুটি থাকায় ওই সময় পর্যটক ও পুণ্যার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি থাকে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এবার যাত্রা একটু আগে হচ্ছে। এপ্রিল মাসে মন্দিরের দরজা খোলার কথা রয়েছে। স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকে, ফলে প্রচুর দর্শনার্থী আসেন। তাই তাঁদের যাত্রা অভিজ্ঞতা যাতে ইতিবাচক ও স্মরণীয় হয়, তার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তিনি জানান, যাত্রাপথে চিকিৎসা শিবির, বিশ্রামাগার, পানীয় জলের ব্যবস্থা, শৌচাগার, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ এবং ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করা হচ্ছে।চারধাম যাত্রা কেবল ধর্মীয় আচার নয়, উত্তরাখণ্ডের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। হোটেল-রেস্তরাঁ, পরিবহণ, গাইড পরিষেবা, পনিওয়ালা ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের জীবিকা অনেকটাই নির্ভর করে এই যাত্রার উপর। তাই যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে পারলে তার সরাসরি প্রভাব প।ে রাজ্যের রাজস্ব ও কর্মসংস্থানের উপর। মুখ্যমন্ত্রী ধামি বলেন, স্থানীয় বাসিন্দাদের পরামর্শ ও অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। যাত্রাপথের উন্নয়ন প্রকল্পে তাঁদের মতামত নেওয়া হচ্ছে, যাতে পরিকাঠামো উন্নয়ন টেকসই হয় এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে।এ দিন কেবল চারধাম নয়, ২০২৭ সালের কুম্ভমেলা নিয়েও বিস্তৃত পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। হরিদ্বার কুম্ভ ভারতের অন্যতম বৃহ ধর্মীয় সমাবেশ, যেখানে কোটি কোটি সাধুসন্ত ও পুণ্যার্থী অংশ নেন। সেই বিশাল আয়োজনকে সামনে রেখে এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করেছে উত্তরাখণ্ড সরকার। মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রায় আ।ইশো কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। স।ক সম্প্রসারণ, নদীতীর সংরক্ষণ, স্যানিটেশন ব্যবস্থা, ঘাট সংস্কার এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নে জোর দেওয়া হচ্ছে।কুম্ভমেলার সময় অল্প কয়েক দিনের মধ্যে বিপুল জনসমাগম হয়। তাই প্রশাসনিক সমন্বয় ও সময়মতো প্রকল্প বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরি। মুখ্যমন্ত্রী ধামি বলেন, সমস্ত কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। কুম্ভের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা সুসংগঠিত হওয়া উচিত এবং সকলের অংশগ্রহণ থাকা প্রয়োজন। প্রত্যেক বিভাগকে একে অপরের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করতে হবে। তিনি বিশেষভাবে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, যাতে কোনও দুর্ঘটনা বা বিশৃঙ্খলা না ঘটে।হরিদ্বার কুম্ভমেলা শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক মহাসমারোহ। দেশ-বিদেশের পর্যটকরা এই সময় উত্তরাখণ্ডে আসেন। ফলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাজ্যের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করারও এটি একটি ব। সুযোগ। মুখ্যমন্ত্রী জানান, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভি। নিয়ন্ত্রণ, ডিজিটাল নজরদারি এবং তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর পরিষেবা চালু করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, যাতে গঙ্গার পবিত্রতা ও স্বচ্ছতা বজায় থাকে।প্রশাসনিক মহলের মতে, চারধাম যাত্রা ও কুম্ভমেলা-এই দুই বৃহ ধর্মীয় আয়োজনকে কেন্দ্র করে উত্তরাখণ্ডে এক বিশেষ কর্মচাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। সরকারি দফতরগুলির পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও ধর্মীয় সংগঠনগুলিও প্রস্তুতিতে শামিল হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা স্পষ্ট-সমন্বিত প্রচেষ্টাই সফলতার চাবিকাঠি।চারধাম যাত্রার দরজা খুলতে আর অল্প কয়েক সপ্তাহ বাকি। তার আগেই পথঘাট সংস্কার, নিরাপত্তা বলয় জোরদার, আবাসন ও চিকিৎসা পরিষেবা উন্নত করা-সবকিছু শেষ করতে চাইছে প্রশাসন। অন্যদিকে, ২০২৭ সালের কুম্ভমেলার মতো বিরাট আয়োজনকে সামনে রেখে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের এই দ্বিমুখী প্রস্তুতি প্রমাণ করে, ধর্মীয় পর্যটনকে কেন্দ্র করে উত্তরাখণ্ড আগামী দিনগুলিতে আরও সুসংগঠিত ও আধুনিক ব্যবস্থাপনায় এগোতে চাইছে।মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির কথায়, ধর্মীয় আস্থা ও আধুনিক ব্যবস্থাপনার সমন্বয়েই আমরা সফল চারধাম যাত্রা ও কুম্ভমেলা আয়োজন করতে চাই। তাঁর এই আশ্বাসে ভরসা রেখে এখন অপেক্ষা-হিমালয়ের কোলে শুরু হতে চলা এক নতুন আধ্যাত্মিক অভিযানের।

বাঁকুড়ার জেলার মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়াঃবাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের অধীন ওন্দা দক্ষিণ চক্রের অন্তর্গত নির্মল বিদ্যালয় ও শিশু মিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মাতৃভাষায় কবিতা আবৃত্তি , গল্প , নাচ, গানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হচ্ছে।বিদ্যালয় এর পক্ষ থেকে মাতৃভাষা দিবস পালন করার জন্য এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পড়ুয়ারা তাদের মাতৃভাষা বাংলায় নিজেদের দারুণ ভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয় জানান যে, ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করে উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা উচ্চকণ্ঠে এই ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল। ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি বাংলা কে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে মর্যাদা দানের দাবিতে তারা ঢাকার রাজপথে বিরাট মিছিল বের করে। বর্বর শাসকদল মানুষের সেই মিছিলে গুলি চালালে রাজপথে লুটিয়ে পড়ে বহু নির্ভীক তরুণের দেহ। সেদিন শহিদ হয়েছিলেন-সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার ও আরো কত নাম না জানা তরুণ।১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে রাষ্ট্রসংঘ ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ২১শে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষণা করে ।সেই ঘোষণা অনুযায়ী ২০০০ সাল থেকে একুশে ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়ে আসছে।আমাদের বিদ্যালয়েও প্রতিবছর ২১ শে ফেব্রুয়ারি দিনটি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যথাযথভাবে পালন করা হয়। এর উদ্দেশ্য প্রতিটি পড়ুয়া যাতে তার মাতৃভাষার গুরুত্ব বুঝতে , তাকে সম্মান করতে পারে। কারণ মাতৃভাষা জাতির জীবনে সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটাতে পারে।

কংগ্রেস দেশ-বিরোধী, তোপ দাগলেন শেহজাদ পুনাওয়ালা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২১ ফেব্রুয়ারি ঃনতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে ইন্ডিয়া এআই ইম্প্যাক্ট সম্মেলনের সময় যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা। তাঁর অভিযোগ, কংগ্রেস দেশ-বিরোধী। দিল্লির ভারত মণ্ডপমে ভারতীয় যুব কংগ্রেস কর্মীদের বিক্ষোভের নিন্দা করে শনিবার বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা বলেছেন, কংগ্রেস দল দেখিয়ে দিয়েছে, তারা চরিত্রহীন, আবেগহীন, বুদ্ধিহীন।শেহজাদ আরও বলেন, এই কাজের জন্য সমগ্র দেশ তাদের কালো পতাকা দেখাচ্ছে। এমনকি তাদের জোটের শরিকরাও তাদের লাল পতাকা দেখাচ্ছে। কংগ্রেস দেশ-বিরোধী। উল্লেখ্য, গত শুক্রবারে বিক্ষোভের ঘটনায় ৪ যুব কংগ্রেস নেতাকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশ।

দক্ষিণ বারাশত ফুটবল ময়দানে দুয়ারে সরকারের ক্যাম্প

শীলা সাহা,(দঃ বারাশত,(দঃ ২৪ পরগণা)ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুয়ারে সরকার প্রকল্প চলছে সকাল ১০ থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। শনিবার ষষ্ঠদিনে ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন দঃ বারাশত গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জয়ন্তী হালদার, উপ-প্রধান গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, কার্য্য নির্বাহী আধিকারিক সৌমেন দে,পঞ্চায়েত সচিব রেখা হালদার, সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। দক্ষিণ বারাশত ফুটবল ময়দানে (১০০০) এক হাজার ভূমিহীন ক্ষেতমজুর বিতরণ করা হয়।

কাজের সময় বাড়ানোর আশঙ্কায় আন্দোলনে নামছে এআইইউটিইউসি, তোপ রাজ্য সরকারকে

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারিঃআগামী সোমবার অর্থাৎ ২৩ ফেব্রুয়ারি রাজ্য সরকারের বৈঠক। শ্রমিক কর্মচারীদের বক্তব্য হল - শ্রমিকদের জন্যে শ্রমের সময় বাড়ানোর জন্য এই পরিকল্পনা। উল্লেখ্য, শ্রমিক কর্মচারীদের জেনে রাখা দরকার যে, - ফ্যাক্টরি এ্যাক্ট ও শপ এবং এস্ট্যাবলিশমেন্ট এ্যাক্ট অনুযায়ী, ৮ ঘন্টা কাজের সময় নির্ধারিত। এবং তার আইনগত স্বীকৃতি ও রয়েছে। কাজেই তাদের অভিযোগ, পূর্ব নির্ধারিত ওই বৈঠকের আসল উদ্দেশ্য হলযে, তা পরিবর্তন করা। সুকৌশলে রাজ্য সরকারের পরিকল্পনায় শ্রমের ক্ষেত্রে ওই বৈঠকে শ্রমিক কর্মচারীদের শ্রম বিরোধী সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনার অবকাশ রয়েছে। সেই আশঙ্কা ও প্রকাশ করা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতেই AIUTUC-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস গত শুক্রবার বলেন, এই পরিকল্পনার তীব্র বিরোধিতা করা হবে। মুখে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম কোডের বিরোধিতা করে রাজ্য সরকার বিভিন্নভাবে তা এই রাজ্যে শ্রম কোড চালু করার পরিকল্পনা নিয়েছে।ইজ টু ডুইং বিজনেস - এর নামে শ্রমের সময় বাড়ানোর এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষকে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের রায় ‘ হাস্যকর’,১০ শতাংশ গ্লোবাল শুল্কে সই ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ আমেরিকার শুল্কনীতি ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক বিতর্কের আবহে ফের এক বিস্ফোরক সিদ্ধান্ত নিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট Donald Trumpú Ç¡yû¡¤à¹ Supreme Court of the United States তাঁর প্রণীত শুল্ক নীতিকে বেআইনি ঘোষণা করার পরই ট্রাম্প সেই রায়কে ‘ হাস্যকর বলে কটাক্ষ করেন। শুধু তাই নয়, এর পরপরই তিনি সমস্ত দেশের উপর ১০ শতাংশ অতিরিক্ত গ্লোবাল শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্তে সই করেন, যা অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে জানিয়েছেন।মার্কিন প্রশাসনের অন্দরে এই সিদ্ধান্ত ঘিরে চাঞ্চল্য ছ।য়ে প।ছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর সাধারণত সরকার আইনি পরামর্শ নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ স্থির করে। কিন্তু ট্রাম্প বরাবরের মতোই সরাসরি পাল্টা জবাবের পথ বেছে নিলেন। সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া বার্তায় তিনি জানান, ওভাল অফিস থেকে তিনি সকল দেশের উপর ১০ শতাংশ গ্লোবাল শুল্ক আরোপের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন এবং এটি তাঁর কাছে অত্যন্ত সম্মানের বিষয়। তিনি লেখেন, এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং এ বিষয়ে সকলের মনোযোগের জন্য ধন্যবাদ জানান।প্রেসিডেন্টের বক্তব্যে স্পষ্ট, তিনি সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে নেওয়ার বদলে রাজনৈতিক অবস্থান আরও কঠোর করেছেন। তাঁর অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টের যে সব বিচারপতি গ্রহণযোগ্য ও সঠিক ট্যারিফ পদ্ধতির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন, তাঁদের লজ্জিত হওয়া উচিত। ট্রাম্পের ভাষায়, তাঁদের সিদ্ধান্ত হাস্যকর। একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, এখন সমন্বয় প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে এবং আমেরিকার স্বার্থে আগের চেয়ে আরও বেশি অর্থ আদায়ের চেষ্টা চলবে।ট্রাম্পের শুল্কনীতি বরাবরই ‘ ফার্স্ট’ অর্থনৈতিক দর্শনের উপর দাঁ।য়ে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আমদানি শুল্ক বাড়িয়ে দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষা দেওয়ার পক্ষে তিনি সওয়াল করে আসছেন। তাঁর যুক্তি, দীর্ঘদিন ধরে অন্য দেশগুলি বাণিজ্যে আমেরিকার সুযোগ নিয়েছে এবং অসম চুক্তির ফলে মার্কিন অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে ১০ শতাংশ গ্লোবাল শুল্ক আরোপকে তিনি অর্থনৈতিক ন্যায্যতার পদক্ষেপ হিসেবেই তুলে ধরছেন।তবে সুপ্রিম কোর্টের রায় এই নীতির আইনি ভিত্তি নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে। আদালত মনে করেছে, প্রেসিডেন্টের এই শুল্ক আরোপ সংবিধানসম্মত ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করতে পারে। বাণিজ্যনীতি প্রণয়নে কংগ্রেসের ভূমিকাকে উপেক্ষা করা হয়েছে কি না, তা নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়েছে। যদিও ট্রাম্প এ সব সমালোচনাকে গুরুত্ব না দিয়ে সরাসরি বিচারপতিদের আক্রমণ করেছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নতুন অনিশ্চয়তা তৈরি করতে পারে। ১০ শতাংশ গ্লোবাল শুল্ক কার্যকর হলে আমেরিকায় আমদানি করা প্রায় সব পণ্যের দাম বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তার প্রভাব পড়তে পারে জ্বালানি।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বিশেষ বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

অরূপ নস্কর,কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বিশেষ বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার সকালে এক্স মাধ্যমে এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী জানান, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের এই পুণ্যদিনে সম্মান জানাই বিশ্বের সকল ভাষা ও ভাষাভাষী মানুষকে। বিশ্বের সকল দেশের সকল ভাষা-শহিদদের ও ভাষা-সংগ্রামীদের জানাই আমার প্রণাম ও অন্তরের শ্রদ্ধা।এক্স-এ মুখ্যমন্ত্রী আরও লেখেন, রবীন্দ্রনাথ - নজরুল - সুকান্ত - জীবনানন্দের বাংলা শুধু নয়, আমরা সব ভাষাকেই সম্মান করি। এটা আমার গর্ব যে, আমাদের সময়ে হিন্দি, সাঁওতালি, কুরুখ, কুড়মালি, নেপালি, উর্দু, রাজবংশী, কামতাপুরী, পাঞ্জাবি, তেলুগু ভাষাকে আমরা সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছি। সাদরি ভাষার মানোন্নয়নেও আমরা সচেষ্ট হয়েছি। হিন্দি আকাদেমি, রাজবংশী ভাষা আকাদেমি, কামতাপুরী ভাষা আকাদেমি, সাঁওতালি আকাদেমি - সব করা হয়েছে। এটাও সুনিশ্চিত করেছি যে, রাজ্যের প্রত্যেক ভাষা-ভাষী মানুষ তাদের মাতৃভাষায় পড়াশোনা করার সুযোগ পায়। একুশের এই পুণ্য দিনে আরও একবার অঙ্গীকার করছি - যে-কোনো ভাষার ওপর যদি আক্রমণ আসে - আমরা সবাই মিলে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবো।

রবিবার ফের মন কি বাত অনুষ্ঠান, মনের কথা ভাগ করে নেবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার, ২২ ফেব্রুয়ারি মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের মানুষের সঙ্গে নিজের চিন্তাভাবনা ভাগ করে নেবেন। রবিবার ফের শোনা যাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান মন-কি-বাত। এবারের মন-কি-বাত অনুষ্ঠানটি হবে ১৩১-তম পর্ব।রবিবার বেলা ১১-টা থেকে আকাশবাণী এবং দূরদর্শনের সবকটি চ্যানেলে এবং আকাশবাণীর নিউজ অন এআইআর ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ, প্রধানমন্ত্রীর দফতর এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে ও ইউটিউব চ্যানেলেও মন-কি-বাত অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হবে। প্রতিবারের মতো এবারও প্রধানমন্ত্রী মোদী মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে কী বার্তা দেন, তা জানার অপেক্ষায় সমগ্র দেশবাসী।

প্রধানমন্ত্রী ও ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ও প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠক

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি শনিবার নতুন দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসেন। উভয় নেতা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সমগ্র দিক পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক ইস্যু নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বহু পাক্ষিক মঞ্চে সহযোগিতা, আন্তর্জাতিক প্রশাসন ও দক্ষিণ বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। এছাড়াও প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠকও করেন তাঁরা।ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে সফরে এসেছেন ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি। এদিন সকালেই জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা। বিনম্রচিত্তে গান্ধীজিকে শ্রদ্ধা জানান লুলা দা সিলভা। সেখান থেকে তিনি যান নতুন দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে। সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করেন ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি। পরে দ্বিপাক্ষিক ও প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠক করেন। এদিন ভারত ও ব্রাজিলের মধ্যে মউ স্বাক্ষরিত হয়।

দেশবাসী কংগ্রেসকে ক্ষমা করবে না, যুব কংগ্রেসের প্রতিবাদ প্রসঙ্গে মন্তব্য সুধাংশুর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে ইন্ডিয়া এআই ইম্প্যাক্ট সামিটের সময় যুব কংগ্রেসের প্রতিবাদের তীব্র সমালোচনা করলো বিজেপি। শনিবার বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সুধাংশু ত্রিবেদী বলেন, এআই শীর্ষ সম্মেলন সকলের জন্য গর্বের বিষয় হয়ে উঠেছে, কিন্তু কংগ্রেস যেভাবে মূর্খতার দিকে নেমে গেছে তা কংগ্রেসের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক কাজ। এটিকে কেবল একটি রাজনীতি অথবা নেতিবাচক রাজনীতি বলা বা দমন করা যাবে না। সুধাংশু বলেন, লস্কর-ই-রাহুলের সৈন্যরা এসে ভারতের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করছে। কংগ্রেসের এই জঘন্য কর্মকাণ্ডে সমগ্র দেশ অত্যন্ত মর্মাহত এবং অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, এই দেশের জনগণ তাদের ক্ষমা করবে না।উল্লেখ্য, শুক্রবার ইন্ডিয়া এআই ইম্প্যাক্ট সামিটের সময় বিক্ষোভ দেখায় যুব কংগ্রেস। এতেই ক্ষুব্ধ বিজেপি। যুব কংগ্রেসের প্রতিবাদের বিরুদ্ধে শনিবার পাল্টা প্রতিবাদ জানিয়েছে বিজেপি যুব মোর্চা। বিজেপি যুব মোর্চার এক কর্মী বলেছেন, গত শুক্রবার ভারতীয় যুব কংগ্রেসের কর্মীরা অত্যন্ত লজ্জাজনক ঘটনা ঘটিয়েছে। রাহুল গান্ধীর কাছে এআই মানে ভারতবিরোধী। এই প্রতিবাদ বিশ্বকে খুব ভুল বার্তা দিচ্ছে। রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেস দলের দেশের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত।

রাজ্যে ভোট আসন্ন, আসতে চলেছে ৪৮০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃরাজ্যে ভোট আসন্ন, ভোটের আগেই রাজ্যে আসছে ৪৮০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, বাংলায় আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে এরিয়া ডমিনেশন, মনোবল বৃদ্ধি, ইভিএম সেন্টার, স্ট্রং রুম, ভোটের গণনার সেন্টারের যথাযথ পর্যবেক্ষণের জন্যই প্রাথমিক ভাবে এই ৪৮০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের করছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, ১ মার্চ রাজ্যে আসবে ২৪০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। ১০ মার্চ বাকি ২৪০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসবে রাজ্যে খবর সূত্র থেকে জানা গেছে।

উত্তরাখণ্ডে পরিষ্কার ও শুষ্ক আবহাওয়া, নেই কোনও সতর্কতা

দেহরাদূন, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ উত্তরাখণ্ডে আবহাওয়া শুষ্ক এবং পরিষ্কার থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবার এই বিষয়ে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। পূর্বাভাস অনুসারে, উত্তরাখণ্ডের সমস্ত জেলায় সারা দিন আবহাওয়া পরিষ্কার ও শুষ্ক থাকবে। কোনও রকম সতর্কতা বার্তা জারি করেনি আবহাওয়া দফতর। আবহাওয়া দফতরের মতে, শনিবার উত্তরাখণ্ডে বৃষ্টিপাত বা তুষারপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই। আবহাওয়া স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে থাকবে । শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে, তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। রাজধানী দেহরাদূনে আকাশ বেশিরভাগ সময় পরিষ্কার থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছাবে বলে আশা করছে আবহাওয়া দফতর।

রাশিফল

মেষঃ জাতক জাতিকাদের কাছের মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য এটিই উপযুক্ত সময়। কিছুদিন ধরে চলমান যে কোনও মতবিরোধ দূর করার জন্য এটি সঠিক সুযোগ হতে পারে। পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করুন। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, আপনার রুটিনে ধ্যান এবং যোগব্যায়াম অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করুন। বিবাহের যোগ হতে পারে।

বৃষঃমেঝের উপর দিয়ে হাঁটার সময় গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ যত্ন অবলম্বন করা উচিত। আপনি অধিকাংশই অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে উপার্জন করবেন। দূর সম্পর্কের আত্মীয়দের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত সংবাদ পুরো পরিবারের জন্য খুশির মূহুর্ত আনবে। সংসারে শান্তি হবে।

মিথুনঃ জাতক জাতিকাদের ধারণাগুলিতে নতুনত্ব বজায় থাকবে এবং আপনি কিছু সৃজনশীল কাজে অংশগ্রহণ করতে পারেন, যা আপনার ব্যক্তিত্বকে আরও উন্নত করবে। আপনার সামাজিক জীবনে কিছু উত্থান-পতন হতে পারে, তবে চিন্তা করবেন না, আপনার চতুরতা আপনাকে কঠিন পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করবে।

কর্কট রাশি ঃ ভাগ্যের ওপর নির্ভর করবেন না এবং স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা ভাগ্যের হাতে ছাড়বেন না যে ভাগ্যদেবী অলস বলে তা আপনার কোনোদিন হবে না। আপনার পরিবারের কোনও সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণে আপনি আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন।

সিংহঃ জাতক জাতিকারা যদি নতুন প্রকল্পে কাজ করেন, তাহলে আপনি আরও ভাল ফলাফল পেতে পারেন। ব্যক্তিগত জীবনে, আপনি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। শুভদিন

কন্যা ঃআজ আপনি হালকা বোধ করবেন এবং উপভোগ করার সঠিক মেজাজে থাকবেন। আপনি আজ অজানা উৎস থেকে অর্থ অর্জন করতে পারেন যা আপনার অনেক আর্থিক সমস্যার সমাধান করবে।

তুলাঃ জাতক জাতিকাদের সম্পর্কের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখার চেষ্টা করুন, কারণ আপনি আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে আনন্দদায়ক সময় কাটাবেন। সামাজিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ আপনাকে সুখ এবং তৃপ্তি এনে দেবে। এর পাশাপাশি, নিজের জন্য কিছু সময় বের করাও গুরুত্বপূর্ণ।

বৃশ্চিকঃ মানসিক শান্তির জন্য আপনার উত্তেজনার সমাধান করুন। আপনারা আজ রাতে আর্থিক লাভ অর্জনের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি কারণ আগে ঋণ দেওয়া কোনও টাকা তৎক্ষণাৎ ফিরে আসবে। সন্তান হতে পারে।

ধনুঃ জাতক জাতিকারা যদি কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে কাজ করেন তাহলে সৃজনশীলতা এবং অনুপ্রেরণা পাবেন। শুভ দিন হবে।

মকরঃ ব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে, কিন্তু আপনার জীবনকে নিশ্চিন্তভাবে নেবেন না, উপলব্ধি করুন যে জীবনের প্রতি যত্নই হল আসল ব্রত। অর্থ ব্যয় হবে

কুম্ভঃজাতক জাতিকাদের বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কাটানো সময় আপনাকে আরামদায়ক রাখবে।

মীনঃআপনার প্রবল সহনশীলতা এবং নির্ভীকতা ভীষণভাবে মানসিক ক্ষমতার উন্নতি করবে। এই গতি ধরে রাখুন যাতে যেকোনো পরিস্থিতি নিযন্ত্রণে রাখতে আপনাকে উৎসাহিত করে। বিবাহের যোগ আছে। সংসারে শান্তি হতে পারে।

আবহাওয়া

শীতের বিদায় বেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায়। ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ২৩ ও ২৪ তারিখ।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, বাতাসের গতিপ্রকৃতির পরিবর্তন, বঙ্গোপসাগর থেকে আসা জলীয় বাষ্প এবং পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জন্য এই বৃষ্টির সম্ভাবনা। আর উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও কালিম্পঙ জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ২৩ ও ২৪ তারিখ বৃষ্টি হলেও, তারপর কয়েকদিন আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকবে। শনিবার ফের কলকাতায় বাড়ল তাপমাত্রার পারদ। এদিন মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৭৮ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৩৫ শতকরা হতেপারে। বৃষ্টিপাত হয়নি।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১১টা ৫০মিনিট এবং ১১ রাত ৫০টা । **ভাটা**-দুপুর ১২টা ৫২মনিট এবং রাত ১১টা ৫২মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ০৮মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৩৫মনিটে হতে পারে।

এসআইআর চাপ সহ্য করতে না পেরে গঙ্গায় ঝাঁপ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ হুগলির শ্রীরামপুরে শনিবার একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে। ব্লক লেভেল অফিসার (বিএলও) মহম্মদ কায়ামুদ্দিন এসআইআর প্রক্রিয়ার চাপ সহ্য করতে না পেরে গঙ্গায় ঝাঁপ দেন। ঘটনায় উপস্থিত ফেরিঘাটের কর্মীরা জলে ঝাঁপ দিয়ে তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিছু সময় পরে মহম্মদ কায়ামুদ্দিনকে নদী থেকে উদ্ধার করা হয় এবং প্রাণে বেঁচে যাওয়া সত্ত্বেও আতঙ্ক এখনও কাটেনি তাঁর মনে। জানা গিয়েছে, মহম্মদ কায়ামুদ্দিন উত্তর ২৪ পরগনার টিটাগড়ের বাসিন্দা, পেশায় স্কুল শিক্ষক। আজ, শনিবার তিনি টিটাগড় থেকে শ্রীরামপুরে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিল একটি ব্যাগ। এরপর ফেরিঘাট থেকে লঞ্চে উঠেছিল। লঞ্চ মাঝ নদীতে এসে সকলকে অবাক করে গঙ্গায় ঝাঁপ মারেন তিনি। ওই ব্যাগটি লঞ্চেই রাখা ছিল। ঘটনায় উপস্থিত অন্যান্যদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। ফেরির কর্মীরা তাঁকে বাঁচানোর জন্য দ্রুত জলে ঝাঁপ দেন। ততক্ষণে ওই ব্যক্তি কিছুটা জলের তোড়ে ভেসেও গিয়েছিলেন। বেশ কিছু সময় পরে জল থেকে তাঁকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারের পর লঞ্চে বসিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। ব্যাগটি পরীক্ষা করলে দেখা যায়, তাতে ছিল এস আই আর ফর্ম এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র। উপস্থিত অন্যান্যরা জানিয়েছেন, ওই ব্যাগ ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেওয়ায় কথা জানিয়েছিলেন বিএলও মহম্মদ কায়ামুদ্দিন। এরপরই মানসিক চাপের কারণে তিনি নিজের জীবন শেষ করার চরম সিদ্ধান্ত নেন। মহম্মদ কায়ামুদ্দিন জানান, এস আই আর প্রক্রিয়ার চাপ আর তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। এখনও অনেক তথ্য এবং পরিসংখ্যান আপলোড করা বাকি রয়েছে এবং সময় সীমিত। তাছাড়া, যেসব মানুষকে প্রথমে ডাকা হয়নি, তাঁদেরও শুনানির চিঠি এসেছে। এ ধরনের দায়িত্ব এবং মানসিক চাপ সামলানো তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলছেন, এই চাপের কারণে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এমন চরম পদক্ষেপ নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। পরে শ্রীরামপুর থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মহম্মদ কায়ামুদ্দিনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরিবারের সদস্যদেরও অবিলম্বে খবর জানানো হয়েছে। চিকিৎসকরা জানান, বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। যদিও জীবন বেঁচে যাওয়া সত্ত্বেও মানসিক চাপ এবং আতঙ্ক কাটতে এখনও বেশ কিছুটা সময় লাগবে।

শেষ পর্যন্ত তৃণমূলে যোগ দিলেন প্রতীক উর রহমান

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, দঃ ২৪ পরগনা ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ বিধানসভার নির্বাচনের আগে সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে শনিবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন দলত্যাগী বাম যুবনেতা প্রতীক উর রহমান। এ দিন আমতলায় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে তৃনমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে জোড়াফুলের পতাকা তুলে নিলেন তিনি। গত রবিবার সিপিআই এমের রাজ্য কমিটি, জেলা কমিটি ও প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন প্রতীক উর রহমান। সেই চিঠি সংবাদ মাধ্যমের সামনে চলে আসায় বিতর্ক শুরু হয়েছিল। গত চার দিন ধরে নানা জল্পনা শুরু হয় রাজনৈতিক মহলে। এমনকী সি পি আই এম-এর রাজ্য কমিটির বৈঠকেও উপস্থিত ছিলেন না প্রতীক। তাঁর পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করা হয়েছে বলে শুক্রবারই জানিয়ে দিয়েছিলেন সিপিআই এমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। শনিবার নতুন কোনও দলে যোগদান করতে পারেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন প্রতীক উর রহমানও। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র থেকে অভিষেকের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন প্রতীক। ফলাফল অনুযায়ী এই কেন্দ্র থেকে তৃতীয় স্থানে ছিলেন তিনি। মাঝে কেটে গিয়েছে দু'টি বছর। সি পি আই এম দলে এর পর থেকে কোণঠাসা হতে হয়েছে বলে দাবি করেন প্রতীক। এমনকি সম্প্রতি সিপি আইএমের রাজ্যব্যাপী কর্মসূচি 'বাংলা বাঁচাও যাত্রা'তেও দেখা যায়নি প্রতীক কে। চলতি সপ্তাহে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রতীক জানিয়েছিলেন, দল তাঁকে সাইডলাইন করার পাশাপাশি ব্যক্তিগত আক্রমণ করা শুরু করেছিল। সেই কারণেই সিপিএম থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। এ দিন তৃণমূলে যোগদানের পরে প্রতীক উর রহমান বলেন, আমার মনে হয়েছে, এই সময়ে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য, আর বিজেপিকে আটকানোর জন্যে যে ভাবে গোটা দেশে মানুষের কণ্ঠরোধ হয়েছে, তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যে সবথেকে বড় শক্তি হল তৃণমূল কংগ্রেস। আর সেই কারণেই আমি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে এসেছি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে এসেছি। আমি নির্বাচনে দাঁড়াবো বলে আসে নি। তবে সদ্য তৃণমূল দলে এসে সে কতখানি গুরুত্ব পায় এখন সে দিকে নজর আম জনতার।

গ্রুপ সি ও ডি পরীক্ষায় জুতো নিষিদ্ধ, চটি পরে কেন্দ্রে ঢোকার নির্দেশ এসএসসির

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি শিক্ষাকর্মী নিয়োগের লিখিত পরীক্ষাকে ঘিরে কড়া নির্দেশিকা জারি করল স্কুল সার্ভিস কমিশন। পরীক্ষার্থীরা জুতো পরে পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকতে পারবেন না, তার বদলে পরতে হবে চটি। পুরুষ ও মহিলা সকল পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্রেই এই নির্দেশ প্রযোজ্য। সাম্প্রতিক সময়ে জুতোর ভিতরে মোবাইল ফোন বা অন্যান্য ইলেকট্রনিক যন্ত্র লুকিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশের একাধিক ঘটনা সামনে আসায় নকল রুখতেই এই পদক্ষেপ বলে জানিয়েছে কমিশন। জুতোর পাশাপাশি পরীক্ষাকেন্দ্রে কোনওরকম অলংকার, মোবাইল ফোন বা ইলেকট্রনিক গ্যাজেট নিয়ে ঢোকাও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি হাতে ঘড়ি পরাও যাবে না। নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, পরীক্ষার্থীদের জলের বোতল ও পেন স্বচ্ছ হতে হবে। নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এই অতিরিক্ত সতর্কতা নেওয়া হয়েছে বলে কমিশন সূত্রে খবর। এসএসসির চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার জানিয়েছেন, তপরীক্ষাকেন্দ্রের নিরাপত্তা ও পরীক্ষার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এই সব নিষেধাঞ্জ জ্ঞা জারি করা হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্যের বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে জুতোর মধ্যে মোবাইল লুকিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা। সে দিকে লক্ষ রেখেই গয়না ও জুতো পরা নিয়ে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।দ কোনও পরীক্ষার্থী নিষিদ্ধ সামগ্রী নিয়ে কেন্দ্রে ধরা পড়লে তাঁর পরীক্ষা বাতিল করা হবে বলেও সতর্ক করেছে কমিশন। আগামী ১ মার্চ গ্রুপ সি-র লিখিত পরীক্ষা এবং ৮ মার্চ গ্রুপ ডি-র পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যে পরীক্ষার্থীরা অনলাইনে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে শুরু করেছেন। এ বছর গ্রুপ সি ও ডি মিলিয়ে মোট ৮৪৭৮টি শূন্যপদে নিয়োগ হবে। প্রায় ১৭ লক্ষ চাকরিপ্রার্থী এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন বলে জানা গিয়েছে। এত বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থীর উপস্থিতিতে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন করতেই কমিশনের এই কঠোর অবস্থান বলে মনে করা হচ্ছে।

অপপ্রচারের অভিযোগে রাজীব কুমারের আইনি নোটিস সুকান্ত মজুমদারকে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যের প্রাক্তন ডিজি রাজীব কুমার-এর পক্ষ থেকে বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার-কে কড়া আইনি নোটিস পাঠানো হয়েছে। আগামী সাত দিনের মধ্যে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা না করলে তাঁর বিরুদ্ধে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হবে বলে নোটিসে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। একটি বিতর্কিত ভিডিওকে ঘিরেই এই আইনি পদক্ষেপ বলে জানা গিয়েছে। রাজীব কুমারের আইনজীবী নন্দিনী চট্টোপাধ্যায়ের পাঠানো নোটিসে অভিযোগ করা হয়েছে, সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে প্রচারিত একটি ভিডিওতে প্রাক্তন ডিজির বিরুদ্ধে ভুয়ো, কুৎসিত এবং ভিত্তিহীন অভিযোগ আনা হয়েছে। সেই ভিডিওতে তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করার উদ্দেশ্যে একাধিক গুরুতর মন্তব্য করা হয়েছে বলে দাবি। নোটিসে উল্লেখ করা হয়েছে, ওই ভিডিওতে দুর্নীতি, বেআইনি আর্থিক লেনদেন-সহ নানা অভিযোগ তুলে তাঁকে 'দুর্নীতিগ্রস্ত', এমনকি 'দালাল' বলেও আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এতে তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনের সুনাম মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে দাবি আইনজীবীর। নোটিসে বলা হয়েছে, ভিডিওটি ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম-সহ একাধিক সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং জনপরিসরে তা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে। এর ফলে সাধারণ মানুষের চোখে তাঁর মর্যাদা ও বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। আইনজীবীর বক্তব্য, একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিক হিসেবে রাজীব কুমার দীর্ঘদিন রাজ্য ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দায়িত্ব পালন করেছেন। পেশাদারিত্ব, নেতৃত্বগুণ এবং প্রশাসনিক দক্ষতার জন্য তিনি পরিচিত। সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে পরিকল্পিত ভাবে অপপ্রচার চালানো হয়েছে বলেই অভিযোগ। চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, এই প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল জনসমক্ষে তাঁর সম্মানহানি করা এবং ব্যক্তিগত ও পেশাগত ক্ষতি সাধন করা। সেই কারণে অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট ভিডিও সমস্ত সামাজিক মাধ্যম ও জনপরিসর থেকে সরিয়ে নিতে হবে। পাশাপাশি সাত দিনের মধ্যে নিঃশর্ত লিখিত ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যার মধ্যে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা দায়েরের কথাও উল্লেখ রয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ৩১ জানুয়ারি অবসর গ্রহণ করেন রাজীব কুমার। তাঁর অবসরকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। সেই সময় একটি অনুষ্ঠানে গান গেয়ে কটাক্ষ করেন সুকান্ত মজুমদার। 'দিদি তেরা ডিজি দিওয়ানা' বলে মন্তব্য করে তিনি ইঙ্গিত দেন যে অবসরের পরেও নাকি রাজ্য সরকার তাঁকে ছাড়তে চাইছে না। এই মন্তব্য এবং তার প্রেক্ষিতে প্রচারিত ভিডিও ঘিরেই বিতর্কের সূত্রপাত বলে সূত্রের খবর। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, অবসর-পরবর্তী সময়েও রাজীব কুমারকে ঘিরে রাজনৈতিক টানাপোড়েন অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে আইনজীবীর দাবি, ব্যক্তিগত আক্রমণ ও মানহানিকর মন্তব্যের বিরুদ্ধে আইনি পথে হাঁটাই একমাত্র উপায় ছিল। তাই এই নোটিস পাঠানো হয়েছে। এখন নজর সুকান্ত মজুমদারের প্রতিক্রিয়ার দিকে। তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন কি না, নাকি আইনি লড়াইয়ের পথে হাঁটেন, তা দেখার। রাজনৈতিক অঙ্গনে ইতিমধ্যেই এই ঘটনাকে ঘিরে চর্চা শুরু হয়েছে। আইনি নোটিসের জেরে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে চাপানউতোরের আবহ তৈরি হয়েছে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

দু'বছরে ৮৫০ বেআইনি নির্মাণ ভাঙল কলকাতা পুরসভা, ৭১০টি 'রেগুলারাইজ'

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ বেআইনি নির্মাণ রুখতে কড়া অবস্থান নিয়েছে কলকাতা পুরসভা। পুরসভার বিল্ডিং বিভাগের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত দু'বছরে শহর জুড়ে মোট ৮৫০টি অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলা হয়েছে। পাশাপাশি নকশা থেকে সামান্য বিচ্যুতি বা 'মাইনর ডেভিয়েশন'-এর কারণে অবৈধ ঘোষিত ৭১০টি নির্মাণ নির্দিষ্ট জরিমানার বিনিময়ে বৈধতা পেয়েছে। পুর কর্তৃপক্ষের একাংশ এই পরিসংখ্যানকে সন্তোষজনক বলেই মনে করছেন। ২০২৪ সালের মার্চ মাসে কলকাতা বন্দরে একটি নির্মীয়মাণ বহুতল ভেঙে পড়ে ১৩ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। পরে তদন্তে উঠে আসে, বহুতলটি পুরোপুরি বেআইনি ভাবে নির্মিত হয়েছিল। সেই মর্মান্তিক ঘটনার পরই মেয়র ফিরহাদ হাকিম বিল্ডিং বিভাগকে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন। বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করে পুরসভা। দুই বছর পর সাড়ে ৮০০-র বেশি নির্মাণ ভাঙার তথ্য প্রকাশ্যে আসায় প্রশাসনিক মহলে মনে করা হচ্ছে, সেই নির্দেশেরই বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, নিয়ম ভেঙে নির্মাণের জেরে অতীতে একাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাই শহরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কঠোর নজরদারি শুরু হয়। 'টক টু মেয়র' কর্মসূচিতে বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে বেআইনি নির্মাণ সংক্রান্ত বহু অভিযোগ জমা পড়ে। অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত তদন্তের নির্দেশ দেন মেয়র। এরপর শহরের ১৪৪টি ওয়ার্ডে বিশেষ অভিযান চালায় বিল্ডিং বিভাগ। নিয়মভঙ্গ করে নির্মিত বাড়ি ও বাণিজ্যিক কাঠামো চিহ্নিত করে আইনি প্রক্রিয়া মেনে সেগুলি ভেঙে ফেলা হয়। বিল্ডিং বিভাগের এক আধিকারিক জানান, প্রতিটি ক্ষেত্রে আইনি নোটিস প্রদান ও শুনানির প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা অবৈধ নির্মাণ চিহ্নিত করতে বিশেষ দল গঠন করা হয়েছিল। এর ফলেই এত বিপুল সংখ্যক বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা সম্ভব হয়েছে বলে দাবি তাঁদের। তবে সব ক্ষেত্রেই ভাঙার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। বিল্ডিং বিভাগের একটি সূত্র জানায়, অনেক ক্ষেত্রে বড় ধরনের অনিয়ম না থাকলেও অনুমোদিত নকশা থেকে সামান্য বিচ্যুতি বা পরিমাপে ত্রুটি থাকায় নির্মাণগুলি অবৈধ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল। সে ধরনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধি অনুযায়ী জরিমানা ধার্য করে সেগুলিকে বৈধ করা হয়েছে। গত দু'বছরে এ ভাবেই ৭১০টি নির্মাণ 'রেগুলারাইজ' করা হয়েছে। প্রশাসনের মতে, এতে একদিকে যেমন আইন রক্ষা হয়েছে, তেমনই অযথা সাধারণ নাগরিকদের চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়নি। পুরসভা কর্তৃপক্ষের দাবি, ধারাবাহিক নজরদারি ও দ্রুত পদক্ষেপের ফলে ভবিষ্যতে ঝুঁকিপূর্ণ নির্মাণ অনেকটাই কমবে। একই সঙ্গে সাধারণ মানুষ ও প্রোমোটারদের উদ্দেশে নিয়ম মেনে নির্মাণের আহ্বান জানানো হয়েছে। শহরের পরিকাঠামো ও নাগরিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত রাখতে এই কঠোর অবস্থান ভবিষ্যতেও বজায় থাকবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে পুর প্রশাসন।

মধ্য হাওড়ার 'উন্নয়নে' বিধায়কের প্রতি 'আস্থা' নাগরিক সমাজের বিশিষ্টদের, 'ইস্তেহার' প্রকাশ

দুরন্তবার্তা, সুমন আদক, হাওড়া, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ মধ্য হাওড়ার 'উন্নয়নে' বিধায়কের প্রতি 'আস্থা' রাখলেন নাগরিক সমাজের বিশিষ্টদের। বিগত পাঁচ বছরের কাজের খতিয়ান তুলে ধরে 'উন্নয়নের ইস্তেহার' প্রকাশ। আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে নাগরিক সমাজের বিশিষ্টজনেরা শনিবার মধ্য হাওড়ার বিধায়ক মন্ত্রী অরূপ রায়ের বিগত পাঁচ বছরের 'উন্নয়নের খতিয়ান' তুলে ধরে সাংবাদিক বৈঠক করলেন। অধ্যাপক, শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক, সমাজসেবী থেকে শুরু করে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বিগত পাঁচ বছরে মধ্য হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় তবিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলদ এর অর্থে কাজের খতিয়ান তুলে ধরে এদিন 'উন্নয়নের ইস্তেহার' প্রকাশ করা হয়। এদিন সকালে মধ্য হাওড়ার সুরকিকল মোড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের 'ওয়ার রুমে' আয়োজিত এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সিরাজ আহমেদ, ডাঃ নিশীথ রঞ্জন চৌধুরী, ডাঃ মিলন চক্রবর্তী, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা ডঃ শুভ্রা চক্রবর্তী, প্রাক্তন অধ্যাপক সুব্রত ঘোষ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মামুন আখতার, বিশিষ্ট সমাজসেবী ওম

ভাটিয়া, সন্দীপ দাগা, সুভাষ সুলতানিয়া প্রমুখ। অধ্যাপক সুমন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, '২০২১-২০২৬ সাল পর্যন্ত এই কয়েকটি অর্থবর্ষে ধারাবাহিকভাবে এলাকার বিধায়ক হিসেবে অরূপ রায় মধ্য হাওড়া জন্য যেসব কাজ করেছেন তা এই ইস্তেহারে ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করা আছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে কাজ করেছেন তিনি। বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সিরাজ আহমেদ বলেন, 'দ্বিতীয় দফায় কোভিডের শেষ সময়কালে শিক্ষাবিদ মামুন আখতার মন্ত্রী অরূপ রায়ের কাছে ভ্যাক্সিনেশন সেন্টার করার জন্য আবেদন করেছিলেন। মন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলেন। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে সেখানে ভ্যাক্সিনেশন সেন্টার তৈরি করা হলো। ওই সময় ভ্যাকসিনেশন সেন্টার সব জায়গায় পাওয়া যাচ্ছিল না। ভ্যাকসিন পাওয়াই খুব কঠিন কাজ ছিল ওই সময়ে। ওই সময় এক সপ্তাহের মধ্যে বেরেলিয়াস রোডে ভ্যাক্সিনেশন সেন্টার করে দেওয়া হলো। হাওড়ার মানুষের জন্য ভাবা এটাই অরূপ রায়ের অন্যতম একটি কাজের উদাহরণ।' প্রসঙ্গতঃ এর আগেও বিগত ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে 'হাওড়া বুদ্ধিজীবী মঞ্চ'-এর তরফে বিশিষ্ট নাগরিক সমাজ ও বুদ্ধিজীবীরা পদযাত্রা করেছিলেন। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে ওই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে অধ্যাপক সুমন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এখনও বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়নি। প্রার্থী তালিকাও ঘোষিত হয়নি। আমাদের পরবর্তী কর্মসূচি কি হবে তা আমরা এরপর আলোচনার মাধ্যমে স্থির করব। মধ্য হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি'র সাম্প্রতিক 'চার্জশিট' প্রকাশের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে অধ্যাপক সুমন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বিজেপি'র যারা এমন চার্জশিট দিচ্ছেন তাঁদের আমরা প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করছি ওনারা সংখ্যতত্ব তথ্য নিয়ে প্রকাশ্যে হাজির হোন এবং সেখানে মাননীয় মন্ত্রী কিংবা তাঁর কোনও প্রতিনিধি সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে হাজির হবেন। সেখানে পরিসংখ্যান নিয়েই প্রকাশ্যে কথা হবে। আমি একাধিক বিধানসভা কেন্দ্রে গিয়ে দেখেছি সেখানে বিজেপির বিধায়কদের কোনও টিকি পাওয়া যাচ্ছে না। একটা বিধানসভা কেন্দ্রে সব কাজই যে ১০০ শতাংশ করা গিয়েছে বা করা হয়েছে এটা কখনোই আমরা বলতে পারিনা। সব জায়গাতেই কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে।' বহুক্ষেত্রে 'দুর্নীতি' এবং 'বেনিয়ম' নিয়ে বিজেপির তোলা অভিযোগ প্রসঙ্গে সুমন বাবু বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যে কোনও রাজ্যে গিয়ে নিঃশব্দে ঘুরে আসুন, তথ্য জোগাড় করে আনুন। দেখবেন সেখানেও অনেক অভিযোগ উঠে আসবে। বরং এরাজ্যে কোনও অভিযোগ এলে সেক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।'

পুলিশের তৎপরতায় স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে স্বামী গ্রেফতার

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ পুলিশের তৎপরতায় স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে পলাতক স্বামীকে ৫ মাস পর গ্রেফতার করলো জয়নগর থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মোবাইলের টাওয়ার লোকেসন ট্র্যাক করে কর্ণাটকের ত্রিনাবাসপুর থানার একটি মুরগির ফার্ম থেকে বৃহস্পতিবার গ্রেফতার করে ট্রানজিস্ট রিমান্ডে শুক্রবার রাতে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃতের নাম মাসুদুর রহমান মোল্লা, বাড়ি বকুলতলা থানার বাগমারি এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত বছরের ১৪ই সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগর থানা এলাকার দক্ষিণ বারাসত গ্রাম পঞ্চায়েতের মাসটিকারি গ্রামের একটি ভাড়া বাড়ি থেকে এক মহিলার দেহ উদ্ধার হয়েছিল। ওইদিন সকালে নুরজাহান বিবির ঘর থেকে এক মহিলার দেহ উদ্ধার হয়েছিল। পাঁচ মাস ধরে বিনা পরিচয় পত্রে নুরজাহান বিবির ঘরে ভাড়া থাকতো এক দম্পতি। দীর্ঘদিন ধরে তাদের দুজনের মধ্যে ঝামেলা চলতো। ওই দিন সকালে ওই ঘর মালিক যখন ওই মহিলাকে ডাকতে যায় দেখে ঘরের মধ্যে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। তারপর চিৎকার করতে ছুটে আসে স্থানীয়রা। এরপর জয়নগর থানায় খ বর দিলে জয়নগর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থল থেকে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। আর ওই ঘটনার পর থেকে মৃত ওই মহিলার স্বামী পলাতক ছিলো। এর পরে মৃতের পরিবারের তরফে জয়নগর থানায় অভিযোগ দায়েরের পরে তদন্তে নামে জয়নগর থানার পুলিশ। আর সেই তদন্তে উঠে আসে একাধিক তথ্য। আর সেই সব তথ্যের সূত্র ধরে জয়নগর থানার আই সি সমরেশ ঘোষের নির্দেশে এস আই সন্দীপ বালিয়া সহ পুলিশের বিশেষ টিম জয়নগর থেকে কর্ণাটকের উদ্দেশে রওনা দেয় এবং সেখানে গিয়ে ত্রিনাবাসপুর থানার পুলিশের সহায়তায় মৃতের স্বামী মাসুদুর রহমান মোল্লাকে একটি মুরগির ফার্ম থেকে গ্রেফতার করে। ধৃতকে শনিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে মহামান্য বিচারক জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। তবে কি কারণে সে তার স্ত্রীকে খুন করে পালিয়ে গিয়েছিলো তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগ, যুবতীর অভিযোগে গ্রেফতার জওয়ান। ধৃতের চার দিনের পুলিশ হেফাজত। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগে গ্রেফতার এক জওয়ান। হাওড়ার জগাছা থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতের বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে। বর্তমানে ছত্তিশগড়ে পোস্টিং ছিলেন। শনিবার তাঁকে হাওড়া জেলা আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জগাছা এলাকার এক মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এরপর অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযোগকারীনি জানান, বছর চারেক আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিযুক্তের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। এরপর তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। যুবতীর অভিযোগ, মাঝে মাঝে বিভিন্ন হোটেলে তাঁকে নিয়ে গিয়ে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস করতে শুরু করেন অভিযুক্ত। ওই যুবতী বিয়ের জন্য চাপ দিলে কয়েকদিন আগে অভিযুক্ত জানায় তাঁকে বিয়ে করতে পারবে না। এরপরেও সম্পর্ক রাখার জন্য অভিযুক্ত জোরাজুরি করতে থাকেন। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই জগাছা থানার পুলিশ মামলা রুজু করে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। শনিবার দুপুরে ধৃতকে হাওড়া জেলা আদালতে তোলা হলে চারদিনের পুলিশ হেফাজতের আদেশ দেওয়া হয়।

সাসপেনশন বহাল, তবু কেন্দ্রে হাজির পার্থ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ দীর্ঘ জেলযাপনের পর এই প্রথম নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে পা রাখলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। শনিবার দুপুরে দক্ষিণ কলকাতার নাকতলার বাসভবন থেকে বেহালার উদ্দেশে রওনা দেন তিনি। বেলা প্রায় পৌনে একটা নাগাদ ম্যান্টনে তাঁর বিধায়ক কার্যালয়ের সামনে পৌঁছন। সেখানে উপস্থিত অনুগামীদের সঙ্গে কিছু সময় কথা বলেন প্রাক্তন মন্ত্রী। তাঁকে ঘিরে কৌতুহল ছিল, তিনি কি আবার বেহালা পশ্চিম কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে লড়তে চান? জবাবে পাঁচ বারের বিধায়ক বলেন, প্রার্থী হওয়ার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে দল। তারপর তাঁর ব্যক্তিগত মতামত। তবে তিনি স্পষ্ট করেন, তিনি দলের সঙ্গেই আছেন। গ্রেফতারের কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি তৃণমূল মহাসচিবের পদ থেকেও অপসারিত করা হয় এবং ছয় বছরের জন্য দল থেকে সাসপেন্ড করা হয়। সেই সাসপেনশন এখনও বহাল রয়েছে। তিন বছর তিন মাসের বেশি সময় জেলবন্দি থাকার পর গত বছরের নভেম্বর মাসে জামিনে মুক্তি পান তিনি। তবে মুক্তির পর হাতে আঘাত পাওয়ায় তাঁকে এক মাসেরও বেশি সময় হাসপাতালে কাটাতে হয়েছিল। সম্প্রতি শারীরিক ভাবে সুস্থ হয়ে ওঠার পর পার্থ জানিয়েছিলেন, তিনি নিজের বিধানসভায় গিয়ে ভোটারদের ধন্যবাদ জানাতে চান। সেই অনুযায়ী ভাষা দিবসের দিনটিকেই বেছে নেন তিনি। বেহালা পশ্চিমে পৌঁছে বলেন, এখানকার মানুষের কাছে তিনি কৃতজ্ঞ। পাঁচ বার তাঁকে জিতিয়ে বিধানসভায় পাঠানোর জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাঁর কথায়, তিনি এখানকারই মানুষ এবং সেই সম্পর্ক অটুট থাকবে।তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ মনে করছেন, পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে ফের প্রার্থী করার সম্ভাবনা ক্ষীণ। নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় তিনি এখনও অভিযুক্তদের তালিকায় রয়েছেন এবং দীর্ঘ সময় জেলেও কাটিয়েছেন। সেই সব বিষয় মাথায় রেখেই তৃণমূল তাঁকে টিকিট নাও দিতে পারে বলে মত রাজনৈতিক মহলের একাংশের। জেলমুক্তির পরও তাঁকে দলে ফেরানোর ক্ষেত্রে কোনও স্পষ্ট আগ্রহ দেখা যায়নি শাসকদলের তরফে। শনিবারের সফরে আর একটি বিষয় নজর কেড়েছে। বেহালা পশ্চিমের অধীনে তৃণমূলের ১০ জন কাউন্সিলরের কাউকেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দেখা যায়নি।

আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ডে ১৮ দেহাংশ শনাক্ত

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ ২৬ দিন কেটে গিয়েছে আনন্দপুরের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের। তবু দগ্ধ স্মৃতি আর অনিশ্চয়তার অন্ধকার কাটেনি বহু পরিবারের। ঘটনায় ২৭ জনের নামে নিখোঁজ ডায়েরি হয়েছিল থানায়। জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত ১৮টি দেহাংশ শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। শনাক্ত হওয়া ব্যক্তিদের অধিকাংশই পূর্ব মেদিনীপুরের বাসিন্দা। পশ্চিম মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার কয়েকজন শ্রমিকের দেহাংশও চিহ্নিত হয়েছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, আইনি প্রক্রিয়া মেনে দ্রুত মৃতদের পরিবারের হাতে মৃত্যুর শংসাপত্র তুলে দেওয়া ও দেহাংশও হস্তান্তর করা হবে। সে কারণেই মর্গে ভিড় করেন পরিজনেরা। অগ্নিকাণ্ডে পুত্র ও ভাইকে হারিয়েছেন পূর্ব মেদিনীপুরের বাসিন্দা নিরঞ্জন মণ্ডল। তাঁর ভাই গোবিন্দ মণ্ডলের বয়স ছিল ৩৯ বছর। পুত্র রামকৃষ্ণ মণ্ডল মাত্র ১৮ বছরের তরুণ। কাকা-ভাইপো দু'জনেই আনন্দপুরের একটি গুদামে কাজ করতেন। কাঁটাপুকুর মর্গের সামনে দাঁড়িয়ে নিরঞ্জনবাবু জানান, তাঁর ছেলের ডিএনএ নমুনার সঙ্গে দেহাংশের ডিএনএ মিলে গিয়েছে।

দাম নেই, লোকসানে শীতকালীন পেঁয়াজ চাষ, দিশেহারা কৃষকরা

দুরন্তবার্তা, প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ শীতকালীন পেঁয়াজ মাঠে উঠতে শুরু করেছে। কিন্তু ফলন ভালো হলেও বাজারে ন্যায্য দাম না মেলায় মাথায় হাত পড়েছে কৃষকদের। পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লক-এর নিমতলা এলাকার চাষিদের দাবি, উৎপাদন আশানুরূপ হলেও বর্তমান বাজারদরে খরচই উঠছে না, ফলে চরম আর্থিক চাপে পড়েছেন তাঁরা। স্থানীয় কৃষকদের কথায়, এক বিঘা জমিতে গড়ে ৮০-৮৫ মন পর্যন্ত পেঁয়াজ ফলন হচ্ছে। ফলনের দিক থেকে এ বছর কোনও ঘাটতি নেই। কিন্তু বাজারে ৫০ কেজি পেঁয়াজের দাম মিলছে মাত্র ৩৫০ থেকে ৩৮০ টাকা। গত বছর একই পরিমাণ পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে প্রায় ৭৫০ টাকায়। অর্থাৎ এক বছরে দাম প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। এক চাষির আক্ষেপ, 'এ বছর এক বিঘা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করতে ২৫-৩০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। বীজ, সার, কীটনাশক, সেচ, শ্রমিক; সব মিলিয়ে খরচ বেড়েছে। কিন্তু এখন যে দামে পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে, তাতে খরচই তুলতে পারছি না। লাভ তো দূরের কথা। কৃষি প্রধান কালনা মহকুমায় পেঁয়াজ অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল। কৃষি দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, মহকুমার পাঁচটি ব্লকে প্রায় ৪,৭৩০ হেক্টর জমিতে শীতকালীন সুখসাগর প্রজাতির পেঁয়াজ চাষ হয়। প্রতিবছর এই ফসলের উপর নির্ভর করেই বহু কৃষক পরিবার সংসার চালান। তবে এ বছর বাজারদরের ধস চাষিদের উদ্বেগ বাড়িয়েছে। অনেকেই আশঙ্কা করছেন, দ্রুত দাম না বাড়লে ঋণের বোঝা বাড়বে এবং আগামী মরসুমে চাষে আগ্রহ কমে যেতে পারে। কৃষকদের দাবি, সরকার যদি ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্ধারণ করে বা সরাসরি বাজার হস্তক্ষেপ করে, তাহলে কিছুটা স্বস্তি মিলতে পারে। ফলন ভালো হলেও ন্যায্য দাম না থাকায় পূর্বস্থলীর নিমতলায় এখন আনন্দের বদলে হতাশাই বেশি। মাঠে পেঁয়াজ উঠছে, কিন্তু কৃষকের মুখে হাসি ফুটছে না।

মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে চাকরি প্রার্থীদের বিক্ষোভ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে চাকরি প্রার্থীদের বিক্ষোভ। স্বাস্থ্যে দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি নারায়ণ স্বরূপ নিগম আসার আগে বিক্ষোভ। যদিও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। উল্লেখ্য আজ মালদা কলেজ অডিটোরিয়াম থেকে স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে, প্রায় ১৭০ জন, কমিউনিটি হেলথ অফিসার পদে নিয়োগ পত্র প্রদানের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। কিন্তু নিয়ম মেনে এই নিয়োগ হয়নি। এই অভিযোগ তুলে, প্রায় ১৫ থেকে ২০ জন চাকরি প্রার্থী বিক্ষোভ দেখায়। তাদের অভিযোগ, অনেকেই ওবিসি ক্যাটাগরিতে পরীক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু ইন্টারভিউ এর ক্ষেত্রে তাদের জেনারেল ক্যাটাগরিতে রাখা হয়। পরবর্তী সময়ে যে তালিকা বেরিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে তাদের সাধারণ ওয়েটিং লিস্টের তালিকায় রাখা হয়েছে। ওবিসি ওয়েটিং লিস্টের তালিকায় রাখা হয়নি। আর এই অভিযোগেই তাদের বিক্ষোভ। এদিন, ১৭০ জন চাকরি প্রার্থীকে, নিয়োগপত্র তুলে দেন, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, স্বাস্থ্য দপ্তরের নারায়ন স্বরূপ নিগম। মালদার জেলাশাসক, প্রীতি গোয়েল জানিয়েছেন, যারা নিয়োগপত্র পায়নি তাদের জন্য আমরা দুঃখিত। সেই সঙ্গে তিনি জানান যা হয়েছে নিয়ম মেনে হয়েছে। অন্যদিকে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি নারায়ণ স্বরূপ নিগম জানান, এই ইসুগুলো আমরা আলাদাভাবে দেখছি।

অরিজিৎ-এর বাড়িতে ফের দুই সেলিব্রেটি উপস্থিত, তাঁরা করা

দুরন্তবার্তা, মিঠুন হালদার, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ টলিউডের বিখ্যাত কম্পোজার ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তের সঙ্গে কি ফের একবার জুটি বাঁধতে চলেছেন অরিজিৎ সিং? সূত্র বলছে ,সবকিছু ঠিকঠাক চললে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই টলিউডের এই বিখ্যাত সুরকারের গান ফের একবার গাইতে চলেছেন মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের অরিজিৎ সিং। সম্প্রতি নিজের ভক্তদেরকে নতুন ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে অরিজিৎ সমাজ মাধ্যমের পাতায় সকলকে চমকে দিয়ে ঘোষণা করে দেন, তিনি আর নতুন কোনও প্রজেক্টে প্লেব্যাক গান করবেন না। এই ঘোষণার পরই অরিজিৎ-এর কোটি কোটি ফ্যানদের হৃদয় যেন মুহূর্তে ভেঙে গিয়েছিল। অরিজিৎ -এর এই ঘোষণার কিছুদিনের মধ্যে গোটা ভারত দেখেছিল বলিউডের 'মিস্টার পারফেকশনেস্ট' আমির খান প্রায় তিন দিন বহরমপুর থেকে জিয়াগঞ্জে অরিজিৎ-এর বাড়িতে গিয়ে তাঁর নিজের প্রযোজনা সংস্থার পরবর্তী একটি সিনেমার গান রেকর্ড করতে। মুর্শিদাবাদ থেকে ফিরে গিয়ে আমির খান তাঁর প্রযোজিত 'এক দিন' সিনেমায় গান গাওয়ার জন্য অরিজিৎকে সমাজমাধ্যমে ধন্যবাদও জানিয়েছিলেন। এই সিনেমায় আমিরের ছেলে জুনাইদ খানকে মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে। ছেলের সিনেমার জন্য ভারতের সবথেকে দামি কণ্ঠকেই বেছেছেন আমির। সূত্রের খবর, এবার অরিজিৎ-এর সঙ্গে কাজ করার জন্য মুর্শিদাবাদে জিয়াগঞ্জের তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হয়েছেন বলিউড এবং টলিউডের বিখ্যাত নায়ক যীশু সেনগুপ্ত এবং সুরকার ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত। জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ ঘোষ, অরিজিৎ-এর বাড়িতে যিশু সেনগুপ্তের আসার খবরটি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, আমি শুনেছি যীশু সেনগুপ্ত ইতিমধ্যেই অরিজিৎ-এর বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তবে তাঁর সঙ্গে আর কে এসেছেন সে বিষয়টি আমার জানা নেই। সূত্রের খবর, ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত এসেছেন যীশু সেনগুপ্তের সঙ্গে। টলিউডে অরিজিৎ এবং ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তর 'কেমিস্ট্রি' দীর্ঘদিন ধরে চর্চার মধ্যে রয়েছে। এর আগে অরিজিৎ, ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তের সুরে 'বোঝেনা সে বোঝেনা', এগিয়ে দে'র মতো হিট গান গেয়েছেন। প্রসঙ্গত অরিজিৎ-এর সঙ্গে 'কোলাবোরেশন' করে গান গাওয়ার জন্য এর আগে এড শিরান-এর মত বিখ্যাত পপ গায়কও মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ এসেছেন। মুর্শিদাবাদে থেকেই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে গান রেকর্ড এবং মিক্সিং করার জন্য ইতিমধ্যে অরিজিৎ নিজের বাড়ির কাছে একটি আধুনিক রেকর্ডিং স্টুডিও তৈরি করেছেন। সেখানেই তিনি গান রেকর্ড করেন বলে জানা গিয়েছে। অরিজিৎ ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তি জানান, যিশু সেনগুপ্ত অভিনীত একটি সিনেমায় ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত সুর দিচ্ছেন। সেই সিনেমার গানের রেকর্ডিং-এর জন্যই অরিজিৎ-এর বাড়িতে এসেছেন এই দুই বিখ্যাত ব্যক্তি।

নাবালিকাকে কুপিয়ে লুটের চেষ্টা, সাঁতার প্রশিক্ষকের যাবজ্জীবন, রায় আদালতের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ ২০১৫ সালের চিৎপুরের নৃশংস হামলা ও লুটের ঘটনায় সাঁতার প্রশিক্ষক সন্দীপ সাউকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল শিয়ালদহ আদালত। শনিবার সাজা ঘোষণা করা হয়। এর আগের দিন বিচারক অনির্বাণ দাস অভিযুক্তকে খুনের চেষ্টা ও ডাকাতির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। রায় ঘোষণার পর স্বস্তি প্রকাশ করেছেন নির্যাতিতার পরিবার। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৫ সালের ১৮ মার্চ চিৎপুরের একটি ফ্ল্যাটে একা ছিল নাবালিকা। পরিবার-পরিচিত সন্দীপ সাউ সেখানে গিয়ে আলমারি খুলে টাকা ও গয়না নেওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি নাবালিকাকে জানান, বাবার চিকিৎসার জন্য অর্থ প্রয়োজন। বাধা দিলে গামছা দিয়ে তার গলায় ফাঁস দেওয়া হয় এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে একাধিকবার কোপানো হয় বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় অচেতন হয়ে পড়ে নাবালিকা। ঘটনার পর অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। পরে জ্ঞান ফিরলে প্রতিবেশীদের সাহায্যে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয়। তদন্তের পর গ্রেপ্তার হয় সন্দীপ। মামলায় ২২ জন সাক্ষ্য দেন। দীর্ঘ বিচারপ্রক্রিয়ার শেষে আদালতের রায়ে দোষীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড নিশ্চিত হল।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা-৮৩, রবিবার, ০৯ ফাল্গুন, ১৪৩২

সহানুভূতি নয়, নিজের কণ্ঠের অধিকার চাই

শতাব্দীর পর শতাব্দী লেগেছে আমাদের কণ্ঠস্বরকে প্রাতিষ্ঠানিক পরিসরে পৌঁছাতে। সংসদ, বিশ্ববিদ্যালয়, আদালত, সংবাদমাধ্যম, প্রশাসনিক দফতর-এই সব জায়গা একসময় ছিল কিছু নির্দিষ্ট শ্রেণি, লিঙ্গ, জাতি বা ভাষার মানুষের দখলে। বাকিরা ছিল প্রান্তে, নীরব, অদৃশ্য। সেই দীর্ঘ নীরবতার ইতিহাস পেরিয়ে আজ যখন প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বর এই প্রাতিষ্ঠানিক পরিসরে প্রবেশ করেছে, তখন তাকে হালকা করে দেখা, তুচ্ছ করা বা ‘সংবেদনশীলতা’ বলে উড়িয়ে দেওয়া নিছক অবিবেচনা নয়-এটি ইতিহাসের প্রতি অবমাননা। কণ্ঠস্বর কেবল শব্দ নয় এটি আত্মপরিচয়ের ঘোষণা। যখন কোনও দলিত শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুমে দাঁড়িয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলে, যখন কোনও আদিবাসী প্রতিনিধি পঞ্চায়েত সভায় বনাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলে, যখন কোনও নারী কর্মী অফিসের বৈষম্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায়-তখন তারা কেবল ব্যক্তিগত বক্তব্য রাখে না, বরং একটি দীর্ঘ নীরবতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। সেই সাহস সহজে আসে না। সামাজিক অবজ্ঞা, উপহাস, প্রতিহিংসা-সবকিছুর আশঙ্কা মাথায় নিয়েই তারা কথা বলে। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়, এই কণ্ঠস্বরকে ‘রাজনীতি’ বলে খাটো করা হয়। বলা হয় এত সংবেদনশীলতা কেন? কেন সবকিছুতেই বৈষম্যের প্রশ্ন? এই মনোভাব আসলে ক্ষমতার স্বাচ্ছন্দ্য থেকে জন্ম নেয়। যারা বহুদিন ধরে অবাধে কথা বলার সুযোগ পেয়েছে, তাদের কাছে কথা বলা স্বাভাবিক। কিন্তু যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রান্তে ঠেলে রাখা হয়েছে, তাদের জন্য কথা বলা মানে আত্মসম্মান পুনরুদ্ধার। প্রাতিষ্ঠানিক পরিসর কখনও নিরপেক্ষ ছিল না। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ক্ষমতার কাঠামো সবসময় কিছু কণ্ঠকে প্রাধান্য দিয়েছে, অন্যদের বাদ দিয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বিচারব্যবস্থা-সব জায়গায় প্রতিনিধিত্বের ঘাটতি ছিল স্পষ্ট। সংরক্ষণনীতি, ইতিবাচক পদক্ষেপ, অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি-এসব সংগ্রামের ফলেই ধীরে ধীরে দরজা খুলেছে। কিন্তু দরজা খুললেই সমতা প্রতিষ্ঠিত হয় না ভেতরে প্রবেশের পরও লড়াই চলতে থাকে। এই লড়াইয়ের কেন্দ্রে রয়েছে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার, নিজের অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা। সহানুভূতি প্রয়োজনীয়, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। সহানুভূতি প্রায়শই ঊর্ধ্বতন অবস্থান থেকে আসে-যেন কেউ দয়া করছে। কিন্তু এজেন্সি মানে সমান অবস্থান, নিজের কণ্ঠের উপর নিজের অধিকার। প্রান্তিক মানুষ যখন বলে, আমাদের হয়ে কথা বলবেন না, আমাদের কথা বলতে দিন, তখন তারা এই এজেন্সির দাবি জানায়। অনেক সময় দেখা যায়, প্রগতিশীলতার নামে অন্যের অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করার প্রবণতা তৈরি হয়। কেউ বলেন, ওদের সমস্যাটা আমি বুঝি, কিন্তু সেই প্রায়শই অভিভাবকসুলভ। এতে প্রকৃত কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যায়। যে সাহস নিয়ে কেউ নিজের কথা বলতে এগিয়ে এসেছে, তাকে ‘ বা ‘উদ্দেশ্যপ্রণোদিত’ বলে সন্দেহ করা হলে সেই সাহস ভেঙে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে, অফিসের বোর্ডরুমে, আদালতের কাঠগড়ায়-যেখানে যেখানে নতুন কণ্ঠস্বর উঠছে, সেখানে প্রতিরোধও তৈরি হচ্ছে। কারণ ক্ষমতার পুনর্বণ্টন কখনও মসৃণ হয় না। কেউ যদি প্রশ্ন তোলে, কেন পাঠ্যক্রমে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ইতিহাস নেই, কেন কর্মক্ষেত্রে নারী নেতৃত্ব কম, কেন সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব সীমিত-তখন সেই প্রশ্ন ক্ষমতার আরামদায়ক কাঠামোকে নাড়িয়ে দেয়। আর সেই নাড়া দেওয়াকেই অনেকে বলে চিহ্নিত করেন। কিন্তু গণতন্ত্রের প্রাণই তো এই প্রশ্ন তোলা। নীরবতা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে না বরং দুর্বল করে। যে সমাজে কেবল কিছু কণ্ঠস্বর শোনা যায়, সেখানে সিদ্ধান্তও একপাক্ষিক হয়। বহুস্বরই গণতন্ত্রের ভিত্তি। তাই প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বরকে তুচ্ছ করা মানে গণতান্ত্রিক চেতনার ক্ষতি করা। এই প্রসঙ্গে ভাষার গুরুত্বও কম নয়। বহু মানুষ মাতৃভাষায় কথা বলার সুযোগ পায় না, ফলে তাদের ভাবনা সঠিকভাবে প্রকাশ পায় না। প্রাতিষ্ঠানিক ভাষা প্রায়শই ক্ষমতার ভাষা। সেই ভাষায় দক্ষ না হলে বক্তব্য গুরুত্ব পায় না। তাই ভাষাগত অন্তর্ভুক্তিও এজেন্সির অংশ। নিজের ভাষায় কথা বলার অধিকার মানে নিজের অভিজ্ঞতাকে নিজের শর্তে প্রকাশ করার অধিকার। মিডিয়ার ভূমিকাও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বরকে কীভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে? তা কি ‘গল্প’ হিসেবে দেখানো হচ্ছে, নাকি নীতিগত আলোচনার অংশ হিসেবে? যদি কেবল করুণ কাহিনি হিসেবে তুলে ধরা হয়, তবে তা সহানুভূতির পরিসরে আটকে যায়। কিন্তু যদি তা কাঠামোগত বৈষম্যের আলোচনায় জায়গা পায়, তবে এজেন্সি শক্তিশালী হয়। এজেন্সি মানে দায়িত্বও। নিজের কণ্ঠ ব্যবহার করা মানে যুক্তি, তথ্য ও সংলাপের মাধ্যমে অবস্থান তুলে ধরা। আবেগ স্বাভাবিক, কারণ অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগত। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতাকে সামাজিক প্রেক্ষাপটে যুক্ত করা জরুরি। প্রাতিষ্ঠানিক পরিসরে টিকে থাকতে হলে সংলাপের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। বিরোধিতা থাকবে, মতভেদ থাকবে-কিন্তু তুচ্ছতাচ্ছিল্য নয়, শ্রদ্ধার সঙ্গে মতবিনিময় প্রয়োজন। সমাজের মূলধারার মানুষদেরও আত্মসমালোচনার প্রয়োজন। আমরা কি সত্যিই শুনতে প্রস্তুত? নাকি শুনি, কিন্তু গুরুত্ব দিই না? প্রায়ই দেখা যায়, প্রান্তিক কণ্ঠস্বরকে বলে এড়িয়ে যাওয়া হয়, অথচ একই কথা যদি ক্ষমতাবান কেউ বলেন, তা গুরুত্ব পায়। এই দ্বিচারিতা দূর না হলে অন্তর্ভুক্তি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন সময়সাপেক্ষ। কিন্তু প্রতিটি কণ্ঠস্বর সেই পরিবর্তনের বীজ বপন করে। আজ যে ছাত্র প্রশ্ন তুলছে, কাল সে হয়তো নীতিনির্ধারক হবে।

অনুকুল ঠাকুরের বাণী

‘‘লেখাপড়ায় বড় হ’লেই শিক্ষা তাকে কয় না,
অভ্যাস, ব্যবহার, সহনশীলতা না হলে শিক্ষা হয় না।’’

--শ্রীশ্রী ঠাকুর

এই সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর বাণীর মধ্যে নিহিত রয়েছে শিক্ষার প্রকৃত সংজ্ঞা। এখানে শ্রীশ্রী অনুকূলচন্দ্র ঠাকুর স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, কেবলমাত্র বই পড়ে ডিগ্রি অর্জন করলেই মানুষ প্রকৃত শিক্ষিত হয় না। শিক্ষার মূল ভিত্তি

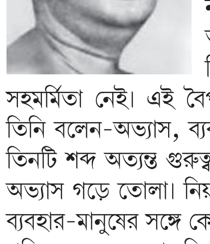

হল চরিত্র, অভ্যাস, ব্যবহার ও সহনশীলতা। প্রথমেই তিনি বলেছেন-লেখাপড়ায় বড় হ’লেই শিক্ষা তাকে কয় না। অর্থাৎ কেউ যদি উচ্চশিক্ষিত হন, অনেক ডিগ্রি অর্জন করেন বা জ্ঞানচর্চায় পারদর্শী হন, তবুও যদি তাঁর জীবনে মানবিকতা না থাকে, তবে তাকে প্রকৃত শিক্ষিত বলা যায় না। আজকের সমাজে আমরা অনেক সময় দেখছি, বিদ্যাবত্তা আছে কিন্তু আচরণে সৌজন্য নেই, সহমর্মিতা নেই। এই বৈপরীত্যকেই তিনি তুলে ধরেছেন। পরবর্তী অংশে তিনি বলেন-অভ্যাস, ব্যবহার, সহনশীলতা না হলে শিক্ষা হয় না। এখানে তিনটি শব্দ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভ্যাস-শিক্ষা মানে শুধু তথ্য জানা নয়, স অভ্যাস গড়ে তোলা। নিয়মিততা, শৃঙ্খলা, সততা-এই সবই শিক্ষার অংশ। ব্যবহার-মানুষের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করছি, তা-ই আমাদের শিক্ষার প্রকৃত পরিচয় দেয়। ভদ্রতা, বিনয়, সহানুভূতি-এসবই শিক্ষার ফল। সহনশীলতা-মতভেদ, প্রতিকূলতা বা কষ্টের সময় ধৈর্য ধরে থাকা এবং অন্যের মতকে সম্মান করা শিক্ষার অন্যতম লক্ষণ। শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর মানবজীবনকে গড়ে তোলার জন্য সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যা মানুষকে আত্মনিয়ন্ত্রিত, সমাজোপযোগী ও নৈতিকভাবে দৃঢ় করে তোলে। কেবল পুঁথিগত বিদ্যা নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স চরিত্র গঠনই আসল লক্ষ্য। এই বাণী আজও সমান প্রাসঙ্গিক। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক সমাজে আমরা প্রায়শই নম্বর, ডিগ্রি ও চাকরির সাফল্যকেই শিক্ষার মানদণ্ড মনে করি। কিন্তু যদি সেই শিক্ষার সঙ্গে মানবিক মূল্যবোধ যুক্ত না থাকে, তবে তা অসম্পূর্ণ। পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজ-সব জায়গাতেই এই মূল্যবোধের চর্চা প্রয়োজন। অতএব, শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুরের এই বাণী আমাদের মনে করিয়ে দেয়-শিক্ষা মানে কেবল জ্ঞানার্জন নয়, বরং চরিত্রগঠন। একজন সত্যিকারের শিক্ষিত মানুষ তাঁর আচরণ, সহিষ্ণুতা ও স অভ্যাসের মাধ্যমে সমাজে আলোকবর্তিকা হয়ে ওঠেন। তাঁর এই শিক্ষা-দর্শন আজও মানবসমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করার শক্তি রাখে।

ভলিউম থেকে ভ্যালু ঃ বিশ্বের ফার্মেসির কঠিন উত্তরণ

তন্ময় হালদার

ভারতকে দীর্ঘদিন ধরেই বলা হয় ফার্মেসি’। স্বল্পমূল্যে জেনেরিক ওষুধ উৎপাদন করে আফ্রিকা থেকে লাতিন আমেরিকা, দক্ষিণ এশিয়া থেকে ইউরোপের বহু দেশে জীবনরক্ষাকারী ওষুধ পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই শক্তি গড়ে উঠেছে বিপুল উৎপাদন ক্ষমতা, দক্ষ রসায়নবিদ ও প্রকৌশলী, এবং সাশ্রয়ী ব্যয়ের শিল্প অবকাঠামোর উপর ভর করে। কিন্তু সময় বদলাচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্যব্যবস্থা এখন কেবল সস্তা ওষুধের সরবরাহ চায় না চায় উচ্চমানের গবেষণা, উদ্ভাবন, বায়োলজিকস, জিন থেরাপি, ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিকিৎসা-অর্থাৎ থেকে দিকে অগ্রসর হওয়া। এই উত্তরণই এখন ভারতের ওষুধশিল্পের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। গত তিন দশকে ভারতের ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প মূলত জেনেরিক ওষুধের উপর নির্ভর করে বেড়েছে। পেটেন্ট মেয়াদ শেষ হওয়া ওষুধ দ্রুত উৎপাদন করে কম দামে বাজারে ছাড়া-এই মডেল ভারতের কোম্পানিগুলিকে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বিপুল সংখ্যক জেনেরিক সরবরাহ, আফ্রিকার এইডস রোগীদের জন্য সাশ্রয়ী অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল ওষুধ-এসব সাফল্য ভারতের মানবিক ও অর্থনৈতিক শক্তিকে একসঙ্গে তুলে ধরেছে। কিন্তু জেনেরিকের বাজারে প্রতিযোগিতা তীব্র, লাভের মার্জিন ক্রমশ কমছে, এবং নিয়ন্ত্রক মানদণ্ড কঠোর হচ্ছে। ফলে কেবল পরিমাণ বাড়িয়ে টিকে থাকা কঠিন হয়ে উঠছে। বিশ্ব ফার্মা শিল্প এখন উচ্চমূল্যের উদ্ভাবনী ওষুধের দিকে ঝুঁকছে। ক্যানসার চিকিৎসায় ইমিউনোথেরাপি, বিরল রোগের জন্য জিন-ভিত্তিক থেরাপি, বায়োসিমিলার ও বায়োলজিকস-এই সব ক্ষেত্রেই গবেষণা-নির্ভর বিনিয়োগ অপরিহার্য। একটি নতুন ওষুধ বাজারে আনতে বছরের পর বছর গবেষণা, ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল, বিপুল অর্থব্যয় এবং কঠোর নিয়ন্ত্রক অনুমোদনের প্রয়োজন। এই দীর্ঘ ও ব্যয়বহুল পথ পেরোনোর মতো আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা গড়ে তোলা ভারতের জন্য সহজ নয়। কিন্তু তা না হলে ‘ফার্মেসি’ উপাধি একসময় কেবল সস্তা উৎপাদনের পরিচয়ে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে। ভলিউম-নির্ভর মডেলের সীমাবদ্ধতা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে জেনেরিকের দাম কমে যাওয়ায় অনেক ভারতীয় সংস্থা আর্থিক চাপে পড়েছে। একাধিক উৎপাদন কেন্দ্রে নিযন্ত্রক সংস্থার পর্যবেক্ষণে ত্রুটি ধরা পড়েছে, ফলে রপ্তানিতে বিঘ্ন ঘটেছে। কাঁচামালের জন্য আমদানির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা, বিশেষ করে অ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট বা এপিআই-র ক্ষেত্রে বিদেশি উৎসের উপর নির্ভরশীলতা, সরবরাহ শৃঙ্খলকে দুর্বল করেছে। মহামারির সময় এই দুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠেছিল। তবে চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি সুযোগও রয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারি দেখিয়েছে, দ্রুত ভ্যাকসিন ও ওষুধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতের সক্ষমতা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। বৃহৎ উৎপাদন পরিকাঠামো এবং দক্ষ মানবসম্পদ থাকলে গবেষণার ক্ষেত্রেও এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। প্রশ্ন হল, সেই রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি, বিনিয়োগ ও মানসিকতা কি আমরা গড়ে তুলতে পারছি? গবেষণা ও উন্নয়নে (আরঅ্যান্ডডি) বিনিয়োগ বাড়ানো এখন সময়ের দাবি। ভারতের বহু ওষুধ সংস্থা এখনও আয়ের তুলনায় সীমিত পরিমাণ অর্থ গবেষণায় ব্যয় করে। উদ্ভাবনী ওষুধ তৈরি করতে গেলে দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি নিতে হয়, যা স্বল্পমেয়াদি মুনাফার চিন্তার সঙ্গে খাপ খায় না। সরকার যদি কর-ছাড়, অনুদান, এবং বিশ্ববিদ্যালয়-শিল্প সহযোগিতার মাধ্যমে গবেষণাকে উৎসাহিত করে, তবে এই বাধা কিছুটা কাটতে পারে। বায়োটেকনোলজি পার্ক, স্টার্ট-আপ ইনকিউবেশন সেন্টার এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের অবকাঠামো শক্তিশালী করা জরুরি। মান নিয়ন্ত্রণও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ববাজারে আস্থা অর্জন করতে হলে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে উৎপাদন অপরিহার্য। কয়েকটি কারখানায় ত্রুটি ধরা পড়লে গোটা শিল্পের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই নিয়মিত অডিট, স্বচ্ছতা, এবং প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণ অপরিহার্য। ডিজিটাল ট্র্যাকিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-নির্ভর গুণমান বিশ্লেষণ-এসব ব্যবস্থার প্রয়োগ শিল্পকে করে তুলতে পারে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মানবসম্পদ উন্নয়ন। গবেষণাগারে উচ্চমানের বিজ্ঞানী, বায়োইনফরমেটিক্স বিশেষজ্ঞ, ক্লিনিক্যাল রিসার্চ পেশাদার-এই সব দক্ষতার ঘাটতি পূরণ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি হলে গবেষণা দ্রুত বাণিজ্যিক রূপ নিতে পারে। মেধা যাতে বিদেশে না চলে যায়, তার জন্য আকর্ষণীয় কর্মপরিবেশ ও প্রতিযোগিতামূলক পারিশ্রমিক প্রয়োজন। এপিআই উৎপাদনে স্বনির্ভরতা আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ। কাঁচামালের আমদানি-নির্ভরতা কমাতে দেশীয় উৎপাদন বাড়াতে হবে। এতে শুধু সরবরাহ শৃঙ্খল মজবুত হবে না, গবেষণার ক্ষেত্রেও স্বাধীনতা বাড়বে। নীতিগত সহায়তা, পরিবেশগত অনুমোদনের দ্রুত প্রক্রিয়া এবং অবকাঠামোগত সুবিধা এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। তবে উত্তরণ মানে শুধু উচ্চমূল্যের ওষুধ তৈরি নয় মানে রোগীকেন্দ্রিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলা। ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিকিৎসা, ডিজিটাল হেলথ রেকর্ড, টেলিমেডিসিন-এসব ক্ষেত্রেও ওষুধশিল্পের ভূমিকা রয়েছে। ডেটা অ্যানালিটিক্স ব্যবহার করে রোগের প্রবণতা বোঝা, নতুন থেরাপির কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা-এসবই মূল্যসংযোজনের অংশ। এই রূপান্তরে নীতিনির্ধারকদের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। একদিকে সাশ্রয়ী জেনেরিক সরবরাহের ঐতিহ্য বজায় রাখতে হবে, যাতে দেশের সাধারণ মানুষ ও উন্নয়নশীল বিশ্বের রোগীরা উপকৃত হন। অন্যদিকে উদ্ভাবনী গবেষণায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে, যাতে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা যায়। এই দুইয়ের মধ্যে সঠিক সমন্বয়ই ভবিষ্যতের পথ দেখাবে। বিশ্ব রাজনীতির পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটও গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্যসুরক্ষা এখন কৌশলগত অগ্রাধিকারের অংশ। একাধিক দেশ নিজেদের ওষুধ উৎপাদনে স্বনির্ভর হতে চাইছে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা আরও বাড়বে। এই পরিস্থিতিতে কেবল কম দামের উপর নির্ভর করলে চলবে না মান, উদ্ভাবন এবং বিশ্বাসযোগ্যতাই হবে আসল সম্পদ। ভারতের সামনে তাই এক দ্বৈত দায়িত্ব। একদিকে ‘ফার্মেসি’ হিসেবে সুলভ ওষুধের সরবরাহ বজায় রাখা, অন্যদিকে গবেষণা-নির্ভর উচ্চমূল্যের থেরাপির ক্ষেত্রে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করা। ভলিউম থেকে ভ্যালু-এই যাত্রা সহজ নয়, কিন্তু অপরিহার্য। কারণ স্বাস্থ্যসেবা কেবল ব্যবসা নয়, মানবতার প্রশ্নও বটে। যদি আমরা গবেষণায় সাহসী বিনিয়োগ করি, মান নিয়ন্ত্রণে আপস না করি, মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্ব দিই এবং নীতিগত সহায়তা নিশ্চিত করি, তবে এই রূপান্তর সম্ভব। তখন ‘ফার্মেসি’ উপাধি শুধু সস্তা উৎপাদনের প্রতীক হবে না হবে উদ্ভাবন, মান ও মানবিকতার সম্মিলিত পরিচয়। আর সেই দিনই প্রমাণিত হবে-ভারত কেবল পরিমাণে নয়, মূল্যে-ও বিশ্বকে পথ দেখাতে পারে।

সজল ধারা প্রকল্পের জল ফিরল গ্রামে, প্রশ্ন রইল জবাবদিহির

প্রদীপ পান্ডা

পরিস্রুত পানীয় জল আজ আর বিলাসিতা নয়, মৌলিক অধিকার। সেই অধিকার নিশ্চিত করতে গ্রামে গ্রামে শুরু হয়েছিল ‘সজল ধারা’ প্রকল্প-ঘরে ঘরে নিরাপদ জল পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে। কিন্তু বাস্তবের মাটিতে সেই অঙ্গীকার কতটা টিকে থাকে, তারই এক ছোট অথচ তাৎপর্যপূর্ণ উদাহরণ চন্দ্রকোণা-২ ব্লকের বান্দিপুর-২ পঞ্চায়েতের ভোতাখালি ব্রাহ্মণকোলা পাড়া। প্রায় দু’মাস ধরে বিকল পড়ে ছিল জল সরবরাহকারী পাম্প। ফলে কলের মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল, আর ভরসা ছিল কেবল দূরের টিউবওয়েল বা পুকুরের জল। অবশেষে পাম্প সারানো হয়েছে, নতুন মোটর বসানো হচ্ছে, আবারও জল পেতে শুরু করেছেন বাসিন্দারা। গ্রামে খুশির হাওয়া। কিন্তু এই স্বস্তির মাঝেই থেকে যাচ্ছে বড় প্রশ্ন-কেন দু’মাস? গ্রামীণ বাংলায় পরিস্রুত জলের প্রকল্প শুধু উন্নয়নের সূচক নয়, জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষা। আর্সেনিক, ফ্লুরাইড, লৌহসমৃদ্ধ জল কিংবা দূষিত পুকুর-এই সবই বহু অঞ্চলে নিত্যসঙ্গী। তাই পাইপলাইনে পরিশোধিত জল পৌঁছনো মানে শিশুদের ডায়রিয়া কমা, প্রবীণদের পেটের অসুখ হ্রাস, মহিলাদের জল আনতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নষ্ট না হওয়া। ‘সজল ধারা’ সেই স্বপ্নই দেখিয়েছিল-নিরাপদ জল ঘরে ঘরে। কিন্তু প্রকল্পের সাফল্য কেবল উদ্বোধনের ফিতে কাটা বা ফলক বসানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় আসল সাফল্য রক্ষণাবেক্ষণে। ভোতাখালি ব্রাহ্মণকোলা পাড়ায় পাম্প বিকল হওয়ার পর প্রথম কয়েক দিন হয়তো মানুষ ভেবেছিলেন, দ্রুতই মেরামতি হবে। কিন্তু দিন গড়িয়ে সপ্তাহ, সপ্তাহ গড়িয়ে মাস। কল শুকনো, ট্যাঙ্ক ফাঁকা। তখন আবার শুরু পুরনো কষ্টের দিনযাপন। দূরের জলাশয় থেকে জল টানা, কখনও লাইনে দাঁড়ানো, কখনও প্রতিবেশীর দয়ায় এক বালতি জল ধার। এই দুই মাসে শুধু জল নয়, সময়, শ্রম আর স্বাস্থ্যও খরচ হয়েছে। প্রশাসনের তরফে যুক্তি আসতেই পারে-যন্ত্রপাতি বিকল হলে তা সারাতে সময় লাগে, নতুন মোটর আনতে দেরি হয়, টেকনিশিয়ান পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রশ্ন হল, এমন জরুরি পরিষেবায় বিকল্প ব্যবস্থা কি ছিল না? একটি পাম্প বিকল মানেই পুরো পাড়া জলশূন্য হয়ে পড়বে কেন? ব্যাকআপ মোটর, রিজার্ভ পাম্প বা অন্তত ট্যাঙ্কারে জল সরবরাহ-এসব কি ভাবা যায় না? উন্নয়নের প্রকল্প তখনই অর্থবহ, যখন তা বিপর্যয়ের সময়েও সচল থাকে। তবে ইতিবাচক দিকও অস্বীকার করা যায় না। গ্রামবাসীদের বক্তব্য অনুযায়ী, অবশেষে পাম্প সারানো হয়েছে, নতুন মোটর বসানো হচ্ছে, এবং জল ফের প্রবাহিত হচ্ছে। এই দ্রুত পদক্ষেপ-যদিও দেরিতে-প্রমাণ করে, সমস্যা জানানো হলে সমাধান সম্ভব। হয়তো বাসিন্দাদের ধারাবাহিক দাবি, পঞ্চায়েতের তদারকি বা ব্লক প্রশাসনের হস্তক্ষেপে কাজ এগিয়েছে। ফলে আজ কলের মুখে জল দেখে যে স্বস্তি, তা কেবল দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর আনন্দ নয় এটি প্রশাসনিক সাড়া পাওয়ার আশ্বাসও। কিন্তু একটি ঘটনা বৃহত্তর চিত্রের প্রতীক হয়ে ওঠে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে জল প্রকল্প চালু হলেও

> **সেই সঙ্গে প্রশাসনিক জবাবদিহি, পরিকল্পিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্থানীয় অংশগ্রহণের সংস্কৃতি গড়ে তোলার দাবি আরও জোরালো হোক। তবেই কলের জলে শুধু তৃষ্ণা নিবারণ নয়, উন্নয়নের ধারাবাহিকতার আস্থা প্রবাহিত হবে।**

রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি প্রায়শই ধরা পড়ে। পাইপ ফেটে যাওয়া, মোটর পুড়ে যাওয়া, বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকায় সংযোগ বিচ্ছিন্ন-এসব সমস্যায় প্রকল্প থমকে যায়। প্রথম দিকে প্রচার থাকে, পরে নজর কমে। অথচ পানীয় জল এমন পরিষেবা, যেখানে এক দিনের বিঘ্নও জনজীবনে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। এখানে জবাবদিহির প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ। পাম্প বিকল হওয়ার খবর কবে প্রশাসনের কাছে পৌঁছেছিল? মেরামতির নির্দেশ কবে জারি হয়? বাজেটের অভাব ছিল কি? যদি ছিল, তবে কেন? স্বচ্ছতা থাকলে মানুষের আস্থা বাড়ে। গ্রামসভায় নিয়মিত রিপোর্ট, রক্ষণাবেক্ষণের তহবিলের হিসাব, স্থানীয় কমিটি গঠন-এসব ব্যবস্থা থাকলে সমস্যা দ্রুত ধরা পড়ে এবং সমাধানও ত্বরান্বিত হয়। গ্রামীণ জল প্রকল্পে স্থানীয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য। শুধু সরকারি ইঞ্জিনিয়ারের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। পাড়ার যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ছোটখাটো ত্রুটি মেরামতের ক্ষমতা দেওয়া যায়। একটি কমিউনিটি ফান্ড গড়ে তোলা যেতে পারে, যাতে জরুরি খরচ মেটানো সম্ভব হয়। প্রযুক্তি আজ হাতের মুঠোয়-একটি হেল্পলাইন নম্বর, একটি মোবাইল অ্যাপ বা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে সমস্যার ছবি পাঠানো গেলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সহজ হয়। জলকে ঘিরে সামাজিক প্রভাবও কম নয়। দীর্ঘ সময় জল না থাকলে পাড়ায় অশান্তি বাড়ে। কে আগে জল নেবে, কার ট্যাঙ্ক ভরবে-এসব নিয়ে বিবাদ তৈরি হয়। মহিলাদের ওপর চাপ বাড়ে, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জল সংগ্রহের দায় তাঁদের কাঁধে। স্কুলপড়ুয়া শিশুদের সময় নষ্ট হয়। স্বাস্থ্যঝুঁকি তো আছেই। ফলে একটি বিকল পাম্প আসলে বহুস্তরীয় সংকটের জন্ম দেয়। এই প্রেক্ষাপটে ভোতাখালি ব্রাহ্মণকোলা পাড়ায় জল ফেরার ঘটনা নিঃসন্দেহে স্বস্তিদায়ক। কিন্তু এটিকে কেবল মিটল বলে থামলে চলবে না। বরং এটিকে শিক্ষার সুযোগ হিসেবে নিতে হবে। কীভাবে ভবিষ্যতে এমন দীর্ঘ বিঘ্ন এড়ানো যায়, তা ভাবতে হবে। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ সূচি, পর্যাপ্ত যন্ত্রাংশ মজুত, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীর নির্দিষ্ট সময়ে পরিদর্শন-এসব নীতিগতভাবে স্থির করা জরুরি। সরকারি প্রকল্পের সাফল্য তখনই টেকসই হয়, যখন তা মানুষের আস্থার সঙ্গে জড়িয়ে যায়। আজ ব্রাহ্মণকোলা পাড়ার বাসিন্দারা খুশি-কল খুললেই জল মিলছে। কিন্তু তাঁদের মনে হয়তো একটুখানি সংশয় রয়ে গেছে-আবার যদি পাম্প বিকল হয়? সেই সংশয় দূর করার দায় প্রশাসনের। উন্নয়ন কেবল অবকাঠামো নির্মাণ নয়, ধারাবাহিক পরিষেবা নিশ্চিত করা। পানীয় জল নিয়ে বিশ্বজুড়েই এখন আলোচনা-জলবায়ু পরিবর্তন, ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নেমে যাওয়া, দূষণ। এই চ্যালেঞ্জের মধ্যে গ্রামীণ জল প্রকল্পগুলিকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। সাশ্রয়ী ব্যবহার, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, ভূগর্ভস্থ জল পুনর্ভরণ-এসব উদ্যোগের সঙ্গে পাইপলাইনের পরিষেবাকে যুক্ত করতে হবে। তবেই প্রকল্প দীর্ঘস্থায়ী হবে। ভোতাখালি ব্রাহ্মণকোলা পাড়ার অভিজ্ঞতা তাই কেবল একটি গ্রামের গল্প নয় এটি আমাদের শিখিয়ে দেয়, উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ধারাবাহিক নজরদারি কতটা জরুরি। আজ নতুন মোটর বসছে, জল বইছে। আগামীকালও যেন সেই জল অবিরাম থাকে-এই নিশ্চয়তা চাই। কারণ পানীয় জল কোনও অনুগ্রহ নয়, এটি নাগরিকের অধিকার। সুতরাং ‘ধারা’ প্রকল্পের জল ফিরেছে-এ আনন্দের।

রাস্তায় মাংস বিক্রি, রাজনীতি না নাগরিক শালীনতা বজায় রাখা?

সতরূপ সরকার

বিহারে প্রকাশ্যে মাংস বিক্রি বন্ধ করার প্রস্তাব ঘিরে নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে রাজনীতি। প্রশাসনের যুক্তি-স্বাস্থ্যবিধি, পরিচ্ছন্নতা এবং নাগরিক শালীনতা বজায় রাখা দরকার। বিরোধীদের অভিযোগ-এটি আসলে সমাজকে বিভক্ত করার আরেকটি কৌশল, সংখ্যাগরিষ্ঠ আবেগকে তুষ্ট করার রাজনীতি। ফলে প্রশ্নটা এখন আর কেবল মাংস বিক্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই এটি নাগরিক অধিকারের সীমানা, ধর্মীয় সহাবস্থান, খাদ্যসংস্কৃতি এবং প্রশাসনিক দায়িত্ববোধের জটিল বিতর্কে পরিণত হয়েছে। ভারতের মতো বহুধর্মী, বহুভাষিক, বহুসাংস্কৃতিক দেশে খাদ্যাভ্যাস এক গভীর পরিচয়ের অংশ। কেউ নিরামিষভোজী, কেউ আমিষভোজী কেউ গোমাংস খান না, কেউ আবার মাটন বা চিকেন ছাড়া খাবার কল্পনাই করতে পারেন না। এই বৈচিত্র্যই ভারতীয় সমাজের শক্তি। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে খাদ্যকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বক্তব্যের তীব্রতা বেড়েছে। কখনও গোমাংস, কখনও হালাল-জবাই, কখনও বা নির্দিষ্ট উৎসবের সময় বাজারে মাংস বিক্রি-প্রতিটি ইস্যুই যেন বৃহত্তর মতাদর্শের লড়াইয়ে রূপ নিচ্ছে। বিহারের প্রশাসনিক মহল থেকে বলা হচ্ছে, রাস্তার ধারে খোলা জায়গায় ঝুলিয়ে মাংস বিক্রি করলে স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হয়। ধুলো, দূষণ, মাছি-সব মিলিয়ে খাদ্যের গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। শহুরে পরিকল্পনার দৃষ্টিকোণ থেকেও এটি একটি সমস্যা। ফুটপাত দখল, যানজট, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ঘাটতি-এসব প্রশ্ন অস্বীকার করা যায় না। যে কোনও আধুনিক নগরে খাদ্যপণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যবিধি মানা বাধ্যতামূলক। লাইসেন্স, রেফ্রিজারেশন, স্যানিটেশন-এসব নিয়মের প্রয়োগে কঠোরতা আনা হলে নাগরিকদেরই লাভ। কিন্তু সমালোচকদের বক্তব্য, যদি সত্যিই লক্ষ্য হয় স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা, তবে কেন কেবল মাংস বিক্রিই আলোচনার কেন্দ্রে? রাস্তার ধারে খোলা তেলে ভাজা খাবার, অস্বাস্থ্যকর পানীয়, বা ফল-সবজির ক্ষেত্রেও তো একই সমস্যা থাকে। সেখানে কেন সমান জোর নেই? এই নির্বাচিত কঠোরতা অনেকের মনে সন্দেহ জাগায়-স্বাস্থ্যবিধির আড়ালে কি অন্য কোনও সাংস্কৃতিক বার্তা দেওয়া হচ্ছে? ভারতের সংবিধান নাগরিককে নিজের পছন্দমতো খাদ্যগ্রহণের স্বাধীনতা দেয়, যতক্ষণ তা আইনসিদ্ধ। কোনও খাদ্যাভ্যাসকে সামাজিকভাবে অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করা বা পরোক্ষে নিরুসাহিত করা গণতান্ত্রিক মানসিকতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। একইসঙ্গে এটাও সত্য, জনসমক্ষে কীভাবে ব্যবসা হবে, তার নিয়ম নির্ধারণের অধিকার প্রশাসনের আছে। এই দুইয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম ভারসাম্য রক্ষা করাই আসল চ্যালেঞ্জ। রাজনীতির বাস্তবতা হল, খাদ্য একটি অত্যন্ত আবেগঘন বিষয়। ধর্মীয় বিশ্বাস, পারিবারিক সংস্কার, সামাজিক পরিচয়-সবকিছুই এতে জড়িয়ে থাকে। ফলে কোনও সিদ্ধান্ত যদি এক সম্প্রদায়ের কাছে তাদের সংস্কৃতির ওপর হস্তক্ষেপ বলে মনে হয়, তবে তা দ্রুত মেরুকরণের রূপ নেয়। বিহারের মতো রাজ্যে, যেখানে সামাজিক সমীকরণ অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সেখানে এমন সিদ্ধান্তের রাজনৈতিক অভিঘাতও গভীর হতে পারে। তবে নাগরিক শালীনতার প্রশ্নও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। জনসমক্ষে কী প্রদর্শিত হবে, তার একটি সামাজিক মানদণ্ড থাকে। কেউ কেউ মনে করেন, রাস্তায় ঝুলিয়ে কাঁচা মাংস প্রদর্শন অনেকের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করতে পারে। আবার অন্যরা যুক্তি দেন, শহরের বাজারে মাছ, মাংস, সবজি-সবই তো খোলামেলাভাবে বিক্রি হয় এটিই ভারতীয় বাজার সংস্কৃতির অংশ। কারও ব্যক্তিগত অস্বস্তি দিয়ে কি জননীতির ভিত্তি গড়া যায়? এই বিতর্কে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জীবিকা। বিহারের অসংখ্য পরিবার প্রজন্মের পর প্রজন্ম মাংস বিক্রির সঙ্গে যুক্ত। হঠাৎ কঠোর নিয়ম জারি হলে তাঁদের আয়ের উৎস বিপন্ন হতে পারে। যদি প্রশাসন সত্যিই স্বাস্থ্যবিধি মানতে চায়, তবে বিকল্প ব্যবস্থা-নির্দিষ্ট বাজার এলাকা, আধুনিক কোল্ড স্টোরেজ, প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা-এসব নিশ্চিত করা জরুরি। কেবল নিষেধাজ্ঞা দিয়ে সমস্যার সমাধান হয় না বরং তা অনিশ্চয়তা ও ক্ষোভ বাড়ায়। রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এই ইস্যু যে মেরুকরণের অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এক পক্ষ বলবে, এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ সংস্কৃতির সুরক্ষা অন্য পক্ষ বলবে, এটি সংখ্যালঘু ও আমিষভোজী সম্প্রদায়কে কোণঠাসা করার চেষ্টা। কিন্তু জনজীবনের প্রশ্নকে যদি কেবল ভোটের অঙ্কে ফেলে বিচার করা হয়, তবে নাগরিক স্বার্থই শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে, সহাবস্থানই ভারতের শক্তি। একই পাড়ায় মন্দিরের ঘণ্টা, মসজিদের আজান, গির্জার প্রার্থনা-সব মিলিয়ে যে বহুত্বের সুর, তা

খাদ্যসংস্কৃতিতেও প্রতিফলিত। কেউ নিরামিষ রেস্তরাঁ চালাবেন, কেউ কাবাবের দোকান কেউ প্রসাদ বিতরণ করবেন, কেউ ইফতারের বাজার বসাবেন-এই সহনশীলতাই সামাজিক সম্প্রীতির ভিত্তি। অতএব, বিহারে প্রকাশ্যে মাংস বিক্রি বন্ধের প্রস্তাবকে একরৈখিক দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয়। স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার যুক্তি থাকলে তা সমানভাবে সব খাদ্যব্যবসার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। নাগরিক শালীনতার কথা বললে তা যেন কারও সাংস্কৃতিক অধিকার খর্ব না করে। আর রাজনীতি যদি সত্যিই জনকল্যাণ চায়, তবে নিষেধাজ্ঞার বদলে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সচেতনতার পথেই এগোতে হবে। শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা সহজ-আমরা কি এমন এক সমাজ চাই, যেখানে বৈচিত্র্যকে সন্দেহের চোখে দেখা হবে, নাকি এমন এক সমাজ, যেখানে পার্থক্যকে সম্মান জানিয়ে নিয়ম-কানুনের মধ্যে সহাবস্থান গড়ে তোলা হবে? বিহারের বিতর্ক আমাদের সেই বৃহত্তর প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছে। সিদ্ধান্ত যাই হোক, তা যেন বিভাজনের নয়, সমন্বয়ের পথ দেখায়-এই প্রত্যাশাই নাগরিক সমাজের।

এদিন জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এবং জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, জলপাইগুড়ি এর ব্যবস্থাপনায় জলপাইগুড়ি শহরের রবীন্দ্রভবনে যথাযথ মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২১ ফেব্রুয়ারি গান, কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, গীতি আলেখ্য ও আলোচনার মাধ্যমে পালিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক, জলপাইগুড়ি সদর, তমোজিত চক্রবর্তী, WBCS(EXE.), বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী রোমি রায়চৌধুরী চক্রবর্তী এবং জলপাইগুড়ি জেলার সংস্কৃতিমনস্ক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

কাটোয়ার ছোট লাইন আজ স্মৃতি, জং ধরা বগিতে হারিয়ে যাচ্ছে ইতিহাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ এক সময় এই ছোট রেলই ছিল বহু মানুষের যাতায়াতের ভরসা, জীবিকার মাধ্যম। সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এই ছোট রেলের বগিতে চেপেই বীরভূম থেকে কাটোয়া আসতেন। কথিত আছে, এই রেলের কোচে বসেই তাঁর বহু উপন্যাসের ভাবনা জন্ম নিয়েছিল। সেই ঐতিহ্যবাহী বগিগুলিই আজ জং ধরে, ঝোপজঙ্গলে ঢেকে, কার্যত বিস্মৃতির পথে। ছোট লাইনের ট্রেন এখন কেবল স্মৃতি। একসময় যে রেলগাড়ির হুইসেল আর ধোঁয়ায় মুখর থাকত আকাশ-বাতাস, আজ সেই স্মৃতি বিজড়িত কোচগুলি অবহেলায় পড়ে থেকে ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া স্টেশনের কারশেডে পড়ে থাকা ছোট লাইনের বগিগুলির বর্তমান অবস্থা যেন এক টুকরো ইতিহাসের নিঃশব্দ মৃত্যু। ঐতিহাসিক তথ্য বলছে, ১৯১৪ সালে ইংল্যান্ডের স্টাফোর্ডের ডব্লিউ জি বাগনাল অ্যান্ড কোং সংস্থা একে-১৫ নামের স্টিম ইঞ্জিনটি নির্মাণ করে। প্রায় ২৮ টন ওজনের এই ইঞ্জিনটির উচ্চতা ছিল তিন মিটারের বেশি এবং প্রস্থ প্রায় আড়াই মিটার। ইঞ্জিনটি ক্রয় করেছিল ম্যাকলিওড কোম্পানি। ১৯১৫ সালে বর্ধমান- কাটোয়া এবং ১৯১৭ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর কাটোয়া- আমোদপুর রেলপথ চালু হয়। ওই দুই রেলপথের মালিকানা ছিল ম্যাকলিওড কোম্পানির হাতে। ১৯৬৬ সালে কাটোয়ার দুটি ন্যারোগেজ শাখা ভারতীয় রেলের অধীনে আসে। এরপরেও স্টিম ইঞ্জিনটি দীর্ঘদিন চলাচল করেছে। ১৯৯৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত এটি রেলপথে সক্রিয় ছিল। ১৯৯৫ সালের এপ্রিল মাস থেকে স্টিম ইঞ্জিন পরিষেবা বন্ধ করে ডিজেল ইঞ্জিন চালু করা হয়। ফলে কাটোয়া- বর্ধমান ও কাটোয়া- আমোদপুর শাখায় মোট ১৭টি ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায়। সেই থেকেই ঐতিহাসিক ইঞ্জিনটি এক নিঃশব্দ সাক্ষী হয়ে কাটোয়া স্টেশন চত্বরে স্থায়ীভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ২০১৪ সালে কাটোয়া স্টেশনে ন্যারোগেজ পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়। কাটোয়া-বর্ধমান ও কাটোয়া- আমোদপুর শাখায় ন্যারোগেজ তুলে ব্রডগেজ ও বিদ্যুৎতায়ন সম্পন্ন হয়। ন্যারোগেজ বন্ধ হওয়ার পর ২১ টি ছোট লাইনের বগি কারশেডে রেখে দেওয়া হয়। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে সেগুলির কোনও রক্ষণাবেক্ষণ হয়নি। বগির যে রেলগাড়ি সবুজ ধানের মাঠ চিরে এগিয়ে যেত, যার ধোঁয়া আর শব্দ গ্রামবাংলার এক আলাদা পরিচয় ছিল, আজ সেই রেলের কোচগুলিই নিশ্চুপ, অবহেলিত হয়ে পড়ে

ভিতরও বাইরে জন্মেছে ঝোপজঙ্গল, লোহায় ধরেছে মরচে। কোথাও কোথাও বিষধর সাপের উপদ্রবের অভিযোগও উঠছে। স্থানীয়দের আক্ষেপ, প্রায় ৩০ জন চুক্তিভিত্তিক সাফাইকর্মী থাকা সত্ত্বেও ঐতিহ্যবাহী এইকোচগুলির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কোনও উদ্যোগ চোখে পড়ছে না। রেলের অবহেলায় একফালি ইতিহাস ক্রমশ মুছে যেতে বসেছে। একসময় রয়েছে। একসময় ভারতীয় রেলের গর্ব ছিল স্টিম ইঞ্জিন। তাকে ঘিরে রচিত হয়েছে অসংখ্য স্মৃতি, সাহিত্য, ইতিহাস। আজ সেই স্টিম ইঞ্জিন খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে জং ধরা শরীরে সময়ের নির্মম সাক্ষ্য বহন করছে। অবহেলার ছায়ায় হারিয়ে যেতে বসেছে কাটোয়ার ছোট রেলের গৌরবময় অধ্যায়।

ভোটের প্রাক্কালে সিউড়িতে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলে উত্তপ্ত পরিস্থিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে বীরভূম জেলায় শাসকদলের গোষ্ঠীকোন্দল ফের প্রকাশ্যে এল। সিউড়ির - ২ ব্লকের হারাইপুর গ্রামে তৃণমূলের দুই পক্ষের সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। বাড়ি ভাঙচুর থেকে বোমাবাজির অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়, যদিও শীর্ষ নেতৃত্বের কেউ প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একটি পয়ঃপ্রণালী নির্মাণকে কেন্দ্র করেই বিবাদের সূত্রপাত। 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচির আওতায় এলাকায় পয়ঃপ্রণালীর কাজ শুরু হয়। অভিযোগ, লক্ষাধিক টাকার প্রকল্প হলেও বাস্তবে খরচ করা হচ্ছে মাত্র ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা। কাজের মান নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। তৃণমূলেরই একাংশ স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান ও এক পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তোলেন। সেই অভিযোগ ঘিরেই ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে উত্তেজনা। পরিস্থিতি দ্রুত গোষ্ঠী সংঘর্ষে রূপ নেয়। অভিযোগ উঠেছে, তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল এবং বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখের অনুগামীদের মধ্যে এই সংঘাত চরমে পৌঁছায়। অনুব্রত ঘনিষ্ঠদের দাবি, পয়ঃপ্রণালীর কাজ নিম্নমানের হচ্ছিল এবং সরকারি অর্থের অপচয় নিয়ে প্রশ্ন তোলায় তাঁদের ওপর চড়াও হয় কাজল ঘনিষ্ঠ নুরুল ইসলামের অনুগামীরা। তাঁদের অভিযোগ, বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয় এবং এলাকায় বোমাবাজিও হয়। অন্যদিকে নুরুল ইসলামের অনুগামীরা পাল্টা অভিযোগ তুলেছেন, সরকারি প্রকল্পে বরাদ্দ অর্থ থেকে 'কাটমানি' চাওয়া হয়েছিল অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের পক্ষ থেকে। সেই দাবি মানা না-হওয়ায় পরিকল্পিতভাবে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুলে অশান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে বলে তাঁদের দাবি। তাঁরা বলেন, উন্নয়নমূলক কাজ থামিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই গোলমাল পাকানো হয়েছে। ঘটনার পর হারাইপুর গ্রামে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি। রাতের অশান্তির পর অনেকেই নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। যদিও বড়সড় হতাহতের খবর মেলেনি, তবু বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশি টহল বাড়ানো হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, বিধানসভা ভোটের আগে বীরভূমে শাসকদলের অন্দরের এই কোন্দল তাৎপর্যপূর্ণ। দীর্ঘদিন ধরেই জেলায় তৃণমূলের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে টানাপোড়েনের কথা শোনা যায়। এবার তা প্রকাশ্যে রাস্তায় নেমে এল বলে মত পর্যবেক্ষকদের। তবে অনুব্রত মণ্ডল, কাজল শেখ বা নুরুল ইসলাম- কেউই এই বিষয়ে সরাসরি প্রতিক্রিয়া দেননি। পয়ঃপ্রণালীর মতো জনস্বার্থমূলক কাজকে কেন্দ্র করে শাসকদলের অন্তর্দ্বঃদ্ব প্রকাশ্যে আসায় রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও বাড়তে পারে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। ভোটের আগে এই পরিস্থিতি কোন দিকে গড়ায়, সে দিকেই নজর এখন বীরভূমের রাজনৈতিক অঙ্গনের।

কোচবিহারে ৫ থানার ওসি সহ ৪৬ জন আধিকারিকের বদলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে কোচবিহার জেলা পুলিশে বড় ধরনের রদবদল করা হল। জেলার পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সহ (ওসি) মোট ৪৬ জন পুলিশ আধিকারিককে বদলি করা হয়েছে। জেলা পুলিশ সুপার সন্দীপ করাল জানিয়েছেন, নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা ও নিয়ম মেনে এই রুটিন বদলি করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সাহেবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অজিত কুমার সাহকে বক্সিরহাটে পাঠানো হয়েছে। তাঁর জায়গায় সাহেবগঞ্জ থানার দায়িত্ব নেবেন নকুল রায়। অন্যদিকে, ঘোকসাডাঙা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিশ্বজিত মল্লিককে কুচলিবাড়ি থানার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং কুচলিবাড়ির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক আশরাফ আলমকে ঘোকসাডাঙা থানায় স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। দিনহাটা মহিলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুনীতি সুব্বাকে হলদিবাড়ি থানায় বদলি করা হয়েছে এবং তাঁর জায়গায় দায়িত্ব নেবেন মাথাভাঙার রোহিতা লামা। নিশিগঞ্জ ফাঁড়ির দায়িত্বভার সামলাবেন অজয় রায়। এছাড়াও, কোচবিহার কোতোয়ালি থানার চিত্ত পালকে জেলা কন্ট্রোল রুমের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে পাল্টা পুলিশি অভিযোগ আয়োজকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ বনগাঁর অনুষ্ঠান আয়োজক তনয় শাস্ত্রী শনিবার অভিনেত্রী তথা প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ মিমি চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে থানায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেছেন। এর আগে তিনি অভিনেত্রীকে ২০ লক্ষ টাকার মানহানির নোটিশ পাঠিয়েছিলেন। এই ঘটনায় মিমি ও আয়োজকের আইনি লড়াই এক নতুন মোড় নিল। গত মাসে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে পারফর্ম করতে গিয়েছিলেন মিমি চক্রবর্তী। অভিনেত্রীর অভিযোগ ছিল, মাঝরাতে অনুষ্ঠানের অনুমতি না থাকার কারণ দেখিয়ে আয়োজক তাঁকে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেন এবং তাঁর সঙ্গে অভদ্র আচরণ করা হয়। মিমির দায়ের করা সেই হেনস্থার অভিযোগের ভিত্তিতে তনয় শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা হয়েছিল এবং তাঁকে ১৪ দিন জেল হেফাজতে থাকতে হয়েছিল। গত ১১ ফেব্রুয়ারি তিনি জামিনে মুক্তি পান। এবার পাল্টা আক্রমণে গিয়ে তনয় শাস্ত্রী দাবি করেছেন, অভিনেত্রীর মিথ্যা অভিযোগের কারণে তাঁর সামাজিক সম্মানহানি হয়েছে। বনগাঁ থানায় দায়ের করা অভিযোগে তিনি মিমির কাছ থেকে প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা এবং অনুষ্ঠান বাবদ দেওয়া ২.৬৫ লক্ষ টাকা ফেরত দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, মিমি চক্রবর্তী অনুষ্ঠানের জন্য ২.৬৫ লক্ষ টাকা নিয়েও অনুষ্ঠান শেষ করতে আসেননি। তাঁর মিথ্যা মামলার কারণে আমাকে ১৪ দিন জেল খাটতে হয়েছে। আমি পুলিশ সুপারের দফতরেও লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছি এবং আদালতের কাছে ন্যায়বিচার চেয়েছি। উল্লেখ্য, গত ৬ ফেব্রুয়ারিতেই তনয় শাস্ত্রী ২০ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ চেয়ে অভিনেত্রীকে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছিলেন। তিনি সাফ জানিয়েছেন, দুই-তিন দিনের মধ্যে ক্ষমা না চাইলে বা ক্ষতিপূরণ না দিলে তিনি মানহানির মামলা করবেন। অন্যদিকে, আয়োজকের এই পদক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীর পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

জাতীয় সড়ক ও রাজ্য সড়কে ইঞ্জিন ভ্যান নিষিদ্ধ করল কলকাতা হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ দুর্ঘটনা রাস টানতে কড়া পদক্ষেপ নিল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ। এবার জাতীয় সড়ক ও রাজ্য সড়কে ইঞ্জিন ভ্যান চলাচল বন্ধ হলো কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে। জেলা পুলিশ ইতিমধ্যেই মাইক দিয়ে প্রচার শুরু করেছে। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পর জাতীয় সড়ক ও রাজ্য সড়কে ভ্যান চলাচল দেখলেই পুলিশ সেই সমস্ত ভ্যান বাজেয়াপ্ত করছে। হাইকোর্টের এই নির্দেশকে বাস্তবে রূপ দিতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ পুলিশ তৎপর হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার বলেছেন, আমরা জানতে পেরেছি ইঞ্জিন ভ্যান রাস্তায় চলাচলে অসুবিধার সৃষ্টি করছে ও দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে। আমরা ইঞ্জিন ভ্যানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়েছি। প্রায় দুশোর মত ইঞ্জিন ভ্যান আটক করা হয়েছে। হাই কোর্টের নির্দেশ মতই জাতীয় ও রাজ্য সড়কে ইঞ্জিন ভ্যানের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে। আগামী দিনেও এই অভিযান চলবে।

পূর্বোত্তর রেলওয়ের খেলোয়াড়দের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের অর্জনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে

গোরখপুর, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ পূর্বোত্তর রেলওয়ের খেলোয়াড়দের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের অর্জনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। এই ধারায়, জাপানে ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬-এ অনুষ্ঠিত ১৮তম এশিয়ান ক্রস Country চ্যাম্পিয়নশিপে দেশের প্রতিনিধিত্ব করা পূর্বোত্তর রেলওয়ের মহিলা

অ্যাথলেট কুমারী নন্দনী গুপ্তা-র চমৎকার পারফরম্যান্সে ভারতীয় দল তৃতীয় স্থান অর্জন করে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে। কুমারী নন্দনী গুপ্তা পূর্বোত্তর রেলওয়ের লখনউ ম্যান্ডলে প্রধান ট্রেন অপারেশন পদে কর্মরত। এর পাশাপাশি, বারানসী লোকোমোটিভ কারখানা, বারানসী-তে ১৮ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১৮তম সমগ্র ভারতীয় রেলওয়ে হ্যান্ডবল (পুরুষ ও মহিলা) চ্যাম্পিয়নশিপে পূর্বোত্তর রেলওয়ের পুরুষ হ্যান্ডবল দল ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেছে। পূর্বোত্তর রেলওয়ের খেলোয়াড়দের এই অর্জনের জন্য মহাপ্রবন্ধক, পূর্বোত্তর রেলওয়ে ও সংরক্ষক উদয় বরবণকার, অতিরিক্ত মহাপ্রবন্ধক বিনোদ কুমার শুক্লা, প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা। নির্মাণ ও সভাপতি অভয় কুমার গুপ্তা, প্রধান বাণিজ্য কর্মকর্তা পি.এম. ও উপাধ্যক্ষ বিজয় কুমার, প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা ও মহাসচিব পঙ্কজ কুমার সিং, হ্যান্ডবল। সচিব কৃষ্ণ চন্দ্র সিং, সহকারী ক্রীড়া কর্মকর্তা চন্দ্র বিজয় সিং এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছেন।

শিশুদের লক্ষ্য করে পর পর ধেয়ে এলো গুলি, আহত ১, গ্রেপ্তার শিক্ষক

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ মাঠে খেলা করার সময় বাড়ির দেওয়ালে বল লাগায় কয়েকজন শিশুকে গুলি করে খুন করার চেষ্টা অভিযোগ উঠল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সন্ধ্যে নাগাদ মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত বানীপুর এলাকায়। রঘুনাথগঞ্জ থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আহত ওই শিশুর নাম অরিজিত সাহা (১৩)। তার বাড়ি রঘুনাথগঞ্জের বানীপুর গ্রামে। অরিজিত সহ আরও কিছু শিশুকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া শিক্ষকের নাম সমীর কুমার মন্ডল। তিনি রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত ওমরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন বলে জানা গেছে। রঘুনাথগঞ্জ থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রাথমিক তদন্তে আমরা জানতে পেরেছি অভিযুক্ত ওই শিক্ষক একটি অত্যাধুনিক এয়ারগান থেকে কমপক্ষে ৫-৬ রাউন্ড গুলি চালিয়েছিলেন। বন্দুকটি রাখার জন্য সমীরবাবুর প্রয়োজনীয় লাইসেন্স রয়েছে কিনা পুলিশ তা তদন্ত করে দেখছে। যদিও অভিযুক্ত শিক্ষকের পরিবারের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে উপযুক্ত নথিপত্র দাখিল করার পরই কলকাতা থেকে সমীরবাবু ওই এয়ারগানটি কিনেছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বানীপুর গ্রামে সমীর কুমার মন্ডলের বাড়ির ঠিক পাশেই একটি বড় মাঠ রয়েছে। সেখানে প্রত্যেকদিন বেশ কিছু বাচ্চা ক্রিকেট এবং ফুটবল খেলে। শুক্রবার বিকাল নাগাদ যখন ১০-১২ জন বাচ্চা ওই মাঠে খেলাধুলো করছিল সেই সময় সমীরবাবুর বাড়ির দরজায় এবং দেওয়ালে কয়েকটি বল গিয়ে লাগে। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেন, বাড়ির দেওয়ালে এবং দরজায় বল লাগার পর হঠাৎই সমীরবাবু রেগে বাড়ির ছাদে উঠে যান এবং সেখান থেকে ওই মাঠে খেলা করা বাচ্চাদের লক্ষ্য করে একের পর এক গুলি চালাতে থাকেন। সুমন বিশ্বাস নামে আহত ওই শিশুর এক বন্ধু বলেন, আমরা আজ বিকালে মাঠে খেলা করছিলাম। সেই সময় ওই শিক্ষকের বাড়ির দেওয়ালে কয়েকবার বল লাগে। এরপরই হঠাৎই উনি বাড়ির ছাদ থেকে আমাদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করেন। কারও কানের পাশ দিয়ে, কারও বা মাথার উপর দিয়ে গুলি বেরিয়ে যায়। কিন্তু একটা গুলি অরিজিত-এর হাতে গিয়ে লাগে। এরপর সে মাঠে শুয়ে সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে শুরু করে। ভয়ে আমরা বেশ কিছুক্ষণ অরিজিত-এর কাছে যেতে পারিনি। আহত অরিজিত-এর বাবা বিশ্বজিত সাহা বলেন, বানীপুর কালী মন্দিরের কাছে একটি মাঠ রয়েছে। প্রতিদিনের মতো আজ বিকালেও আমার ছেলে সেখানে খেলতে গিয়েছিল। পরে আমি জানতে পারি সমীর কুমার মন্ডল নামে ওই শিক্ষক আমার ছেলেকে লক্ষ্য করে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালিয়েছে। একটি গুলি আমার ছেলের হাতে বিঁধে রয়েছে। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। গুলি চালানোর ঘটনার খবর পাওয়ার পরই রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ এলাকায় পৌঁছে যায়। সেখান থেকেই তারা অভিযুক্ত শিক্ষক সমীর কুমার মন্ডলকে গ্রেপ্তার করে। থানায় নিয়ে যাওয়ার পথে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সমীরবাবু স্বীকার করেছেন তিনি গুলি চালিয়েছিলেন। তবে কারও গায়ে যে সেই গুলি লেগে যাবে তা তিনি বুঝতে পারেননি। সমীরবাবু বলেন, আমি শূন্যে গুলি চালিয়েছিলাম, কাউকে লক্ষ্য করে গুলি চালাইনি। কীভাবে ওই বাচ্চার গায়ে গুলি লেগে গেল তা আমি জানিনা।

জেলমুক্তির পর বেহালায় পার্থ, ভোটের আগে কেন্দ্রে সক্রিয় প্রাক্তন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ শনিবার জেল থেকে মুক্তির পর এই প্রথম নিজের

বিধানসভা কেন্দ্র বেহালায় দেখা গেল প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়-কে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে এলাকায় তাঁর এই সক্রিয়তা রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা তৈরি করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এ দিন তিনি বেহালার একাধিক ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন। সংগঠনের কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে বৈঠক করে এলাকার সাংগঠনিক পরিস্থিতি ও ভোট প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করেন। দীর্ঘদিন পর তাঁকে সামনে পেয়ে কৌতূহলী বাসিন্দারা ভিড় জমায়। অনেকেই তাঁর সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং স্থানীয় সমস্যার কথাও তুলে ধরেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভোটের আগে নিজের কেন্দ্রে সক্রিয় হয়ে ওঠা পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ। যদিও এ দিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি কোনও বড় রাজনৈতিক মন্তব্য করেননি। সংক্ষিপ্তভাবে তিনি জানান, সংগঠনের কাজকর্ম খতিয়ে দেখতেই এলাকায় এসেছেন। উল্লেখ্য, দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার পর জেলমুক্ত হন তিনি। এরপর ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ময়দানে তাঁর প্রত্যাবর্তন শুরু হয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। বেহালায় তাঁর এই সফর আগামী দিনে রাজ্য রাজনীতিতে কী প্রভাব ফেলবে, তা এখন দেখার।

অবৈধ বালি পাচার রুখতে পুলিশের অভিযান, জেলা আদালতে পেশ অভিযুক্তদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ ভিন রাজ্য থেকে অবৈধভাবে বালি পাচারের অভিযোগে ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুটি ট্রাক্টরসহ দুইজনকে গ্রেফতার করেছে জামবনি থানার পুলিশ। শনিবার ধৃতদের ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ জানিয়েছে, সীমান্তবর্তী এলাকায় অবৈধ বালি পাচার রুখতে আগামী দিনেও এই ধরনের অভিযান আরও জোরদার করা হবে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার ভোরে জামবনি ব্লকের চিঙ্কিগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের হিজলি এলাকায় নাকা চেকিং চলাকালীন সন্দেহজনকভাবে দুটি ট্রাক্টর আটক করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে দেখা যায়, ট্রাক্টর দু'টিতে বালি বোঝাই থাকলেও চালকেরা কোনও বৈধ অনুমতিপত্র বা চালান (সিও) দেখাতে পারেননি। এরপরই গাড়ি দুটি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই ঘটনায় দুই চালক আদিত্য নায়েক ও রুপেন বেহারাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের বাড়ি ঝাড়খণ্ডের বহড়াগোড়া থানার মধুয়াবেড়া গ্রামে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

হাতির আগমন, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তায় বাড়তি নজর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ উচ্চমাধ্যমিকের ভূগোল পরীক্ষার দিন শনিবার ভোররাতে ঝাড়গ্রাম রেঞ্জের পুকুরিয়া বিট এলাকায় হাতির আগমনে আতঙ্ক ছড়ায়। বনদফতর সূত্রে জানা গেছে, ঝাড়খণ্ড দিক থেকে ৬-৭টি হাতির একটি দল সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিমাঞ্চলের জঙ্গলে প্রবেশ করে। হাতির দলটি প্রথমে গিধনী রেঞ্জে ঢুকে পরে। পরে জামবনি রেঞ্জের ভালুকা বিট হয়ে ডুলুং নদী পার করে ঝাড়গ্রাম রেঞ্জের পুকুরিয়া বিটের গিরা সংলগ্ন জঙ্গলে প্রবেশ করে। ভোরের দিকে কয়েকজন গ্রামবাসী প্রথম হাতির চলাচল লক্ষ্য করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি বনদফতরকে জানানো হয়। হাতির গতিবিধির খবর ছড়িয়ে পড়তেই পুকুরিয়া বিটের গিরা, কুন্ডলডিহি, মাসাংডিহি, বনকাটি সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় সতর্কতা জারি করা হয়। এদিন উচ্চমাধ্যমিকের ভূগোল পরীক্ষা থাকায় পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়, কারণ অনেক ছাত্রছাত্রীকে জঙ্গলের পাশ দিয়ে যাতায়াত করে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাতে হয়।

বলাগড় কাণ্ডে ২ জনকে যাবজ্জীবন ও বাকি ২৩ জনের সাত বছর সাজা ঘোষণা করল চুঁচুড়া আদালতের ফাস্ট ট্রাক কোর্ট

বনস্পতি দে, হুগলি, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ গাড়িতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগকে ঘিরে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে এলাকা। হুগলি জেলা গ্রামীণ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণ সরকার জানান, ২০১৭ সালের ২১ জানুয়ারি বলাগড়ের আসানপুর গ্রামে কল্যাণীর এক অধ্যাপকের স্ত্রী, তাঁর মেয়ে ও তাঁদের গাড়ির চালককে নিয়ে পরিচারিকার খোঁজে যান। সেখানে তাদের ছেলে ধরা সন্দেহে মারধর করে স্থানীয় বাসিন্দারা। বলাগড়ে ছেলে ধরা সন্দেহে মারধর, পুড়িয়ে খুনের চেষ্টা, পুলিশের উপর আক্রমণ-সহ একাধিক অভিযোগে দোষী ২৫ জনের মধ্যে ২ জনকে যাবজ্জীবন ও বাকি ২৩ জনের ৭ বছর সাজা ঘোষণা করল চুঁচুড়া আদালতের ফাস্ট ট্রাক কোর্ট। চুঁচুড়া আদালতের সরকারি আইনজীবী জানালেন, এই সাজা সমাজের কাছে একটি নতুন বার্তা দেবে। কামারকুণ্ডুতে হুগলি গ্রামীণ পুলিশের এসপি অফিসে সাংবাদিক বৈঠক করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণ সরকার ও সরকারি আইনজীবী শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়। হুগলি জেলা গ্রামীণ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণ সরকার জানান, ২০১৭ সালের ২১ জানুয়ারি বলাগড়ের আসানপুর গ্রামে কল্যাণীর এক অধ্যাপকের স্ত্রী, তাঁর মেয়ে ও তাঁদের গাড়ির চালককে নিয়ে পরিচারিকার খোঁজে যান। সেখানে তাদের ছেলে ধরা সন্দেহে মারধর করে স্থানীয় বাসিন্দারা। গাড়িতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগকে ঘিরে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে এলাকা। পুলিশ উদ্ধারে গেলে তারাও হামলার মুখে পড়ে। তিরবিদ্ধ হন এক সিভিক ভলেন্টিয়ার। আহত হন ১১ জন পুলিশ কর্মী। ঘটনায় দ্রুততার সঙ্গে পুলিশ এফআইআর দাখিল করে তদন্ত শুরু করে এবং ৯ বছরের মাথায় তাদের সাজা ঘোষণা করে করে রায় ঘোষণা করে আদালত। মুখ্য সরকারি আইনজীবী শঙ্কর বলেন, আই পি সি ৩০৭, ৩৩৩, ১৪৯, ৩২৬, ৪৩৫, সহ একাধিক ধারায় অভিযুক্ত গোপাল রায় ও পূর্ণিমা মালিককে যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করেছেন বিচারক। বাকি ২৩ জন অভিযুক্তকে সাত বছর জেলের সাজা দিয়েছে আদালত। এই মামলায় ২৭ জন সাক্ষী দেয়। সরকারি আইনজীবী আরও জানান, প্রশাসনের এটা একটা বিরাট জয়।

অগ্নিকাণ্ডের পর নতুন রূপে ফিরছে হলং বনবাংলো

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলদাপাড়া, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তরবঙ্গের পর্যটন মানচিত্রে বিশেষ স্থান দখল করে থাকা জলদাপাড়ার ঐতিহ্যবাহী হলং বনবাংলো অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হওয়ার পর তা নতুন রূপে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। বন দফতর সূত্রে জানা গেছে, আগুনের ঝুঁকি এড়াতে এ বার আধুনিক প্রযুক্তি ও অগ্নিরোধী উপকরণ ব্যবহার করে বাংলোটি পুনর্নির্মাণ করা হবে। কাঠের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখেই কাঠ ও কংক্রিটের মিশ্রণে গড়ে তোলা হবে নতুন স্থাপনা। ১৯৬৭ সালে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের অভ্যন্তরে তৈরি হয়েছিল হলং বনবাংলো। ঘন অরণ্য ও বন্যপ্রাণের সান্নিধ্যে থাকার বিরল অভিজ্ঞতার জন্য এটি ছিল পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ। হাতি, গণ্ডার ও নানা প্রজাতির পাখি দেখার সুযোগের কারণে দেশ- বিদেশের পর্যটকেরা এখানে ভিড় জমাতেন। কিন্তু ২০২৪ সালের ১৮ জুন রাত প্রায় ৯ টা নাগাদ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে কাঠের তৈরি বাংলোটি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। ঘটনায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং পর্যটন শিল্পে গভীর হতাশা নেমে আসে। অগ্নিকাণ্ডের আগে বাংলোতে আটটি কাঠের কক্ষ ছিল। পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রেও একই সংখ্যক কক্ষ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে বন দফতর জানিয়েছে। তবে এ বার নির্মাণে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে। সংরক্ষিত অরণ্যের মধ্যে সরাসরি কংক্রিটের নির্মাণে আইনি বিধিনিষেধ থাকায় বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে কাঠ ও কংক্রিটের সমন্বয়ে নিরাপদ কাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কাঠের বাহ্যিক সৌন্দর্য্য ও ঐতিহ্য বজায় রেখে ভিতরে থাকবে অগ্নিরোধী উপাদান ও আধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা রুখতে উন্নত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাও স্থাপন করা হবে। বন দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, পুনর্নির্মাণের প্রস্তুতি প্রায় শেষ পর্যায়ে। বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার সংস্থার হাতে ইতিমধ্যেই জমি হস্তান্তর করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই কাজ শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। রাজ্য সরকার এই প্রকল্পের জন্য প্রায় আট কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, ঐতিহ্য ও আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে তৈরি নতুন হলং বনবাংলো আগের তুলনায় আরও নিরাপদ ও আকর্ষণীয় হবে। প্রশাসনিক সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে, বিধানসভা নির্বাচনী আচরণবিধি জারির আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কোনও দিন এই প্রকল্পের শিলান্যাস করতে পারেন। শিলান্যাসের পর পূর্ণমাত্রায় নির্মাণকাজ শুরু হবে। উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্পে নতুন গতি আনতে এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলেই মনে করছেন পর্যটন ও বন দফতরের আধিকারিকেরা। হলং বনবাংলো শুধুমাত্র একটি পর্যটন আবাস নয়, এটি উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক।

Chakpara Anandanagar Gram Panchayat

Bhattanagar, Liluah, Howrah

NIeT No. (1) NIT 12(4TH CALL)/CAGP/2026, (2) NIT 16(3RD CALL) /CAGP/2026, (3) NIT 18(3RD CALL)/2025-26 Date: 16.02.2026

e-Tender are hereby invited from the experienced, bonafied and resourceful bidders for total 5(Five) Nos. different works. e-Published Date: 17/02/2026 from 18:00 Hrs. Bid submission start date : 17/02/2026 from 18:00 Hrs. Bid submission end date : 24/02/2026 up to 18:00 Hrs. Bid opening date for Technical : 26/02/2026 at 14:00 Hrs. Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/- Pradhan

Chakpara Anandanagar Gram Panchayat

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বিভিন্ন স্টেশনে ক্যাটারিং ইউনিট (জিএমইউ এবং এসএমইউ)

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের নিউ মাল জং, কোকরাঝাড়, নিউ আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি রোড, কামাখ্যাগুড়ি, ধুবরি, চ্যাংরাবান্ধা, ফকিরাগ্রাম জং, জলপাইগুড়ি রোড, কামাখ্যাগুড়ি, ফকিরাগ্রাম জং-এ ক্যাটারিং ইউনিটের জন্য ই-নিলামের আমন্ত্রণ। **নিলাম ক্যাটালগ নং: সি-এপি-ক্যাটারিং-২; একক দর:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **দিন: ১৮২৬। নিলাম শুরুর তারিখ এবং সময়: ০৬-০৩-২০২৬** তারিখে **১১:০০ টা।**

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	সিএটিজি-এপিডিজে-এনএমজেড-এসএমইউ-১৩-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	নিউ মাল জংশন রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১ এ চা স্টল-১।
এএ/২	সিএটিজি-এপিডিজে-কেওজে-এসএমইউ-৭৯-২৩-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	কোকরাঝাড় রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-২-৩ এ চা স্টল-২।
এএ/৩	সিএটিজি-এপিডিজে-এনওকিউ-এসএমইউ-২৪-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	নিউ আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-২-৩ এ চা স্টল-১।
এবি/১	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-৬০-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-২-৩ এ চা স্টল-৪ (নাশতা)।
এবি/২	সিএটিজি-এপিডিজে-কেএএমজি-জিএমইউ-৬৩-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	কামাখ্যাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১ এ চা স্টল-২।
এবি/৩	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিবিবি-জিএমইউ-১০১-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	ধুবরি রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় অনারক্ষিত শ্রেণির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিটে চা স্টল (ক্যাটারিং পরিষেবা)।
এবি/৪	সিএটিজি-এপিডিজে-সিবিডি-জিএমইউ-৩৯-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	চ্যাংরাবান্ধা রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১ এ চা স্টল-১।
এবি/৫	সিএটিজি-এপিডিজে-এফকেএম-জিএমইউ-১০৩-২৪-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	ফকিরাগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং-১ এ অনারক্ষিত শ্রেণির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিটে চা স্টল-১ (ক্যাটারিং পরিষেবা)।
এবি/৬	সিএটিজি-এপিডিজে-এফকেএম-জিএমইউ-১৪৪-২৬-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	ফকিরাগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-২ এ অনারক্ষিত শ্রেণির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিটে চা স্টল-২ (ক্যাটারিং পরিষেবা)।
এবি/৭	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-৬১-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-২-৩ এ চা স্টল-২।
এবি/৮	সিএটিজি-এপিডিজে-কেএএমজি-জিএমইউ-৬২-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	কামাখ্যাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-২-৩ এ চা স্টল-৩।

নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ০৬-০৩-২০২৬ তারিখে **১৩:১০** টায়। ধারাবাহিক লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ ই-নিলাম লিজিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

এআই সামিটের থালিতে ঐতিহ্যের ছোঁয়া ঃ নিমোনা কাবাব থেকে রোজ-কোকোনাট পুডিং, বানিয়ে নিন বাড়িতেই

নয়াদিল্লিতে আয়োজিত 'ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬'-এ প্রযুক্তি আর নীতিনির্ধারণের পাশাপাশি নজর কা।ল আরেকটি বিষয়-অতিথিদের জন্য সাজানো বিশেষ নিরামিষ ভোজ। প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদি-র আহ্বানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত নীতি-নির্ধারক, প্রযুক্তিবিদ ও শিল্পপতিরা যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আলোচনা করছিলেন, তখন তাদের জন্য পরিবেশিত মধ্যাহ্নভোজে ধরা প।ল ভারতীয় রন্ধনঐতিহ্যের আধুনিক, স্বাস্থ্যসচেতন উপস্থাপনা। 'অ্যালার্জেন-ফ্রি' নিরামিষ মেনু-সামিটের লাঞ্চ মেনু ছিল সম্পূর্ণ নিরামিষ এবং বিশেষভাবে 'অ্যালার্জেন-ফ্রি' হিসেবে পরিকল্পিত। অর্থা দুধ, গম ও বাদাম-এই তিন সাধারণ অ্যালার্জেনকে বাদ দিয়েই তৈরি হয়েছিল অধিকাংশ পদ। আন্তর্জাতিক অতিথিদের স্বাস্থ্য-সুরক্ষা ও খাদ্যাভ্যাসের বৈচিত্র্য মাথায় রেখে এই মেনু সাজানো হয়। এলাহি আয়োজনের বদলে ছিল পরিমিত, সুসমন্বিত ও পুষ্টিকর পদ-যেখানে আঞ্চলিক স্বাদ ও আধুনিক পরিবেশনার মিলন ঘটেছে। স্টার্টারে ছিল নিমোনা কাবাব (মটরশুঁটির কাবাব), খাম খাটাই (আমের মিষ্টি পাল্প সহযোগে মুগডালের প্যাটিস) এবং কাশ্মীরি নাদ্রু কুরকুরি (পদ্মকাণ্ডের চিপস)। মূল পর্বে পরিবেশিত হয় জাফরানি সব্জ পোলাও, তন্দুরি স্যালাড ও ঠেপলা। আর ডেজার্টে ছিল রোজ অ্যান্ড কোকোনাট পুডিং ও রামদানা অঞ্জির লাড্ডু। এই তালিকার মধ্য থেকে বিশেষভাবে আলোচনায় আসে নিমোনা কাবাব ও রোজ-কোকোনাট পুডিং। নাম শুনেই কৌতূহল জাগে-কীভাবে তৈরি হয় এই দুই পদ? চলুন জেনে নেওয়া যাক রেসিপি, যাতে সামিটের স্বাদ এবার পৌঁছে যায় আপনার রান্নাঘরেও।

নিমোনা কাবাবঃ পূর্ব ভারতের ঘরোয়া স্বাদে আধুনিক ছোঁয়া--' শব্দটি পরিচিত বিহার ও উত্তরপ্রদেশের রান্নাঘরে। শীতকালে প্রচুর মটরশুঁটি পাওয়া গেলে তৈরি

হয় জনপ্রিয় পদ ' কা নিমোনা'। সেই ঐতিহ্যবাহী রেসিপির আধুনিক রূপই নিমোনা কাবাব-যেখানে মটরের স্বাদ ধরা থাকে, কিন্তু পরিবেশনায় আসে কাবাবের আকারে নতুনত্ব।

প্রয়োজনীয় উপকরণ- দে। কাপ টাটকা বা ফ্রোজেন মটরশুঁটি

১টি মাঝারি আকারের সিদ্ধ আলু

১ টেবিলচামচ জিরে

১ চা-চামচ হিং

২টি কাঁচা লঙ্কা (কুচি)

১ চা-চামচ আদাবাটা

২ টেবিলচামচ ব্রেডক্রাম্ব বা বেসন

আধ চা-চামচ গরম মশলা

পরিমাণমতো নুন

টাটকা ধনেপাতা (কুচি)

সেঁকার জন্য তেল

প্রণালী-

১. মটর প্রস্তুতঃ প্রথমে মিক্সিতে মটরশুঁটি হালকা করে ব্লেন্ড করে নিন। পুরোপুরি মসৃণ না করে একটু দানা-ভাব রেখে দিলে কাবাবের টেক্সচার ভালো হয়।

২. মশলা ফো।ন একটি ফ্রাইং প্যানে সামান্য তেল গরম করে জিরে ও হিং ফো।ন দিন।

৩. মটর ভাজাঃ ফো।নের উপর মটর বাটা ঢেলে মাঝারি আঁচে নো।ে ভাজুন। কাঁচা গন্ধ কেটে গেলে নামিয়ে নিন।

৪. মিশ্রণ তৈরিঃ মটরের মিশ্রণ সামান্য ঠান্ডা হলে তাতে মেশান সিদ্ধ আলু চটকে, আদাবাটা, কাঁচা লঙ্কা কুচি, ধনেপাতা, নুন, গরম মশলা ও ব্রেডক্রাম্ববেসন।

৫. আকৃতি দেওয়াঃ হাতের তালুতে নিয়ে গোল বা চ্যাপ্টা কাবাবের আকার দিন। যদি মিশ্রণ বেশি নরম হয়, তবে ব্রেডক্রাম্ব বা বেসন একটু বাড়িয়ে নিন।

৬. সেঁকাঃ গরম তেলে মাঝারি আঁচে দুই দিক সোনালি হওয়া পর্যন্ত সেঁকে নিন।

৭. পরিবেশঃপুদিনা চাটনি বা তেঁতুলের চাটনির সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন। এই কাবাব তেলে ডুবো ভাজার প্রয়োজন নেই-কম তেলেই সেঁকে নেওয়া যায়, ফলে স্বাস্থ্যসম্মতও বটে। চাইলে এয়ার ফ্রায়ারেও বানানো সম্ভব।

রোজ অ্যান্ড কোকোনাট পুডিংঃ সুগন্ধে-স্বাদে অনন্য ডেজার্ট-সামিটের ডেজার্ট তালিকায় থাকা রোজ অ্যান্ড কোকোনাট পুডিং ছিল হালকা গোলাপি আভাযুক্ত, মোলায়েম ও সুগন্ধি এক ক্ষীর-জাতীয় মিষ্টান্ন। নারকেলের দুধের কোমল স্বাদ ও গোলাপের সুগন্ধ মিলে তৈরি হয় এক অনন্য স্বাদের সমাহার। প্রয়োজনীয় উপকরণ-

২ কাপ নারকেলের দুধ

১ কাপ গরুর দুধ (ঐচ্ছিক)

৩ টেবিলচামচ চালগুঁ।ি

সা।ে ৩ টেবিলচামচ চিনি

১ টেবিলচামচ রোজ সিরাপ

আধ চা-চামচ গোলাপজল

৪টি এলাচ

১ টেবিলচামচ পেস্তা কুচি

প্রণালী- ১. দুধ ফুটানোঃ প্রথমে ঢিমি আঁচে নারকেলের দুধ ফুটিয়ে নিন। ঘনত্ব বাড়াতে চাইলে এতে গরুর দুধ মেশাতে পারেন।

২. ঘন করাঃ আলাদা পাত্রে সামান্য ঠান্ডা দুধে চালগুঁড়ি গুলে নিয়ে ফুটন্ত দুধে ঢালুন। সঙ্গে সঙ্গে না।তে থাকুন, যাতে দলা না বাধে।

৩. মিষ্টি ও সুগন্ধ চিনি, গুঁ।ো করা এলাচ, রোজ সিরাপ ও কয়েক ফোঁটা গোলাপজল মেশান। হালকা গোলাপি রং এলে আঁচ বন্ধ করুন।

৪. ঠান্ডা করাঃ ঠান্ডা হলে পুডিং আরও ঘন ও মাখোমাখো হবে। ৫. গার্নিশ পরিবেশনের আগে উপরে ছ।য়ে দিন পেস্তা কুচি ও চাইলে শুকনো গোলাপ পাপড়ি।

অ্যালার্জি সংক্রান্ত সতর্কতা- যাঁদের দুধ বা বাদামে অ্যালার্জি রয়েছে, তাঁরা গরুর দুধ ও পেস্তা বাদ দিয়েই পুডিং তৈরি করতে পারেন। সামিটের মেনুর মতো সম্পূর্ণ দুগ্ধবিহীন সংস্করণ বানাতে চাইলে শুধু নারকেলের দুধ ব্যবহার করুন এবং বাদামজাত উপকরণ এ।য়ে চলুন।

ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন এই বিশেষ লাঞ্চ মেনুতে স্পষ্ট-ভারতীয় রান্না কেবল স্বাদে নয়, ভাবনাতেও সমৃদ্ধ। আঞ্চলিক উপকরণ, ঋতুভিত্তিক সবজি ও স্বাস্থ্যকর রান্নার কৌশল-সব মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এমন এক ভোজ, যা একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক মানের এবং ঘরোয়া আবহে ভরপুর। নিমোনা কাবাব দেখায় কীভাবে একটি আঞ্চলিক ঘরোয়া পদকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নতুন রূপে উপস্থাপন করা যায়। অন্যদিকে রোজ-কোকোনাট পুডিং প্রমাণ করে, কম উপকরণেও তৈরি হতে পারে আভিজাত্যপূর্ণ ডেজার্ট। এআই সামিটে প্রযুক্তির ভবিষ্য নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে, তার ফাঁকেই এই মেনু তুলে ধরেছে আরেক বার্তা-ভারতের বৈচিত্র্যময় খাদ্যসংস্কৃতি বিশ্বমঞ্চে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। আর সেই স্বাদ পেতে এখন আর দিল্লি যাওয়ার প্রয়োজন নেই। রান্নাঘরে সামান্য সময় ও যত্ন নিলেই তৈরি করে ফেলতে পারেন এই দুই পদ-অতিথি আপ্যায়নে বা পরিবারের সঙ্গে বিশেষ মুহূর্তে।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার এমডি ও সিইও কল্যাণ কুমারের কলকাতা সফর

২১ ফেব্রুয়ারিঃ ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার এমডি ও সিইও শ্রী কল্যাণ কুমার কলকাতা সফর করেন। সেখানে তিনি সংবাদমাধ্যমের কাছে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ব্যাঙ্কের শক্তিশালী কর্মক্ষমতার চিত্র তুলে ধরেন। তার সফরের সময় তিনি ব্যাজের সাফল্যের পধান দিকগুলো সবার কাছে তুলে ধরেনঃমুনাফা বৃদ্ধিঃ ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের তৃতীয় ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে নিট মুনাফায় ৩২.৪১ বৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়েছে। মাত্র ৯ মাসেই এই মুনাফার পরিমাণ দাড়িয়েছে ৩,৬৪৪ কোটি টাকায়। সম্পদ উপয়নঃ অনাদায়ী ঋণের হারেও ব্যাপক উপত্তি হয়েছে। ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে গ্রস এনপিএ ৩.৮৬ থেকে কমে ২.৭০ এবং নিট এনপিএ ০.৫৯ থেকে কমে ০.৪৫-এ দাঁড়িয়েছে। ডিজিটাল রূপান্তর-সফরকালে তিনি ব্যাঙ্কের ডিজিটাল রূপান্তর এবং গ্রাহক-কেন্দ্রিক উদ্যোগের ওপর বিশেষ জোর দেন। ব্যাঙ্ক তার কোর ব্যাঙ্কিং এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ডেটা অ্যানালিটিক্স এবং ব্লকচেইন-এর মতো উদীয়মান পযুক্তিগুলো গ্রহণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। নারী উদ্যোক্তা ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি-শ্রী কল্যাণ কুমার ব্যাজের ফ্যাগশিপ পরুয়গুলোর কথা উল্লেখ করেন, যার মধ্যে রয়েছে। সেন্ট নারী শক্তি ডিম এবং এসএইচজি ক্রেডিট লিঙ্কেজ, যা নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তা করে এবং অর্থিব অন্তর্ভুক্তির পচায় করে। যায় প্রগ্রামীণ ও আধা-শহর এলাকায় তার শাখা নেটওয়ার্ক সম্পসারণ করছে এবং আরও বেশি মানুষের কাছে পৌছাতে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করার পরিকল্পনা করছে। নিরাপত্তা ও পদ্মরা-ব্যামের ডিজিটাল উদ্যোগের ফলে মোবাইল ব্যাঙ্কিং এবং ডিজিটাল পেমেঃট লেনদেনে ব্যাপক সাফল্য এসেছে। এর পাশাপাশি, সময় কার্যক্রমে পদকো ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ব্যায় তার কর্পোরেট গভর্নেন্স এবং অভ্যন্তরীণ অডিট পক্রিয়াকেও ত্রিশালী করছে। গ্রাহকদের নিরূপন ব্যাতিং অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে 'ফ্রন্ড রিস্ক ম্যানেজমেঃট সলিউশন'-সহ উত্ত সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। গ্রাহক সন্তুষ্টি এবং ডিজিটাল উদ্ভাবনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া হামিং খাতে শবৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্মন বজায় রাখতে মূঢ় পতিয়া।

রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তরে নিয়োগে রেকর্ড আবেদন, জিএনএম থেকে জিডিএমও-একাধিক পদের প্যানেল প্রকাশ

রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তরের বিভিন্ন পদে নিয়োগ ঘিরে ব্যাপক সা।। প।ছে চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে। ফার্মাসিস্ট থেকে জিএনএম নার্সিং, স্টাফ নার্স থেকে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট-প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখা গেছে আবেদনের বিপুল ঢল। একাধিক পদের নিয়োগ প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদের প্যানেল প্রকাশ করা হয়েছে। স্বাস্থ্যদপ্তরের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে, শূন্যপদের তুলনায় বহু গুণ বেশি আবেদন জমা প।ায় প্রতিযোগিতা ছিল অত্যন্ত কঠিন। স্বাস্থ্যদপ্তরের জারি করা সার্কুলার অনুযায়ী ' নার্সিং মিডওয়াইফারি' বা জিএনএম নার্সিং পদের জন্য মোট ৩ হাজার ৩৬৩টি শূন্যপদ ঘোষণা করা হয়েছিল। নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীর জন্য উন্মুক্ত এই পদে আবেদন জমা প।ে ৪০ হাজারেরও বেশি। লিখিত বা কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা এবং ইঃটারভিউয়ের দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষে অবশেষে চূ।ান্ত প্যানেল প্রকাশ করা হয়েছে। ফলে বহু পরীক্ষার্থীর দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটেছে। রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তরে নিয়োগে রেকর্ড আবেদন, জিএনএম থেকে জিডিএমও-একাধিক পদের প্যানেল প্রকাশ এছাড়াও রাজ্যের প্রতিটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজে সহকারী অধ্যাপক নিয়োগের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। মোট ৪৭টি ভিন্ন বিভাগে প্রায় ৫২২টি শূন্যপদ ছিল। তার মধ্যে ৪১৬ জন অ্যাসিস্ট্যাঃট প্রফেসর নিয়োগ করা হয়েছে বলে স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বিভাগে এই নিয়োগ সম্পন্ন হওয়ায় সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলিতে

পরিকাঠামোগত ও শিক্ষাগত পরিষেবা আরও শক্তিশালী হবে বলে মনে করা হচ্ছে। জেনারেল ডিউটি মেডিক্যাল অফিসার বা জিডিএমও পদেও নিয়োগ প্রক্রিয়া ছিল অত্যন্ত প্রতিযোগিতাপূর্ণ। মোট ১ হাজার ২২৭টি শূন্যপদের বিপরীতে আবেদন জমা প।ে প্রায় ৮ হাজার ৪৯টি। আবেদনকারীর সংখ্যা শূন্যপদের প্রায় আটগুণ হওয়ায় বাছাই প্রক্রিয়া ছিল কঠোর। শেষ পর্যন্ত ১ হাজার ১৩২ জনের প্যানেল প্রকাশ করা হয়েছে। জেলা স্তরে চিকিসা পরিষেবা জোরদার করতে এই নিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে প্রশাসনের আশা। মেডিক্যোল টেকনোলজিস্ট পদেও দেখা গেছে ব্যাপক সা।।। মোট ৮০৭টি শূন্যপদের জন্য আবেদন জমা প।ে ৪ হাজার ২৯৭টি। তার মধ্যে ৪ হাজার ২০ জনকে কম্পিউটার পরীক্ষার জন্য ডাকা হয়। পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ১ হাজার ৫৪৭ জন ইঃটারভিউয়ের সুযোগ পান। দ্রুত ইঃটারভিউ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সরকারি হাসপাতালগুলিতে নিয়োগ সম্পূর্ণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি ২ হাজার ৬১১ জন স্টাফ নার্স নতুনভাবে নিয়োগ পেয়েছেন, যা স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে আরও মজবুত করবে। খুব শিগগিরই ফার্মাসিস্ট পদের প্যানেল প্রকাশ পেতে চলেছে বলেও সূত্রের খবর। সব মিলিয়ে স্বাস্থ্যদপ্তরের এই ব্যাপক নিয়োগ প্রক্রিয়া রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক চাকরিপ্রার্থীর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে। প্রশাসনের মতে, এই নিয়োগ ভবিষ্যতে সরকারি হাসপাতালগুলির পরিষেবা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

কামাখ্যা-নিউ বঙাইগাঁও-ডাংতল সেকশনে সেফটি ইন্সপেকশনে জিএম

মালিগাঁও, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব পরিচালনগত সুরক্ষা এবং পরিকাঠামো নির্ভরযোগ্যতা শক্তিশালী করার নিরন্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে কামাখ্যা নিউ বঙাইগাঁও ডাংতল সেকশনের বিস্তৃত সুরক্ষা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনটি ১৫৪ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত ছিল। পরিদর্শনের সময় জেনারেল ম্যানেজারের সাথে মুখ্য কার্যালয় এবং ডিভিশনের বরিষ্ঠ আধিকারিকরাও ছিলেন।

পরিদর্শনের সময়, জেনারেল ম্যানেজার ট্যাকের অবস্থা, মাইনর ও মেজর ব্রিজ, সিগন্যালিং এবং টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, ট্র্যাকশন ইনস্টলেশন, লেভেল ক্রসিং গেট এবং স্টেশন পরিকাঠামোর বিস্তারিত মূল্যায়ন করেন। সুরক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ, কার্ভস, পয়েন্ট ও ক্রসিং এবং চলমান রক্ষণাবেক্ষণের কাজগুলি পৃঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা হয় যাতে নির্ধারিত সুরক্ষা মান কঠোরভাবে মেনে চলা যায়। তিনি অপারেশনাল প্রস্তুতি, সুরক্ষা সচেতনতা এবং সতর্কতা মূল্যায়ন করার জন্য রেলওয়ে আধিকারিক এবং ফ্রন্ট লাইন কর্মীদের সাথেও বর্তালাপ করেন এবং স্টেশন এবং কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সরঞ্জামের উপলব্ধতা এবং অবস্থা পর্যালোচনা করেন। পরিদর্শন কার্যসূচির অংশ হিসেবে, নলবাড়ি, বরপেটা রোড এবং নিউ বঙাইগাঁও-এ স্টেশনের বিস্তারিত পরিদর্শন করা হয়। এই স্টেশনগুলিতে উন্নয়নমূলক কাজ চলছে, যেখানে যাত্রী সুযোগ-সুবিধা, স্টেশন আধুনিকীকরণ এবং সামগ্রিক পরিষেবার মানের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হচ্ছে। জেনারেল ম্যানেজার ট্যাকের আচরণ এবং পরিচালনাগত কর্মক্ষমতা পর্যালোচনা করেন। জেনারেল ম্যানেজার রেলওয়ে কর্মীদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন এবং এই অঞ্চলে রেল পরিষেবা মজবুত করার জন্য সহায়তা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সুরক্ষিত, দক্ষ এবং যাত্রী-বান্ধব রেল পরিষেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, পাশাপাশি উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ক্রমবর্ধমান পরিবহন চাহিদা দূর করতে তার পরিকাঠামোগুলিকে ধারাবাহিকভাবে আপগ্রেড করছে।

পাকিস্তানে 'হাইব্রিড শাসন' বিতর্কঃ প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ কি প্রান্তে, কেন্দ্রে সেনাপ্রধান আসিম মুনির?

অনিকেত নস্কর ঃ পাকিস্তানের ক্ষমতার সমীকরণ নিয়ে আবারও তুমুল বিতর্ক। নির্বাচিত সরকারের কর্তৃত্ব কমে গিয়ে কি বাস্তবে শক্তির কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছেন সেনাপ্রধান আসিম মুনির? সাম্প্রতিক কয়েক মাসে ইসলামাবাদের রাজনৈতিক অন্দরমহলে এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে। আন্তর্জাতিক মহলেও আলোচনার কেন্দ্র-প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ আদৌ কতটা স্বাধীনভাবে শাসন করছেন, নাকি সেনাপ্রধানই কার্যত নেপথ্যের নিয়ন্ত্রক? সম্প্রতি পাকিস্তান সরকার আসিম মুনিরকে দেশের প্রথম ' অব ডিফেন্স ফোর্সেস' (সিডিএফ) হিসেবে নিযগে করেছে। এই নতুন পদ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সেনাপ্রধানের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মত। বিশেষত দেশের পরমাণু অস্ত্র ব্যবস্থাপনার উপর আরও সরাসরি প্রভাব বিস্তারের সুযোগ তৈরি হয়েছে-এমন ধারণাও ছড়িয়েছে। যদিও সরকারিভাবে এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি, তবু রাজনৈতিক অঙ্গনে এটি ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস হিসেবেই দেখা হচ্ছে। সূত্রের খবর, এই নিয়োগ নিয়ে প্রথমদিকে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের আপত্তি ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের ক্ষমতার কাঠামোয় সেনাবাহিনীর ঐতিহাসিক প্রভাব এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে মুনিরের ক্রমবর্ধমান অবস্থান-সব মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত সরকার আপত্তি টিকিয়ে রাখতে পারেনি। প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি-ও এই নিয়োগে সম্মতি দেন। ফলে জল্পনা আরও ঘনীভূত হয়-দেশ কি ধীরে ধীরে 'সেনার শাসনব্যবস্থা'র দিকে এগোচ্ছে? এই বিতর্কের মধ্যেই পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খোয়াজা আসিফ আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম France 24-কে দেওয়া সাক্ষাকারে বিষয়টি নিয়ে স্পষ্ট বক্তব্য রাখেন। তাঁর দাবি, পাকিস্তানে বর্তমানে কোনও সেনাশাসন নেই। তিনি বলেন, আমাদের দেশে সামরিক হস্তক্ষেপের

ইতিহাস রয়েছে। ১৯৫০ ও ৬০-এর দশক থেকেই সামরিক প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক প্রভাব ছিল। এমন সময়ও এসেছে, যখন সেনাবাহিনী সরাসরি ক্ষমতা দখল করেছে। কিন্তু এখন পরিস্থিতি তেমন নয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর ভাষ্য অনুযায়ী, বর্তমান পরিস্থিতিকে তিনি ' সরকার' বলতে চান। তাঁর ব্যাখ্যা, পাকিস্তান সেনাবাহিনী দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান, এবং তারা নির্বাচিত সরকারকে সহায়তা করছে। সরকার ও সামরিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতার মাধ্যমেই দেশ পরিচালিত হচ্ছে। তিনি আরও স্পষ্ট করেন, সেনাপ্রধান তাঁর ' নন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বেসামরিক সরকারই চূড়ান্ত কর্তৃত্ব ধরে রেখেছে। তবে বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, বাস্তব চিত্র আরও জটিল। আসিম মুনির পাঁচ বছর আগে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই ধীরে ধীরে নিজের প্রভাব বাড়াতে শুরু করেন। পাকিস্তানের গোয়েন্দদা সংস্থা (আইএসআই)-এর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সমন্বয় এবং নিরাপত্তা নীতিতে কঠোর অবস্থান তাঁকে প্রতিষ্ঠানের ভিতরে শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছে দেয়। ভারতের সঙ্গে উত্তেজনা, সীমান্ত ইস্যু এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা পরিস্থিতি-এই সব ক্ষেত্রেই সেনাবাহিনীর ভূমিকা আরও জোরালো হয়। চলতি বছরের এপ্রিলে জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে পর্যটকদের উপর জঙ্গি হামলার পর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ভারত দাবি করে, পাকিস্তান-সমর্থিত জঙ্গিগোষ্ঠী এই হামলার পেছনে রয়েছে। তার পরপরই ভারতীয় সেনা ' সিঁদুর' নামে একটি সামরিক অভিযান চালিয়ে পাকিস্তানের ভেতরে থাকা জঙ্গিঘাঁটিতে হামলা চালায়। এই অভিযানে একাধিক জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস এবং বহু জঙ্গির মৃত্যুর পাশাপাশি পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনীরও ক্ষয়ক্ষতির খবর সামনে আসে। যদিও ইসলামাবাদ সরকারিভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিয়ে নীরব থাকে, তবু ঘটনাটি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলে। এই ঘটনার পরেও মুনিরের অবস্থান দুর্বল হয়নি-বরং উল্টে আরও শক্তিশালী হয়েছে বলেই রাজনৈতিক মহলে মত। জাতীয় নিরাপত্তা ইস্যুতে সেনাবাহিনীর ভূমিকা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারের উপর তাদের প্রভাবও বেড়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

গত বছর ২০ মে পাকিস্তানের ইতিহাসে দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে-আয়ুব খান-এর পর-আসিম মুনিরকে ফিল্ড মার্শাল পদে উন্নীত করা হয়। এই পদোন্নতি নিজেই ছিল একটি তাপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক বার্তা। পাকিস্তানে ফিল্ড মার্শাল পদ বিরল, এবং সাধারণত তা প্রতীকী মর্যাদার ঊর্ধ্বে গিয়ে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুর ইঙ্গিত বহন করে। এর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও মুনিরের উপস্থিতি নজর কেড়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প-এর সঙ্গে তাঁর একাধিক বৈঠক এবং ট্রাম্পের প্রকাশ্য প্রশংসা পাকিস্তানের অভ্যন্তরে তাঁর ভাবমূর্তিকে আরও উজ্জ্বল করে। এতে বোঝা যায়, আন্তর্জাতিক শক্তিগুলিও তাঁকে পাকিস্তানের ক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ মুখ হিসেবেই বিবেচনা করছে। সবচেয়ে বিতর্কিত পদক্ষেপ আসে সম্প্রতি সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে। নতুন সংশোধনীতে সেনাপ্রধানের বিরুদ্ধে কোনও প্রশাসনিক বা আইনি অভিযোগের ক্ষেত্রে আজীবন আইনগত দায়মুক্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বলে জানা যায়। বিরোধী মহল এই পদক্ষেপকে গণতান্ত্রিক কাঠামোর জন্য বিপজ্জনক বলে অভিহিত করেছে। তাদের মতে, এটি কার্যত সেনাপ্রধানকে আইনের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়ার সামিল। এই পটভূমিতে মুনিরকে দেশের প্রথম সিডিএফ হিসেবে নিয়োগের জল্পনা শুরু হয়েছিল, যা শেষ পর্যন্ত বাস্তবে রূপ পায়। যদিও সরকারি সূত্রে দাবি করা হয়েছিল, প্রধানমন্ত্রী এই পদক্ষেপে প্রথমে অনিচ্ছুক ছিলেন, তবু শেষ পর্যন্ত তা কার্যকর হয়। ফলে প্রশ্ন থেকেই যায-পাকিস্তানে কি সত্যিই বেসামরিক সরকার পূর্ণ নিযন্ত্রণে আছে, নাকি এটি এমন এক ' ব্যবস্থা যেখানে নির্বাচিত সরকার ও সেনাবাহিনীর মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগি হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে প্রভাবের পাল্লা ভারী সামরিক প্রতিষ্ঠানের দিকেই? প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খোয়াজা আসিফ অবশ্য দৃঢ়ভাবে সেনাশাসনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, এটি কোনও সামরিক দখল নয়, বরং রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত পরিচালনা। কিন্তু রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, পাকিস্তানের অতীত অভিজ্ঞতা-বারবার সামরিক হস্তক্ষেপ ও অভ্যুত্থান-বর্তমান পরিস্থিতিকে সন্দেহের চোখে দেখার যথেষ্ট কারণ জোগায়। অতএব, পাকিস্তানের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কোন পথে এগোবে, তা নির্ভর করছে নির্বাচিত সরকার ও সামরিক নেতৃত্বের সম্পর্কের উপর। আপাতত ' শাসন' শব্দবন্ধই ইসলামাবাদের বাস্তবতাকে সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করছে-যেখানে ক্ষমতার আনুষ্ঠানিক মুখ বেসামরিক, কিন্তু প্রভাবের গভীর স্তরে সেনাবাহিনী এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি।

আদ্রা ডিভিশনে উন্নয়নমূলক কাজের কারণে ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ আদ্রা ডিভিশনে উন্নয়নমূলক কাজের কারণে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে- ট্রেন বাতিল- ৬৮০৪৬ / ৬৮০৪৫ আসানসোল-আড্রা-আসানসোল মেমু - ২৪.০২.২০২৬ ও ২৫.০২.২০২৬ তারিখে বাতিল থাকবে। ৬৮০৭৭ / ৬৮০৭৮ আড্রা-ভাগা-আড্রা মেমু- ২৬.০২.২০২৬ ও ০১.০৩.২০২৬ তারিখে বাতিল থাকবে। ৬৮০৯০ / ৬৮০৮৯ আড্রা-মিড়নাপুর-আড্রা মেমু - ২৩.০২.২০২৬, ২৪.০২.২০২৬, ২৬.০২.২০২৬, ২৭.০২.২০২৬ ও ০১.০৩.২০২৬ তারিখে বাতিল থাকবে। ৬৩৫৯৪ / ৬৩৫৯৩ আসানসোল-পুরুলিয়া-আসানসোল মেমু- ২৪.০২.২০২৬ ও ২৫.০২.২০২৬ তারিখে বাতিল থাকবে। ৬৮০৫৩ / ৬৮০৫৪ আড্রা-বারবহুম-আড্রা মেমু - ২৩.০২.২০২৬ তারিখে বাতিল থাকবে। ট্রেনের সংক্ষিপ্ত অবসানসংক্ষিপ্ত যাত্রা- ১৮০১৯ / ১৮০২০ ঝাড়গ্রাম-ধনবাদ-ঝাড়গ্রাম এক্সপ্রেস, ২৩.০২.২০২৬ ও ২৪.০২.২০২৬ যাত্রা শুরু - বোকারো স্টিল সিটি-তে সংক্ষিপ্ত অবসানসংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু। ১৩৫০৩ / ১৩৫০৪ বরদ্দমান-হাটিয়া-বরদ্দমান মেমু এক্সপ্রেস, ২৩.০২.২০২৬ ও ২৪.০২.২০২৬ যাত্রা - NSCB গোমোহ-তে সংক্ষিপ্ত অবসানসংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু। ৬৮০৫৬ / ৬৮০৬০ টাটানগর-আসানসোল-বারবহুম মেমু, ২৬.০২.২০২৬, ২৮.০২.২০২৬ ও ০১.০৩.২০২৬ যাত্রা

NAME CHANGE

I,Md Parvez Hossain S/O Md Kasim residing at 40A,Golam Jilani Khan Road,P.S.-Tiljala,Kolkata-700039. W.B That my daughter's name has been recorded as Alina Hussain instead of Alina Hossain in my daughter's school certificate. also my daughter's school certificate my name recorded as Parvez Hussain instead of Md Parvez Hossain vide an affidavit before the Ld.1st class judicial magistrate at Sealdah. Date-21.02.2026. Affidavit no.5814. That Alina Hussain and Alina Hossain both are the same and one identical person and Parvez Hussain and Md Parvez Hossain both are the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, HELENUR KHATUN MY AND MY FATHER NAME WRONGLY RECORDED IN MY AADHAAR CARD AS FELUN KHATURN D/O PIYAR SK AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 29-10-2025 I HELENUR KHATUN D/O LATE ARFAN SEKH AND FELUN KHATUN D/O PIYAR SK BOTH ARE SAME PERSON. VILL + POST SALIGRAM P. S NAKISHIPARA DIST NADIA .

NAME CHANGE

I, MOHAMMAD SAMSUL HAQUE (old name) S/O - MOHAMMAD MUSTAKIN residing at VILL- NURPUR MANDALPARA PO - NURPUR PS - MANIKCHAK DIST - MALDA PIN -732203. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MOHAMMAD SAMSUL HAQUE (old name) to SAMSUL HAQUE (new name) and henceforth, I shall be Known as SAMSUL HAQUE (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the 1t class Judicial Magistrate at Malda court on 08/10/2025. SAMSUL HAQUE (new name) & MOHAMMAD SAMSUL HAQUE (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, BADSHA SAHA (old name) S/O - HASEM SAHA residing at VILL & PO - PATHARGHATA PS - TEHATTA DIST - NADIA PIN - 741103. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from BADSHA SAHA (old name) to BADSHA SHAH (new name) and henceforth, I shall be Known as BADSHA SHAH (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 21/02/2026. BADSHA SHAH (new name) & BADSHA SAHA (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, MOTUBUR (old name) S/O - ABDUL HAI residing at VILL & PO - KATLAMARI PS - PUKURIA DIST - MALDA PIN -732102. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MOTUBUR (old name) to MATILUR (new name) and henceforth, I shall be Know n as MATIUR (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore court on 21/02/2026. MATIUR (new name) & MOTUBUR (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, NARAYAN CHANDRA PRATIHAR (old name) S/O BIJAY PRATIHAR , residing at Baylasol , dherua, West Midnapore , Pin-721102 ,W.B, India, have changed my name and shall henceforth be known as NARAYAN PRATIHAR (new name), as declared before the 1St Class Judicial Magistrate Midnapore Dated - 18/02/2026 (SL. NO. - 3094) NARAYAN PRATIHAR (new name) and NARAYAN CHANDRA PRATIHAR (old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Vamla Devi (Old Name) W/o Krishna Nandan Prasad Residing at 21/22, Jai Bibi Road, Ghusuri, District - Howrah, Pin - 711107, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Vimala Devi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 20-02-2026. Vamla Devi (Old Name) and Vimala Devi (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ratanlal Sharma S/o Late Nandlal Shaw Residing at 1F/1B, Motijheel Lane, P.s - Entally, District - Kolkata Pin- 700105, West Bengal India, that my daughter who previously known as Pryinshee Sharma in her all School documents shall henceforth be known as Priyanshi Sharma in her birth certificate vide certificate no. I/08/2011/10827, Date of regd 19.02.2011 Which is Issued by the Kolkata Municipal Corporation, and also recorded in her Aadhar card vide Aadhar no. 2420 3475 0859 as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kolkata vide affidavit no 6345 dated 18-02-2026. I declare that my daughter Pryinshee Sharma and Priyanshi Sharma is same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Darshan Goel (Old Name) S/o Dhani Ram Goel Residing at 7B, Leonard Road, P.o+P.s - Hastings, District - Kolkata, Pin - 700022, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Darshan Kumar Goel (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 20-02-2026. Darshan Goel (Old Name) and Darshan Kumar Goel (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mujid Ali Gayen (Old Name) S/o Ajit Gayen Residing at Vill - Keoradanga, P.o - Betberia, P.s - Bishnupur, District - South 24 Parganas, Pin - 743503, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Mujid Gayen (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 20-02-2026. Mujid Ali Gayen (Old Name) and Mujid Gayen (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I,Abdul Rahman S/O Late Sher Mahammad Khan residing at Segun bagan Lane,Telinipara,P.O. & P.S-Bhadreswar,Dist-Hooghly,Wb.That My name wrongly recorded as Abdul Rahaman in my Aadhar & pan card and also recorded in my son Md Kalamuddin 's passport & Madhayamik admit card as A B Rahman.That my actual name is Abdul Rahman vide an affidavit before the Ld.Judicial magistrate 1st class Chinsurah at Hooghly.Date-17.02.2026.That Abdul Rahman and Abdul Rahaman ,A B Rahman both are the same and one identical person.

NAME CHANGE

I SAMIRAN MONDAL S/O LT PHANIBHUSAN MONDAL RESIDING AT 54/3, B.R AMBEDKAR ROAD, NATUNPARA, PO-GARIA, KOLKATA-700084 HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAMIRAN KUMAR MONDAL AS DECLARED BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE ALIPORE COURT, SOUTH 24 PARGANAS VIDE AFFIDAVIT NO. 23265 DATED 18.2.2026. SAMIRAN MONDAL AND SAMIRAN KUMAR MONDAL BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

ভক্তিসাগরে ভাসছে মায়াপুর, গৌড় পূর্ণিমায় নিত্যানন্দ মার্কেটে বৃন্দাবনের তুলসীর মালা ঘিরে উপচে পড়া ভিড়!

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ ২০ টাকা থেকে ১০ হাজার! 'আসল' বৃন্দাবনের

তুলসীর মালা কিনতে আন্তর্জাতিক মেলায় দেশি-বিদেশি ভক্তদের ঢল।

গৌড় পূর্ণিমা তথা দোল উৎসবকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই ভক্তিসাগরে পরিণত হয়েছে মায়াপুর। ISKCON-এর বিশ্ববিখ্যাত এই কেন্দ্র ঘিরে দেশ-বিদেশের হাজার হাজার ভক্ত ও পর্যটকের সমাগমে মুখরিত গোটা এলাকা। মন্দির প্রাঙ্গণে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, নামসংকীর্তন, পরিক্রমা ও বিশেষ পূজার পাশাপাশি এবছরেও অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছে 'নিত্যানন্দ মার্কেট'। গত ২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এই বিশেষ বাজার চলবে আগামী ৫ মার্চ পর্যন্ত। অস্থায়ী ছোট- বড় অসংখ্য স্টল নিয়ে তৈরি হয়েছে এক বিশাল আন্তর্জাতিক মেলার আবহ। ঠাকুরের পোশাক, মূর্তি, জামা-কাপড়ের দোকান থাকলেও নিত্যানন্দ মার্কেটের মূল আকর্ষণ সুদূর বৃন্দাবন থেকে আগত ব্যবসায়ীদের আনা তুলসীর মালা। বিভিন্ন আকার, মান ও নকশার এই মালার দাম শুরু হচ্ছে মাত্র ২০ টাকা থেকে, আর বিশেষ মানের মালার দাম উঠছে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত। বৃন্দাবন থেকে আসা ভক্ত-ব্যবসায়ী পূর্ণেন্দু নস্কর জানান, আমরা আসল তুলসীর মালা নিয়ে এসেছি। স্থানীয় মালার তুলনায় আমাদের মালার গুণগত মান আলাদা। আন্তর্জাতিক মেলা হওয়ায় বিদেশি ভক্তদেরও ব্যাপক আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। বিক্রি বেশ ভালো হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, প্রতিবছর গৌড় পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে তাঁরা মায়াপুরে আসেন এবং এই একমাস ব্যবসা শেষে বৃন্দাবনে ফিরে যান। ভক্তদের মধ্যে তুলসীর মালা কেনার উৎসাহ চোখে পড়ার মতো। অনেকের বিশ্বাস, বৃন্দাবনের তুলসী দিয়ে তৈরি মালা বিশেষভাবে পবিত্র ও শুভ, তাই ধর্মীয় অনুভূতি ও ভক্তিভাব মিলিয়ে এই মালা সংগ্রহে আগ্রহ তুঙ্গে। গৌড় পূর্ণিমা যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে ভক্তসমাগম। দোল উৎসবের রঙ, কীর্তনের ধ্বনি এবং আধ্যাত্মিক আবহে মায়াপুর এখন এক অনন্য আন্তর্জাতিক মিলনক্ষেত্র। আয়োজকদের মতে, আগামী কয়েক সপ্তাহে ভিড় আরও বাড়বে এবং উৎসবমুখর পরিবেশ পৌঁছাবে চরমে। ভক্তি, বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক সমাগম-সব মিলিয়ে এবারের গৌড় পূর্ণিমায় নিত্যানন্দ মার্কেটই যেন মেলার প্রাণকেন্দ্র।

বিদ্যুতের খুঁটিতেই বর্ণপরিচয়, স্কুল পথে এখন জ্ঞানের মেলা সুন্দরবনের কুলতলিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ বিদ্যুতের খুঁটিতেই বর্ণ পরিচয়, স্কুল পথে এখন জ্ঞানের মেলা কুলতলির গ্রামে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শকে সামনে রেখে সুন্দরবনের কুলতলির দেউলবাড়ী গ্রামে শুরু হয়েছে এক অভিনব উদ্যোগ। গ্রামের রাস্তায় থাকা প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ টি বিদ্যুতের খুঁটিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে 'বর্ণপরিচয়'-এর অক্ষর, ইংরেজি সংখ্যা এবং প্রাথমিক গণিতের যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ। ফলে স্কুলে যাওয়ার পথেই এখন হয়ে উঠেছে খোলা আকাশের নিচে এক চলমান পাঠশালা। আর এই উদ্যোগের নেপথ্যে রয়েছেন এলাকার বাসিন্দা পুলক মন্ডল। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার ধারে থাকা বিদ্যুতের খুঁটি গুলি জঙ্গল ও আগাছায় ঢেকে ছিল। কোথাও ছেঁড়া পোস্টার, কোথাও ময়লা আবর্জনা-দেখতে ছিল অনাকর্ষণীয়। সেই দৃশ্য বদলাতেই তিনি হাতে তুলি তুলে নেন। স্থানীয়দের সহযোগিতায় খুঁটি গুলি পরিষ্কার করে রং করে লেখা হয় অ-আ-ক-খ থেকে শুরু করে ১, ২, ৩- ইংরেজি ও বাংলা সংখ্যা, সঙ্গে সহজ অঙ্কের চিহ্ন। গ্রামের শিক্ষার্থী মিনতি ভুইয়া জানান, আগে সন্তানদের নিয়ে পাঠশালায় যাওয়ার পথে এই খুঁটি গুলোর দিকে কেউ তাকাতো না। এখন বাচ্চারা হাঁটতে হাঁটতেই অক্ষর পড়ে, সংখ্যা গোনে। অভিভাবকরাও সুযোগ পাচ্ছেন সন্তানদের পড়াতে। এতে শিশুদের মধ্যে পড়াশোনার আগ্রহ যেমন বাড়ছে, তেমনি গ্রামজুড়ে তৈরি হয়েছে এক ইতিবাচক শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ। এই ব্যাপারে পুলক মন্ডল বলেন, সুন্দরবনের প্রান্তিক এলাকায় শিক্ষার আলো আরও ছড়িয়ে দিতে 'এক টাকার পাঠশালা' তৈরি হয়েছে। বিদ্যাসাগর নাকি মাইলস্টোন দেখে ইংরেজি সংখ্যা শিখেছিলেন- সেই ইতিহাস থেকেই অনুপ্রেরণা। তাই গ্রামের অবহেলিত বিদ্যুতের খুঁটি গুলি কেই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার ভাবনা আসে। বর্তমানে এলাকার খুদে পড়ুয়ারা এই উদ্যোগে ভীষণ খুশি। শুধু পড়ুয়ারা নয়, গ্রামবাসীরাও এই অভিনব প্রয়াসকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

অনেকেই মনে করছেন, এভাবে যদি গ্রামের প্রতিটি কোনে যদি শিক্ষার বার্তা বহন করে, তবে আগামী প্রজন্ম আরও সচেতন ও শিক্ষিত হয়ে উঠবে। কুলতলির দেউলবাড়ীর এই উদ্যোগ প্রমাণ করে, ইচ্ছাশক্তি থাকলে সীমিত সম্পদ নিয়েও বড় পরিবর্তন আনা সম্ভব। বিদ্যাসাগরের আদর্শকে ধারণ করে এক টুকরো গ্রাম আজ শিক্ষার রঙে রাঙিয়ে তুলেছে নিজের পথঘাট। যা আগামী দিনে সুন্দরবনে শিক্ষায় আনবে বিপ্লব।

হুমায়ুনের বাবরি মসজিদ নির্মানকল্পে লক্ষাধিক টাকা দান তৃণমূলের ব্লক সভাপতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ মুর্শিদাবাদের রেজিনগর থানার ছেতিয়ানি এলাকায় হুমায়ুন কবীরের নির্মীয়মান বাবরি মসজিদের ট্রাস্টকে এক লক্ষ এগারো হাজার টাকা দান করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের নওদা ব্লক সভাপতি তথা মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শফিউজ্জামান। রমজান মাসের প্রথম দিন গত ১৯ তারিখ 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া'-র নামে নওদার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখায় ১ লক্ষ ১১ হাজার টাকার চেক শফিউজ্জামান জমা করেছেন বলে জানা গিয়েছে। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি হুমায়ুন কবীরের প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদের 'ট্রাস্টি বোর্ড'কে লক্ষাধিক টাকা দেওয়ায় নতুন করে বিতর্ক ছড়িয়েছে। প্রসঙ্গত, হুমায়ুন কবীর বাবরি মসজিদ তৈরি করার বিষয়ে 'একগুঁয়ে' মনোভাব নিয়ে চলায় গত ডিসেম্বর মাসে ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে দল সাসপেন্ড করে। তারপর হুমায়ুন কবীর তৃণমূলের সঙ্গে দূরত্ব তৈরী করে নিজের নতুন রাজনৈতিক দল 'জনতা উন্নয়ন পার্টি' গঠন করে। রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে শতাধিক আসনের লড়াই করার কথা ঘোষণা করেছেন হুমায়ুন। রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণার মাত্র কয়েকদিন আগে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি হুমায়ুনের বাবরি মসজিদ নির্মাণকল্পে কেন টাকা দিলেন তা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। পবিত্র কোরানের তেলাওয়াতের মাধ্যমে গত ১১ ফেব্রুয়ারি ছেতিয়ানি এলাকায় বাবরি মসজিদের মূল ফটকের ভিত ঢালাই করার মধ্যে দিয়ে মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। ইঞ্জিনিয়াররা দু'বছর সময় নিতে চলেছেন এই মসজিদের নির্মাণ কাজ শেষ করার জন্য। যদিও হুমায়ুনের বাবরি মসজিদের ট্রাস্টকে দেওয়া অনুদান রাজনীতির ঊর্ধে উঠে করেছেন বলে দাবি করেছেন নওদার ব্লক সভাপতি শফিউজ্জামান। তিনি বলেন, বাবরি মসজিদ নির্মাণের বিষয় উদ্যোগী হওয়ার জন্য হুমায়ুন কবীরকে দল সাসপেন্ড করেনি। তিনি দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে গিয়ে বিভিন্ন দল বিরোধী মন্তব্য করেছেন এবং দল বিরোধী কাজে যুক্ত ছিলেন। সেই কারণে দল তাকে সাসপেন্ড করেছে। শফিউজ্জামান আরও বলেন, একজন মুসলিম হিসেবে আমার মসজিদ নির্মাণে দান করার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে। রাজনীতির উর্দ্ধে উঠে আমি এই মসজিদের নির্মাণের জন্য দান করেছি। যদিও হুমায়ুন ঘনিষ্ঠ একাধিক জনতা উন্নয়ন পার্টির নেতা দাবি করেছেন, সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকটি জনসভায় গিয়ে তৃণমূলের নওদা ব্লক সভাপতি হুমায়ুন কবীরের বাবরি মসজিদ নিয়ে একাধিক 'বিরূপ' মন্তব্য করেছিলেন। সামাজিক মাধ্যমে সেই সমস্ত ভিডিও ভাইরাল হয়ে যাওয়ার পর জেলার সংখ্যালঘু সমাজের মানুষের মধ্যে শফিউজ্জামানকে নিয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। জনতা উন্নয়ন পার্টির নেতাদের বক্তব্য, নিজের করা 'ড্যামেজ' ঢাকতেই মসজিদ নির্মাণ গল্পে রমজান মাসের প্রথম দিন ওই তৃণমূল নেতা লক্ষাধিক টাকা দান করেছেন। প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন আগেও তৃণমূল কংগ্রেসের বহরমপুর সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান তথা হরিহরপাড়ার বিধায়ক নিয়ামত শেখও হুমায়ুন কবীরের বাবরি মসজিদ নির্মাণের মধ্যে কোনও অন্যায় দেখতে পাননি। তিনি হুমায়ুনকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। অন্যদিকে, বাবরি মসজিদের ট্রাস্টে শফিউজ্জামানের টাকা দেওয়া প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর বলেন, কিছুদিন আগে ওই ব্যক্তি প্রকাশ্যে বলে বেড়াচ্ছিলেন বাবরি মসজিদ হতে দেব না। সবরকম ভাবে বিরোধিতা করব। এরপর উনি যে গ্রামে বাস করেন সেখানকার লোকেরা তাঁকে 'হুমকি' দিতে থাকেন। বাড়ির পাশের লোকেদের 'হুক' খেয়ে উনি মসজিদের ট্রাস্টে টাকা দিয়েছেন। আমি বা ট্রাস্টের লোকেরা কেউ তাঁর কাছে টাকা চাইতে যাইনি। উনি যে বাবরি মসজিদের বিরোধী নন, তা প্রমাণ করার জন্য এই টাকা দিয়েছেন।

শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্কে পালিত হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ 'মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা'। এই অমর বাণীকে হৃদয়ে ধারণ করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ভাষা শহীদদের প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। আজ এই পুণ্য লগ্নে শিলিগুড়ি পুরনিগম-এর পক্ষ থেকে শিলিগুড়ি পুরো নিগমের বাঘাযতীন পার্কে অবস্থিত শহীদ বেদীতে এবং শিলিগুড়ি আর্ট সার্কেল-এর পক্ষ থেকে চিলড্রেন পার্কে বিদ্যাসাগরের মূর্তি পাদদেশে ভাষা শহীদদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। দুটি জায়গায় ফুল দিয়ে বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের মেয়র গৌতম দেব উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র পুরো নিগমের চেয়ারম্যান পরিষদ সদস্য সদস্য এমনকি বোরো চেয়ারম্যান সহ আধিকারিকরা এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক জগতের ব্যক্তিবর্গ করা উচ্চ অঞ্চলে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এরপর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এই ভাষা দিবসকে নিয়ে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক এই ভাষা দিবসে অমর শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান শিলিগুড়ি মহকুমা জুড়ে বিশেষ করে শিলিগুড়িতে নানান রকম অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল।

মালদায় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে ট্রাকের ধাক্কায় আহত ২০ জন যাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ মালদার রতুয়া- ২ ব্লকের মগুরা এলাকায় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে এক ভয়াবহ পথদুর্ঘটনায় কমপক্ষে ২০ জন বাসযাত্রী আহত হয়েছেন। শনিবার সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সামসির দিকে যাওয়ার পথে মগুরা বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে যাত্রী তুলছিল একটি বেসরকারি বাস। সেই সময় গাজোলের দিক থেকে আসা সিমেন্ট বোঝাই একটি দ্রুতগামী ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে বাসটির পিছনে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, বাসটি রাস্তার পাশে নয়ানজুলির দিকে হেলে পড়ে। দুর্ঘটনায় বাসের পিছনের অংশে থাকা যাত্রীরাই সবথেকে বেশি চোট পেয়েছেন। ঘটনায় ট্রাক চালকও আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার পরই স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধারকাজে হাত লাগান। পুলিশ ও স্থানীয়দের সহায়তায় আহতদের দ্রুত গাজোল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে বেশ কয়েকজন যাত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। খবর পেয়ে পুখুরিয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাকটিকে আটক করেছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ঘন কুয়াশা অথবা যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

আকাশ ইনস্টিটিউট ডব্লিউবিসিএচএসই শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষায়িত একাডেমিক প্রোগ্রাম চালু করেছে

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ আকাশ ইনস্টিটিউট আজ ঘোষণা করেছে যে, তারা পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ (ডব্লিউবিসিএচএসই) এর

শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা একটি বিশেষায়িত একাডেমিক প্রোগ্রাম চালু করেছে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের নতুন সেমিস্টার-ভিত্তিক সিস্টেমের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং নীট ও ডব্লিউবি-জি এর মতো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি দেওয়া। নতুন চার-সেমিস্টার কাঠামোতে শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে গাইড করার জন্য শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের থেকে প্রাপ্ত মূল্যবান প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে এই প্রোগ্রামটি ডিজাইন করা হয়েছে। আকাশ ইনস্টিটিউটের পরিচালক তিলক রাজ খেমকা, ডব্লিউবিসিএচএসই শিক্ষার্থীদের একাডেমিক এবং প্রতিযোগিতামূলক চাহিদা অনুযায়ী একটি শিক্ষণ বাস্তুতন্ত্র তৈরি করার উদ্যোগের নেতৃত্ব দিয়েছেন। ৩৭ বছরেরও বেশি একাডেমিক উৎকর্ষের অভিজ্ঞতাসহ, আকাশ ইনস্টিটিউটের এই প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের বোর্ড এবং এন্ট্রান্স উভয় পরীক্ষায় ধারণাগত বোঝাপড়া এবং পরীক্ষার প্রস্তুতি শক্তিশালী করতে সাহায্য করে।

সেমিস্টার সিস্টেম ট্রানজিশন ঃ সংশোধিত ডব্লিউবিসিএচএসই কাঠামোর অধীনে শিক্ষার্থীদের চারটি সেমিস্টারের মাধ্যমে অগ্রসর হয়, যেখানে বিভিন্ন মূল্যায়ন প্যাটার্ন রয়েছেঃ অড সেমেস্টার্স (I ও III)ঃ এমসিকিউ এবং বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাভাবনার উপর ভিত্তি করে উদ্দেশ্য-ভিত্তিক মূল্যায়ন।

ইভেন সেমেস্টার্স (II ও IV) ঃ ধারণাগত গভীরতা এবং প্রকাশের উপর জোর দিয়ে বর্ণনামূলক মূল্যায়ন।

ডব্লিউবিসিএচএসই এর সাথে পাঠ্যক্রমের সারিবদ্ধতাঃ প্রোগ্রাম অফিসিয়াল ডব্লিউবিসিএচএসই সিলেবাস এর সাথে সাবধানতার সাথে ম্যাপ করা হয়েছে, যা সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় এবং ধারণার পূর্ণাঙ্গ কভারেজ নিশ্চিত করে। এই কাঠামোগত সারিবদ্ধতা শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার পাশাপাশি একাডেমিক দক্ষতা উন্নয়নে মনোনিবেশ করতে সাহায্য করে। বর্ধিত প্রস্তুতির জন্য প্রাথমিক সমাপ্তি কৌশলঃ প্রোগ্রামের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো ক্লাস ১২ শিক্ষার্থীদের জন্য সিলেবাস দ্রুত শেষ করার মডেল। ফেব্রুয়ারি পরীক্ষার সময়সূচীর আগে সেমিস্টার IV এর পাঠ্যক্রম সম্পন্ন করার মাধ্যমে, এই প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের আরও বেশি রিভিশন সময়, কাঠামোগত মক টেস্ট এবং অনুশীলন সেশন, বাড়তি আত্মবিশ্বাস, কম পরীক্ষার চাপ, এবং নীট ও ডব্লিউবি-জি এর মতো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য নিবেদিত প্রস্তুতির সময় প্রদান করে।

চোর সন্দেহে অজ্ঞাত পরিচয় দুই ব্যক্তিকে গণপিটুনি, গ্রেফতার পাঁচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ জেলা পুলিশের সচেতনতামূলক পদক্ষেপের পরেও গণপিটুনির ঘটনা। আর সেই গণপিটুনির ঘটনায় গ্রেফতার পাঁচ। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত ঘোষপুরে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রাতের অন্ধকারে ঘোষপুর বাজার সংলগ্ন একটি পাড়াতে বাইকে করে দুই অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি ঘোরাঘুরি করে। ওই দুই যুবককে দেখে এলাকাবাসীর সন্দেহ হয়। এলাকাবাসীরা তাদের আটকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে, তারা কোনও কিছু উত্তর না দেওয়া। সন্দেহ আরও গভীর হয় সাধারণ মানুষের মনে। এরপর এলাকাবাসীরা তাড়া করে। কিছুক্ষণ পর ঘিরে ফেলে মারধর শুরু করে এলাকাবাসী। পরে পাঁশকুড়া থানার পুলিশ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চোর সন্দেহে তাড়া করে এলাকাবাসী, অজ্ঞাতপরিচয় ওই দুই বাইক আরোহী বাইক ফেলে পাশে জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ে, সেখানেও এলাকাবাসী তাড়া করে। পরে অজ্ঞাত পরিচয় দুই যুবক ঘোষপুর বাজারে রোডের উপর উঠে আসলে বাজারে অবস্থিত এলাকাবাসী তাদের ঘিরে ধরে। এবং চোর সন্দেহে গণপিটুনি শুরু হয়, যার ফলে এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে আহত ওই দুই অজ্ঞাত পরিচয় দুই ব্যক্তিকে আশঙ্কজনক অবস্থায় উদ্ধার করে। এক যুবক তমলুক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এবং আরেকজন কলকাতায় চিকিৎসাধীন। পুলিশ পাঁচ জনকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ সূত্রে ওই দুই অজ্ঞাত পরিচয়ের নাম জানা যায়। দু'জনেই পাঁশকুড়া পৌরসভার বাসিন্দা। দুজনেই পাঁশকুড়ার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শেখ আশাদুল ও শেখ মেহেরাজ। সন্ধ্যায় ঘোষপুর পঞ্চায়েত এলাকায় যান। রাত সাড়ে ৯ টা নাগাদ পঞ্চায়েত অফিস সংলগ্ন রাস্তার মোড়ে তাঁদের আটকান এলাকার কয়েকজন যুবক। দাবি, সে সময় একটি বাইকের আরোহীরা আশা শেখদুল ও শেখ মেহরাজদের ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যান। বাসিন্দাদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারায় সেই সন্দেহ জোরাল হয়। এর পরেই উত্তেজিত জনতা ওই দু'জনকে লাঠি, বাঁশ, রড দিয়ে বেধড়ক মারে। দু'জনই গুরুতর জখম হন। খবর পেয়ে পাঁশকুড়া থানার পুলিশ ওই দু'জনকে উদ্ধার করে। পুলিশ গণপিটুনির অভিযোগে ঘোষপুর গ্রাম থেকে পাঁচ জনকে গ্রেফতার করেছে। এরা হল নিমাই দেবনাথ, সুব্রত দেবনাথ, পরেশ দেবনাথ, গণেশ পণ্ডিত ও রামানন্দ পণ্ডিত। ধৃতদের তমলুক জেলা আদালতে তোলা হয়। বিচারক সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। এবিষয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার মিতুনকুমার দে বলেন, শুধুমাত্র সন্দেহের বসে মানুষকে মারধর করা হবে, এর বিরুদ্ধে তা নিয়ে আগেই আমরা কাজ করছি। পাঁশকুড়া থানার রিমোট এলাকায় এই এক ধরনের একটি ঘটনা ঘটেছে। ঘটনায় কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদিকে, ঘটনার ঘোষপুরে পুলিশ শিবির করা হয়েছে। চলছে টহলদারি। গুজবে কান না দেওয়ার জন্য পুলিশের তরফে মাইকে প্রচার করা হচ্ছে।

সাগরের ঘোড়ামারা দ্বীপকে বাঁচাতে একাধিক পদক্ষেপ ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালের

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবনঃ রাজ্যের সবচেয়ে ছোটো দ্বীপ ও ছোটো পঞ্চায়েত হলো সাগরের ঘোড়ামারা দ্বীপ। আর এবার জরুরি ভিত্তিতে ঘোড়ামারা দ্বীপকে বাঁচানোর নির্দেশ দিল ন্যাশানাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল। এই দ্বীপের ভাঙন প্রতিরোধ এবং। ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সংরক্ষণের জন্য উচ্চ পর্যায়ের যৌথ কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী তিন মাসের মধ্যে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করবে এই কমিটি। ঘোড়ামারা দ্বীপের ভাঙনের কারণ হিসাবে উঠে এসেছে, এলাকাটি বেঙ্গল বেসিনের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে

হেলে থাকার কথা। এখানকার ভূবৈশিষ্ট্য বিশেষ ধরনের। এছাড়াও রয়েছে বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রসঙ্গ। ঘূর্ণিঝড় ও সমুদ্রের জলের স্তর বৃদ্ধির প্রসঙ্গও। এই কমিটি গঠিত হবে কেন্দ্রীয় বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের ভুবনেশ্বর আঞ্চলিক অফিসের ডিজি (ফরেস্ট) এবং রাজ্যের সিসিএফকে নিয়ে। দ্বীপের ভাঙন প্রতিরোধ এবং ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল রক্ষা ও সম্প্রসারণ কীভাবে সম্ভব সেগুলি এর মধ্যে দিয়ে পর্যালোচনা করা হবে। কোন সংস্থাকে দিয়ে এবং মোটামুটি কত টাকায় ও কতদিনে কাজটি করা যাবে তা কমিটিকে জানাতে হবে। জানা গিয়েছে, এখনই যদি ভাঙন প্রতিরোধে ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তাহলে ২০৪২ সালের মধ্যে দ্বীপটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। এমনিতেই ভাঙনের জেরে দ্বীপের অবস্থা সঙ্গীন। ১৯৬৯ সালে এই দ্বীপের আয়তন ছিল ৮.৫৯ বর্গ কিমি। ২০১৯ সালে সেই আয়তন কমে হয়েছে ৩.৮৩ বর্গ কিমি। ফলে বিষয়টি ভাবাচ্ছে সকলকে। আর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে সাগরের বিধায়ক তথা রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা বলেন, কাজটা ঠিকমতো হলে উপকারই হবে। ঘোড়ামারা-সহ গোটা সুন্দরবনে স্থায়ী কংক্রিট বাঁধ নির্মাণ করতে পারলেই ভাঙন আটকানো যাবে। বাঁচানো যাবে ঘোড়ামারা কে। ঘোড়ামারা পঞ্চায়েত প্রধান আম্বিয়া খাতুন বিবি বলেন, ঘোড়ামারা দ্বীপকে বাঁচানোর এই উদ্যোগ সফল হলে খুব ভালো হয়।

তরুণীকে লক্ষ্য করে গুলি, রহস্য ঘনীভূত

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ মালদায় শুক্রবার রাতে এক চাঞ্চল্যকর গুলিকাণ্ডে আহত হলেন এক তরুণী। ঘটনায় গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর ডান হাতে গুলি লেগেছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। কেন তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হল, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা কাটেনি। প্রেমঘটিত কোনও বিবাদ, না কি অন্য কোনও শত্রুতা- সব দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আহত তরুণীর নাম মনীষা পারভিন। বয়স ১৮ বছর। তিনি মালদার গয়েশবাড়ি এলাকার নয়াবস্তি লাফোটোনের বাসিন্দা। তাঁর বাবা সুলতান শেখ পেশায় দিনমজুর। শুক্রবার রাতে নয়াবস্তির নেংড়া মোড় এলাকায় আচমকা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয় বলে অভিযোগ। হঠাৎ গুলির শব্দে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে রক্তাক্ত অবস্থায় তরুণীকে পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। তবে পুলিশ পৌঁছানোর আগেই দুষ্কৃতীরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। পুলিশ আশপাশের এলাকায় তল্লাশি চালালেও এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তদের খোঁজ মেলেনি। আহত তরুণীকে দ্রুত উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। চিকিৎসকদের প্রাথমিক অনুমান, গুলিটি তাঁর ডান হাতে লেগেছে এবং অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল। ঘটনার পরই আহত তরুণীর বাবা সুলতান শেখ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি তিন যুবকের বিরুদ্ধে মেয়েকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ তুলেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তদন্তকারীরা মনীষা পারভিনের সঙ্গে কথা বলে ঘটনার আসল কারণ জানার চেষ্টা করছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার পেছনে ব্যক্তিগত সম্পর্কজনিত কোনও বিবাদ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি অন্য কোনও শত্রুতা বা পূর্ববিরোধের দিকও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। এদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, তরুণীটি কয়েকজন যুবকের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। তাঁদের অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা নিজেদের মধ্যেই প্রকাশ্যে গুলির লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে এবং সেই সময়েই তরুণী গুলিবিদ্ধ হন। যদিও এই দাবির সত্যতা এখনও সরকারি ভাবে নিশ্চিত করা হয়নি। ঘটনার পর সমাজমাধ্যমে একটি ছবি ভাইরাল হয়েছে, যেখানে ওই তরুণীকে বন্দুক হাতে গ্রামের রাস্তায় ঘুরতে দেখা যাচ্ছে বলে দাবি করা হচ্ছে। তবে ওই ছবির সত্যতা যাচাই করা যায়নি।

নির্মাণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই উধাও হল রাস্তা, পথশ্রী প্রকল্পে চাঞ্চল্যকর ঘটনা কেতুগ্রামে

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রামের নবগ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁকুরহাটি গ্রামে সাম্প্রতিক সময়ে একটি সরকারি রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প নিয়ে চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সরকারি 'পথশ্রী' প্রকল্পের আওতায় কংক্রিট ঢালাই করে রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছিল। ঠিকাদারেরে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত মশলা ঢেলে রাস্তার নির্মাণ শুরু করলেও হঠাৎ রহস্যজনক ফোনের পরে প্রায় ২০ মিটার অংশের ঢালাই মশলা রাস্তা থেকে তুলে নেওয়া হয়। স্থানীযদের অভিযোগ, এই ঘটনায় রাজনৈতিক প্রভাব কাজ করেছে। তারা দাবি করছেন, ওই এলাকার বেশ কয়েকটি পরিবার বিজেপি সমর্থক হওয়ায় শাসকদল এই দ্বিচারিতা করেছে। সূত্রের খবর অনুযাযী, কাঁকুরহাটি গ্রামের রাস্তার ঢালাইয়ের কাজ চলাকালীন ঠিকাদারের কাছে ফোন আসে। ফোন পাওয়ার পরপরই কাজ বন্ধ হয়ে যায় এবং রাস্তা থেকে ঢালাই কংক্রিট তুলে নেওয়া হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, আমাদের বাড়ির সামনের অংশের রাস্তা ঢালাই করা হয়েছিল, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তা পরে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ঘটনার একটি ভিডিও সামনে এসেছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, রাস্তা তৈরির মশলা ফেলেও তা তুলে নেওয়া হচ্ছে। কাঁকুরহাটি গ্রামের এই বুথটি নবগ্রাম পঞ্চায়েতের ২৫১ নম্বর সংসদে অবস্থিত। বুথের মোট ভোটার সংখ্যা ১০৫০ জন। বিগত লোকসভা নির্বাচনে কাঁকুরহাটি গ্রামের ওই বুথে বিজেপি শাসকদলের থেকে ৩৫ ভোটে এগিয়েছিল। স্থানীয়রা বলছেন, এই ভোট ফলাফলের কারণে শাসকদল এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, আমাদের বাড়ির লোকজন বিজেপি করেন। তাই সরকারি কাজে শাসকদল এই দ্বিচারিতা করেছে। রাস্তার কাজ অসম্পূর্ণ রেখে দেওয়ায় আমাদের বেশ কয়েকটি পরিবারকে সমস্যার মধ্যে রেখে দেওয়া হল। পথশ্রী প্রকল্পে কাঁকুরহাটি গ্রামে ৭০ মিটার রাস্তা নির্মাণের জন্য সম্প্রতি টেন্ডার হয়েছে। এই কাজের জন্য মোট বরাদ্দ হয়েছে ১,১২,৫৫০ টাকা। স্থানীয়দের দাবি, ৭০ মিটার রাস্তার কাজ শুরু হলেও হঠাৎ ২০ মিটার অংশ বাদ দিয়ে কংক্রিট সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। নবগ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সদস্য খোকন থান্দার এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন, ৫০ মিটার অংশ ঢালাই করার জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। তাই ৫০ মিটার করা হয়েছে। যদি এই নিয়ে বিতর্ক হয় তাহলে পরে বাকি অংশের কাজ করে দেওয়া হবে।

DAINHAT MUNICIPALITY
For Details of floated e-tender against the Development work under
E-NIT no: 68/DM/ENGG/2025-2026
DATE-21/02/2026
For Details Visit: **http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in**
Office ph no **7478003845**
Sd/- **Chairman**
Dainhat Municipality

Office of the Beldubi Gram Panchayat, Paniarah, Panchla, under Panchla Development Block, Dist-Howrah
Notice Inviting E-Tender
Office of the Prodhan, Beldubi Gram Panchayat under Panchla Development Block, Dist-lowrah has invited E-Tender Notice.
List of Tender Notice:
1)190/15-th FC/BGP/2025-26 Sl NO-01 Dated:-11/02/2026
2)191/15-th FC/BGP/2025-26 Sl NO-01 Dated:-11/02/2026
3)192/15-th FC/BGP/2025-26 Sl NO-01 Dated:-11/02/2026
4)193/0wn Fund/BGP/2025-26 Sl NO-01 Dated:-11/02/2026
5)196/15-th FC/BGP/2025-26 Sl NO-01 to 04 Dated:-16/02/2026
6)197/15-th FC/BGP/2025-26 Sl NO-01 to 04 Dated:-16/02/2026
Bid Submission date-**12/02/2026, 10:00 AM** and End of Bid Submission **25/02/2026 at 5:00 PM**, he details tender notice along with Tender Documents and others forms is available at **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan
Beldubir Gram Panchayat
Paniarah, Panchla, Howrah

Chakpara Anandanagar Gram Panchayat
Bhattanagar, Liluah, Howrah
NIeT No. 634/CAGP/2026, Dated: 23.02.2026
e-Tender are hereby invited from the experienced, bonafied and resourceful bidders for 7(Seven) Nos. different works. e-Published Date: 23/02/2026 from 18:00 Hrs. Bid submission start date : 23/02/2026 from 18:00 Hrs. Bid submission end date : 03/03/2026 up to 18:00 Hrs. Bid opening date for Technical : 05/03/2026 at 16:00 Hrs. Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/- Pradhan
Chakpara Anandanagar Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

DSP MUTUAL FUND

আসন্ন ইনভেস্টর অ্যাওয়েআরনেস প্রোগ্রাম ('আইএপি')-এর জন্য এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যা ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। আইএপি-র বিবরণ নিম্নরূপ:

দিন ও তারিখ	ঠিকানা	সময়
Sunday, 22nd Feb 2026	Baidyapur, Natun Pukur Par, Purbo Bardhaman, kalna II, Pin - 713122	1:30 PM

সমস্ত আইএপি সম্বন্ধে আপডেটের জন্য ভিজিট করুন dspim.com/IAP এবং অন্য সমস্ত ডিসক্লোজারের জন্য, ভিজিট করুন dspim.com/IEID. ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা একটি বিনিয়োগকারীর শিক্ষা ও সচেতনতা উদ্যোগ। **মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগসমূহ বাজারের ঝুঁকি সাপেক্ষ, যোজনা সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র যত্ন সহকারে পড়ে নিন।**

আজ দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি ভারতের কঠিন অগ্নিপরীক্ষা, তিলক-সূর্যের কাঁধে চাপ

সংবাদ সংস্থা,আমেদাবাদ, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারতীয় ক্রিকেট আবার এক সন্ধিক্ষণে। প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা-গতি, আগ্রাসন আর নিখুঁত পরিকল্পনার জন্য পরিচিত এক দল। এমন লড়াইয়ের আগে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছেন দুই ব্যাটার-সূর্যকুমার ও তিলক ভার্মা। দু'জনের ব্যাটেই ভারতীয় মাঝের সারির ছন্দ নির্ভর করছে, কিন্তু প্রশ্ন উঠছে-চাপের মুখে কার কৌশল কতটা কার্যকর হবে? ভারতের সাম্প্রতিক সাদা বলের ক্রিকেটে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। অভিজ্ঞতার সঙ্গে তারুণ্যের মিশেল ঘটিয়ে দল গঠন করেছে টিম ম্যানেজমেন্ট। সেখানে তিলক বর্ষীয়ান নন, তবু দায়িত্বে ভারী। বাঁহাতি এই তরুণ ব্যাটার গত এক বছরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নির্ভরযোগ্য হিসেবে। শুরুতে তাঁর খেলা ছিল সাবধানী, উইকেট আঁকড়ে রাখা। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শটের পরিধি বাড়িয়েছেন। অফ সাইডে কভার ড্রাইভ, মিড উইকেটের ওপর দিয়ে ফ্লিক-সব মিলিয়ে তাঁর ব্যাটিংয়ে পরিপক্বতার ছাপ। তবু দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ আলাদা। নতুন বল হাতে প্রতিপক্ষের পেসাররা যে গতিতে ও বাউন্সে আঘাত হানবে, সেখানে তিলকের টেকনিক পরীক্ষা দেবে প্রতিটি ডেলিভারিতে। অন্যদিকে সূর্যকুমার যাদব-যাঁকে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের 'ডিগ্রি' ব্যাটার বলা হয়। অপ্রথাগত শট, স্কুপ, র‍্যাম্প, রিভার্স-সবই তাঁর অস্ত্রভাণ্ডারে। তিনি যখন ছন্দে থাকেন, তখন বোলারদের পরিকল্পনা ভেঙে পড়তে সময় লাগে না। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে প্রশ্ন উঠছে তাঁর পদ্ধতি নিয়ে। বড় ম্যাচে ঝুঁকিপূর্ণ শট কি সবসময় কার্যকর? দক্ষিণ আফ্রিকার মতো শৃঙ্খলাবদ্ধ বোলিং আক্রমণের বিরুদ্ধে ভুলের মূল্য হয় অনেক বেশি, তা মানতেই হবে। সূর্যের স্বাভাবিক খেলাই তাঁর শক্তি, কিন্তু সেই আগ্রাসনকে কি পরিস্থিতি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবেন? দক্ষিণ আফ্রিকার বোলিং আক্রমণ বরাবরই ভারতের জন্য কঠিন। নতুন বলে গতি, শর্ট বলের ধারাবাহিকতা এবং মাঝের ওভারে স্পিনের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার-সব মিলিয়ে তারা ম্যাচের গতি বদলে দিতে পারে মুহূর্তে। ভারতীয় ওপেনাররা যদি শুরুটা মজবুত না করেন, তবে মাঝের সারিতে চাপ দ্বিগুণ হবে। সেখানেই তিলক ও সূর্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজনের দায়িত্ব ইনিংস গড়া, অন্যজনের দায়িত্ব গতি বাড়ানো। এই ভারসাম্য বজায় রাখতে না পারলে ভারতের স্কোরবোর্ডে প্রভাব পড়বে নিশ্চিত। দলের ভেতরে অবশ্য আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই। ড্রেসিংরুমে আলোচনায় বারবার উঠে আসছে পরিস্থিতি বুঝে খেলার কথা। কোচিং স্টাফও স্পষ্ট করে দিয়েছেন-ব্যক্তিগত ঝলক নয়, প্রয়োজন দলগত পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন। তিলকের কাছে বার্তা পরিষ্কার প্রথম দশ বল দেখে নাও, তারপর গিয়ার বদলাও। সূর্যের কাছে বার্তা আরও সূক্ষ্ম নিজের স্বভাবসিদ্ধ খেলা খেলো, কিন্তু ম্যাচের প্রেক্ষাপট মাথায় রেখেই ঝুঁকি নাও। এই সিরিজ কেবল একটি ম্যাচ বা ট্রফির লড়াই নয় এটি ভবিষ্যতের রূপরেখা তৈরিরও সময়। ভারতীয় দলে এখন রূপান্তরের পর্যায় চলছে। সিনিয়রদের পাশাপাশি তরুণদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে। তিলক সেই পরিকল্পনার অংশ। তাঁর ধারাবাহিকতা নির্বাচকদের আস্থা বাড়িয়েছে। কিন্তু বড় দলের বিরুদ্ধে বড় ইনিংস খেলতে পারলে তবেই তিনি নিজের জায়গা স্থায়ী করতে পারবেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সাফল্য তাঁর ক্যারিয়ারের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। সূর্যকুমারের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি কিছুটা আলাদা। তিনি ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিজের পরিচিতি তৈরি করেছেন। কিন্তু প্রত্যাশার পাহাড়ও ততটাই উঁচু। প্রতিবার ব্যাট হাতে নামলেই দর্শক চান আগুনঝরা ইনিংস। সমস্যা সেখানেই-অতিরিক্ত প্রত্যাশা অনেক সময় সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলে। প্রথম বল থেকেই বড় শটের চেষ্টা করলে ঝুঁকি বাড়ে। অথচ তাঁর ব্যাটিংয়ের সৌন্দর্যই হল অনিশ্চয়তা-কোন বল কোন দিকে উড়ে যাবে, তা অনুমান করা কঠিন। এই অনিশ্চয়তাই প্রতিপক্ষের ভয়। কিন্তু সেটাকেই যদি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেন, তবেই হবে প্রকৃত সাফল্য। ভারতের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সে দেখা গেছে, মাঝের ওভারে রানরেট আটকে গেলে দলের ওপর চাপ দ্রুত বেড়ে যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার মতো প্রতিপক্ষ সেই সুযোগ নিতে ওস্তাদ। তাই তিলককে হয়তো অ্যাঙ্করের ভূমিকা নিতে হবে-স্ট্রাইক ঘুরিয়ে রাখা, সিঙ্গল-ডাবল কুড়িয়ে নেওয়া। অন্যদিকে সূর্যকে হয়তো নির্দিষ্ট ওভার টার্গেট করে আক্রমণ চালাতে হবে। পরিকল্পিত আগ্রাসনই হতে পারে মূল চাবিকাঠি। পিচের চরিত্রও গুরুত্বপূর্ণ। যদি উইকেটে বাউন্স থাকে, তবে শর্ট বল সামলানো বড় চ্যালেঞ্জ। তিলকের টেকনিক এখানে সহায়ক হতে পারে, কারণ তিনি মাথা স্থির রেখে খেলার অভ্যাস করেছেন। সূর্যের ক্ষেত্রে ব্যাকফুটে জায়গা তৈরি করে খেলার দক্ষতা বড় ভূমিকা নেবে। আর যদি পিচ ধীরগতির হয়, তবে স্পিনারদের বিরুদ্ধে ফুটওয়ার্ক ও শট সিলেকশন হবে পরীক্ষার বিষয়। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ভারতের অতীত রেকর্ড মিশ্র। কখনও দাপুটে জয়, কখনও অপ্রত্যাশিত ভেঙে পড়া। এই ম্যাচ তাই মানসিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। চাপ সামলাতে পারাই সাফল্যের চাবিকাঠি। তিলক ও সূর্য-দু'জনেই তরুণ, কিন্তু আন্তর্জাতিক মঞ্চে চাপের স্বাদ তারা পেয়েছেন। এবার প্রয়োজন সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো। ড্রেসিংরুমে সিনিয়রদের পরামর্শও গুরুত্বপূর্ণ হবে। ম্যাচের আগে নেট সেশনে বিশেষ করে শর্ট বল ও স্লোয়ার ডেলিভারির বিরুদ্ধে অনুশীলনে জোর দেওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। কোচিং স্টাফ চাইছেন, প্রথম পাওয়ার প্লে পেরোনোর পর ইনিংসের ভিত্তি মজবুত থাকুক। তিলকের ধৈর্য ও সূর্যের বিস্ফোরণ-এই দুই মেরুর সময় ঘটলেই ভারত পাবে কাঙ্ক্ষিত স্কোর। দর্শকদের প্রত্যাশা স্বাভাবিকভাবেই তুঙ্গে। সামাজিক মাধ্যমে ইতিমধ্যেই আলোচনা-তিলক কি দায়িত্ব নিতে পারবেন? সূর্য কি আবার আগের ছন্দে ফিরবেন? ক্রিকেটের সৌন্দর্যই হল অনিশ্চয়তা পরিসংখ্যান সবসময় ভবিষ্যৎ বলে না। মাঠে নামার পর একেকটি মুহূর্তই বদলে দিতে পারে গল্পের ধারা। সবশেষে বলা যায়, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এই লড়াই ভারতের জন্য কেবল আরেকটি ম্যাচ নয় এটি আত্মপ্রমাণের মঞ্চ। তিলক ভার্মা যদি চাপ সামলে ইনিংস গড়তে পারেন এবং সূর্যকুমার যদি নিয়ন্ত্রিত আগ্রাসনে রান তোলেন, তবে ভারত এগিয়ে থাকবে। আর যদি দু'জনেই ব্যর্থ হন, তবে মাঝের সারির দুর্বলতা আবার প্রশ্ন তুলবে। ক্রিকেটের ইতিহাসে বহুবার দেখা গেছে, বড় মঞ্চেই বড় খেলোয়াড় তৈরি হয়। এই ম্যাচ তেমনই এক সুযোগ। তিলক ও সূর্যের সামনে চ্যালেঞ্জ কঠিন, কিন্তু সম্ভাবনাও বিপুল। এখন দেখার, চাপের এই আগুনে কে কতটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন।

সুপার এইটের আগে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ, নেটে চোট সিরাজের

সংবাদ সংস্থা, আমেদাবাদ, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ গ্রুপ পর্বের লড়াই শেষ। এবার শুরু আসল পরীক্ষা। আজ থেকে সুপার এইট পর্বে নামতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা-বর্তমানে দুরন্ত ফর্মে থাকা, আক্রমণাত্মক ও আত্মবিশ্বাসে টগবগে এক দল। এমন গুরুত্বপূর্ণ পর্বের আগে ভারতীয় শিবিরে উদ্বেগের ছায়া আরও গাঢ় হল। নেট প্র্যাকটিসে চোট পেলেন ভারতের তারকা পেসার মহম্মদ সিরাজ। সূত্রের খবর, অনুশীলনের সময় বল করার ফাঁকেই অস্বস্তি অনুভব করেন তিনি। পরে যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে মাঠ ছাড়েন। দলের ফিজিও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পরীক্ষা শুরু করেন। যদিও চোটের মাত্রা এখনও স্পষ্ট নয়, তবুও সুপার এইটের আগে এই ঘটনা নিঃসন্দেহে বড় ধাক্কা। এর মধ্যেই ভারতীয় দলে একাধিক সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ওপেনিং থেকে ফিল্ডিং-বিভিন্ন বিভাগে অনিশ্চয়তা রয়েছে। বিশেষ করে তরুণ ব্যাটার অভিষেক শর্মার পারফরম্যান্স নিয়ে আলোচনা থামছেই না। তিন ম্যাচে শূন্য রান, তারপর চার ম্যাচে মোটে নয়-এই পরিসংখ্যান তাঁর উপর চাপ বাড়িয়েছে। শুধু ব্যাটিং নয়, ফিল্ডিংয়েও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্যাচ মিস করেছেন তিনি। আন্তর্জাতিক মঞ্চে এমন ভুলের মূল্য যে কতটা চড়া, তা ভারত ইতিমধ্যেই টের

পেয়েছে। দলের অধিনায়ক সুর্যকুমার যাদব ও কোচ গৌতম গম্ভীর-দু'জনের উপরই এখন চাপ বাড়ছে। সুপার এইট মানেই প্রতিটি ম্যাচ কার্যত নকআউটের মতো। সেখানে দল নির্বাচনে সামান্য ভুলও বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে। সিরাজের সম্ভাব্য অনুপস্থিতি সেই সমীকরণ আরও জটিল করে দিল। সিরাজ শুধু একজন পেসার নন, তিনি ভারতের নতুন বলের অন্যতম প্রধান ভরসা। শুরুতেই আগ্রাসী লাইন-লেংথে ব্যাটারদের চাপে ফেলতে তাঁর জুড়ি নেই। শর্ট বল, ইনসুইং, সিম পজিশনের ধারাবাহিকতা-সব মিলিয়ে তিনি প্রতিপক্ষের টপ অর্ডার ভাঙার অন্যতম অস্ত্র। বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকার মতো শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপের বিরুদ্ধে তাঁর উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি তিনি পুরোপুরি ফিট না থাকেন, তবে বোলিং কম্বিনেশন নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে টিম ম্যানেজমেন্টকে। দক্ষিণ আফ্রিকা ইতিমধ্যেই গ্রুপ পর্বে নিজেদের সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়েছে। তাদের ব্যাটিং গভীরতা এবং পেস আক্রমণ দুই-ই ভারসাম্যপূর্ণ। ভারতীয় ব্যাটারদের সামনে চ্যালেঞ্জ যেমন কঠিন, তেমনই ভারতীয় বোলারদেরও নিখুঁত পরিকল্পনা নিয়ে নামতে হবে। এই পরিস্থিতিতে সিরাজের চোট দলকে মানসিকভাবেও নাড়িয়ে দিতে পারে। নেট প্র্যাকটিসে চোট পাওয়া সবসময়ই অস্বস্তিকর ইঙ্গিত। ম্যাচের আগের প্রস্তুতি পর্বেই যদি মূল খেলোয়াড়রা ফিটনেস সমস্যায় পড়েন, তা হলে আত্মবিশ্বাসে প্রভাব পড়ে। যদিও ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট অতীতে একাধিকবার চোট সামলে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, তবু সুপার এইটের মতো গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এমন অনিশ্চয়তা উদ্বেগ বাড়ায়। ফিল্ডিং নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। সাম্প্রতিক ম্যাচগুলোতে সহজ ক্যাচ পড়ে যাওয়ার ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এমন ভুল ক্ষমার অযোগ্য। দক্ষিণ আফ্রিকার মতো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একটিমাত্র সুযোগই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। তাই অনুশীলনে ফিল্ডিং ড্রিল বাড়ানো হয়েছে বলেই জানা যাচ্ছে। কোচিং স্টাফ স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন-এই পর্বে ভুলের কোনও জায়গা নেই। ব্যাটিং বিভাগেও ধারাবাহিকতা প্রয়োজন। মাঝের সারিতে দায়িত্বশীল ইনিংস গড়ার পাশাপাশি শেষের দিকে দ্রুত রান তোলার ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি। সূর্যকুমারের নেতৃত্বে দল আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে খেললেও, পরিস্থিতি বুঝে কৌশল বদলানোই হবে সাফল্যের চাবিকাঠি। গম্ভীরও বারবার বলেছেন, বড় টুর্নামেন্টে মানসিক দৃ।তাই পার্থক্য গড়ে দেয়। সিরাজের চোটের রিপোর্ট এখন দলের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর। যদি স্ক্যান রিপোর্টে গুরুতর কিছু না পাওয়া যায়, তবে হয়তো তিনি খেলতে পারবেন। কিন্তু সামান্য সন্দেহ থাকলেও তাঁকে বিশ্রাম দেওয়ার ঝুঁকি নিতেই পারে দল। সেক্ষেত্রে বিকল্প পেসারদের প্রস্তুত থাকতে হবে। বেঞ্চ শক্তিশালী হলেও অভিজ্ঞতার ঘাটতি বড় ম্যাচে প্রভাব ফেলতে পারে। সব মিলিয়ে সুপার এইটের আগে ভারতীয় শিবিরে উদ্বেগের ছায়া স্পষ্ট। একদিকে অভিষেকের ফর্মহীনতা ও ফিল্ডিং ভুল, অন্যদিকে সিরাজের চোট-চাপ বাড়ছে সূর্যকুমার ও গম্ভীরদের উপর। তবে ক্রিকেটের সৌন্দর্যই হল অনিশ্চয়তা। চাপের মুখেই অনেক সময় দল নিজেদের সেরা খেলাটা তুলে ধরে।

বাবরকে নিচে নামানো নিয়ে মুখ খুললেন পাকিস্তান কোচ

সংবাদ সংস্থা, দুবাই, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে পাকিস্তান শিবিরে সবচেয়ে বড় আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে ব্যাটিং অর্ডারে পরিবর্তন। বিশেষ করে সাবেক অধিনায়ক বাবর আজমকে ওপেনিং বা তিন নম্বরের বদলে নিচের দিকে নামানোর সিদ্ধান্ত ঘিরে তৈরি হয়েছে তুমুল বিতর্ক। অবশেষে এই প্রসঙ্গে নীরবতা ভাঙলেন পাকিস্তানের প্রধান কোচ জেসন গিলেসপি। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, এটি কোনও শাস্তিমূলক সিদ্ধান্ত নয়, বরং পুরোপুরি দলগত প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই এই কৌশল নেওয়া হয়েছে। পাকিস্তান ক্রিকেট মানেই আবেগ, আর সেই আবেগের কেন্দ্রে বহু বছর ধরেই রয়েছেন বাবর আজম। সাম্প্রতিক সময়ে তাঁর ব্যাট থেকে বড় রান না এলেও, পরিসংখ্যান বলছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখনও তিনি পাকিস্তানের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ব্যাটার। কিন্তু ফর্মের ওঠানামা, পাওয়ারপ্লেতে দ্রুত রান তোলার প্রয়োজন এবং মিডল অর্ডারের ভঙ্গুরতা-এই সবকিছুর সমন্বয় ঘটাতে গিয়েই টিম ম্যানেজমেন্ট ব্যাটিং অর্ডারে রদবদল করেছে। কোচ গিলেসপি জানিয়েছেন, দক্ষিণ আফ্রিকার পেস আক্রমণকে মাথায় রেখেই পরিকল্পনা সাজানো হয়েছে। নতুন বলের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক সূচনা দরকার। সেই জায়গায় তরুণ ও স্বভাবতই আগ্রাসী ব্যাটারদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। বাবরকে কিছুটা নিচে নামানো হয়েছে যাতে তিনি ইনিংসের মাঝের ওভারে খেলা গড়ে তুলতে পারেন এবং প্রয়োজনে শেষের দিকে গতি বাড়াতে পারেন। তাঁর কথায়, বাবর আমাদের সেরা খেলোয়াড়দের একজন। তাঁকে আমরা এমন জায়গায় ব্যবহার করতে চাই, যেখানে দল সর্বোচ্চ লাভ পাবে। এই মন্তব্যে স্পষ্ট যে, সিদ্ধান্তটি ব্যক্তিগত নয়, কৌশলগত। তবু প্রশ্ন উঠছে-একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যাটার, যিনি দীর্ঘদিন তিন নম্বরে ব্যাট করে অসংখ্য ম্যাচ জিতিয়েছেন, তাঁকে সরিয়ে দেওয়া কি আত্মবিশ্বাসে আঘাত করতে পারে না? পাকিস্তানের সমর্থকদের একাংশ মনে করছেন, ধারাবাহিকভাবে ওপরে ব্যাট করেই বাবর নিজের ছন্দ খুঁজে পেয়েছেন। তাঁকে নিচে নামালে তাঁর স্বাভাবিক খেলার ধরনে প্রভাব পড়তে পারে। অন্যদিকে, বিশ্লেষকদের মতে, আধুনিক সাদা বলের ক্রিকেটে নমনীয়তাই সাফল্যের চাবিকাঠি। পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাটিং অর্ডার বদলানো এখন স্বাভাবিক ব্যাপার। ভারত, ইংল্যান্ড বা অস্ট্রেলিয়ার মতো দলগুলোও প্রয়োজনে তাদের সেরা ব্যাটারদের অবস্থান বদলাতে দ্বিধা করে না। সেই প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের এই পদক্ষেপকে অস্বাভাবিক বলা যায় না। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ম্যাচটি পাকিস্তানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিপক্ষের বোলিং আক্রমণে গতি ও বাউন্স রয়েছে, যা উপমহাদেশের ব্যাটারদের জন্য সবসময়ই চ্যালেঞ্জ। পাওয়ারপ্লেতে উইকেট না হারিয়ে দ্রুত রান তোলা এবং মাঝের ওভারে ইনিংস ধরে রাখা-এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাই হবে মূল লক্ষ্য। কোচের বক্তব্য অনুযায়ী, বাবর সেই ভারসাম্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র হতে পারেন। গিলেসপি আরও বলেন, আমরা চাই বাবর চাপমুক্ত থাকুক। সে যেন নিজের স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে পারে। কখনও কখনও ব্যাটিং অর্ডারে সামান্য পরিবর্তন একজন খেলোয়াড়কে নতুন দায়িত্ব দেয়, নতুনভাবে ভাবতে শেখায়। তাঁর এই কথায় বোঝা যায়, টিম ম্যানেজমেন্ট বাবরের অভিজ্ঞতাকে ভরসা করেই এই পরিকল্পনা সাজিয়েছে। তবে মাঠই শেষ কথা বলবে। যদি বাবর নিচের দিকে নেমে বড় রান করেন এবং দল জেতে, তাহলে এই কৌশল প্রশংসিত হবে। আর যদি ব্যর্থতা আসে, সমালোচনার ঝড় বইবে। পাকিস্তান ক্রিকেটে সিদ্ধান্তের মূল্যায়ন সবসময় ফলাফলের ওপর নির্ভরশীল। সব মিলিয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের আগে পাকিস্তান শিবিরে কৌশলগত পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে। ব্যাটিং অর্ডারের এই পরিবর্তন দলকে কতটা সুবিধা দেবে, তা সময়ই বলবে। তবে একটি বিষয় স্পষ্ট-বাবর আজম এখনও পাকিস্তানের পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতেই আছেন। তাঁর অবস্থান বদলেছে, গুরুত্ব নয়। আর সেই বার্তাই দিতে চেয়েছেন প্রধান কোচ জেসন গিলেসপি।

ব্রাজিল সুপারস্টার নেইমারের ভবিষ্যৎ ঘিরে অনিশ্চয়তা

সংবাদ সংস্থ, রিও ডি জেনিরো, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ নেইমার এক সময় যার নাম উচ্চারিত হত মেসি ও রোনাল্ড-র ঠিক পরেই, সেই ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টারের কেরিয়ার এখন অনিশ্চয়তার মোড়ে। প্রতিভা, দক্ষতা আর নাঃদনিক ফুটবলের জন্য একসময় বিশ্বমঞ্চ কাঁপানো এই তারকা আজ যেন সময়ের সঙ্গে ল।াই করছেন। চোট-আঘাত, ছ ঃদপতন এবং মাঠের বাইরের বিতর্ক-সব মিলিয়ে নেইমারের ভবিষ্য নিয়ে প্রশ্ন ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে চলতি বছরের বিশ্বকাপে তাঁর সুযোগ পাওয়া নিয়েও জোর সংঃদহ তৈরি হয়েছে। আর সেই বাস্তবতাই হয়তো তাঁকে ভাবাচ্ছে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়ে। সাম্প্রতিক এক সাক্ষাকারে নেইমার নিজেই জানালেন তাঁর মনের কথা। ৩৪ বছর বয়সী এই ব্রাজিল তারকা বলেছেন, আমি এখন একটা একটা করে বছর ধরে এগোচ্ছি। এ বছরটা আমার এবং ব্রাজিলের জন্য খুব জরুরি। আমি নিজের সেরাটা দিতে চাই। তারপর হতেই পারে ডিসেম্বরে এসে আমি অবসর নেওয়ার কথা ভাবছি। তাঁর কণ্ঠে স্পষ্ট অনিশ্চয়তা-আমি জানি না এরপর কী হবে। আগামী বছর কী হবে সেটাও জানি না। আপাতত এই বছরটার কথাই ভাবছি। পরের বছর কী হবে পরে ভেবে দেখব। যা মন বলে তাই করব। এই মন্তব্য ব্রাজিল ফুটবল মহলে আলো।ন তুলেছে। কারণ নেইমার শুধু একজন ফুটবলার নন তিনি এক প্রজন্মের প্রতীক। ব্রাজিলের ' বনিতো' ধারার শেষ ব। মুখ হিসেবে তাঁকে দেখা হয়। ২০১৪ বিশ্বকাপের স্বপ্নভঙ্গ, ২০১৮-র হতাশা এবং পরবর্তী টুর্নামেঃটগুলিতে আঘাতের ধাক্কা-সবই তাঁর কেরিয়ারের অংশ। বারবার চোট তাঁকে ছ ঃদ হারাতে বাধ্য করেছে। মাঠে প্রত্যাবর্তনের পরও আগের মতো ধারাবাহিকতা দেখা যায়নি। নেইমারের কেরিয়ার এক সময় উ।ছিল আকাশছোঁয়া উচ্চতায়। ক্লাব ফুটবলে ব। সাফল্য, আন্তর্জাতিক মঞ্চে ঝলক-সব মিলিয়ে তিনি ছিলেন ব্রাজিলের ভরসা। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চোট যেন তাঁর সবচেয়ে ব। প্রতিপক্ষ। হাঁটুর গুরুতর সমস্যা, দীর্ঘ পুনর্বাসন-এসব তাঁকে বারবার মাঠের বাইরে ঠেলে দিয়েছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে মাঠের বাইরের জীবনযাপন নিয়ে সমালোচনা।

ইগর স্টিমাচের দলের বিস্ময়কর রুখে দাঁড়ানো, ইউরোপীয় টুর্নামেন্টে থমকে গিয়েও চমক

সংবাদ সংস্থা, বার্সেলোনা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলের মঞ্চে যেখানে অর্থশক্তি, তারকাখচিত স্কোয়াড আর অভিজ্ঞতার দাপটেই সাধারণত ফল নির্ধারিত হয়, সেখানে এক অনাকাঙ্ক্ষিত চমক উপহার দিলেন ইগর। তাঁর কোচিংয়ে থাকা দল এমন এক পারফরম্যান্স দেখাল, যা থামিয়ে দিল টুর্নামেন্টের অন্যতম শক্তিশালী ও প্রতিপক্ষকে। ফুটবলবিশ্বে এই ফল ইতিমধ্যেই বড় আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। ম্যাচের আগে সমস্ত হিসেবই ছিল প্রতিপক্ষের পক্ষে। ইউরোপের নামী ক্লাব, গভীর বেঞ্চ, আক্রমণভাগে আন্তর্জাতিক তারকা-সব মিলিয়ে কাগজে-কলমে তারা ছিল স্পষ্ট ফেভারিট। অন্যদিকে স্টিমাচের দল তুলনায় অনেকটাই অনভিজ্ঞ, বাজেটেও পিছিয়ে। কিন্তু ফুটবল কেবল নামের খেলা নয়-এটাই আবার প্রমাণিত হল। ম্যাচের প্রথম বাঁশি বাজার পর থেকেই দেখা গেল, স্টিমাচের ছেলেরা ভয়হীন। রক্ষণে সুশৃঙ্খল, মাঝমাঠে লড়াকু এবং আক্রমণে পরিকল্পিত ঝাঁপ-এই তিন স্তম্ভেই গড়ে উঠল চমকের ভিত। স্টিমাচের কোচিং দর্শন বরাবরই স্পষ্ট-শৃঙ্খলা, ট্যাকটিক্যাল ডিসিপ্লিন এবং দ্রুত কাউন্টার অ্যাটাক। তিনি জানতেন, প্রতিপক্ষ বল দখলে আধিপত্য করবে। তাই রক্ষণভাগকে কমপ্যাক্ট রেখে মাঝমাঠে ঘন ব্লক তৈরি করেন। প্রতিপক্ষের উইঙ্গারদের জায়গা না দিয়ে লাইন ছোট করে খেলতে নির্দেশ দেন। ফলে আক্রমণভাগে যতই নামী তারকা থাকুক, তারা স্পেস খুঁজে পাচ্ছিল না। প্রথমার্ধেই বোঝা যায়, স্টিমাচের ছক কার্যকর হচ্ছে। মাঝমাঠে তাঁর দলের লড়াই ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রতিটি বলের জন্য ঝাঁপ, ট্যাকল, প্রেসিং-সব কিছুতেই ছিল তীব্রতা। প্রতিপক্ষের পাসিং রিদম ভেঙে দেওয়াই ছিল মূল লক্ষ্য। স্টিমাচ ম্যাচের আগে বলেছিলেন, আমরা ভয় পেলে হারব, কিন্তু লড়াই করলে সুযোগ পাব। সেই কথাই যেন মাঠে প্রতিফলিত হল। দ্বিতীয়ার্ধে দ্রুত ট্রানজিশন থেকে তৈরি হওয়া একটি সুযোগ কাজে লাগিয়ে এগিয়েও যায় তাঁর দল। গোলের পর রক্ষণ আরও শক্ত করে ধরে রাখেন তিনি। প্রতিপক্ষ তখন আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বদলি নামিয়ে, কৌশল পাল্টে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা চলে। কিন্তু স্টিমাচের দলের গোলকিপার ও সেন্টার-ব্যাক জুটি ছিল অনবদ্য। একের পর এক আক্রমণ ঠেকিয়ে তারা আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলে। ম্যাচ যত গড়ায়, ততই স্পষ্ট হয়-এ দিন দলের তারকারা হতাশ। তাদের ছন্দ ভেঙে গেছে, পরিকল্পনা ব্যর্থ। শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে স্টিমাচের ডাগআউট উল্লাসে ফেটে পড়ে। এই জয় কেবল একটি ম্যাচ জেতা নয় এটি মানসিকতার জয়। ইউরোপীয় টুর্নামেন্টে ছোট দলের জন্য বড় দলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোই কঠিন, সেখানে পুরো ম্যাচ জুড়ে নিয়ন্ত্রণ রাখা আরও বড় সাফল্য। স্টিমাচের কৌশলগত বুদ্ধিমত্তা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি জানতেন, খোলা মাঠে আক্রমণ-প্রতি-আক্রমণের খেলায় নামলে বিপদ বাড়বে। তাই রক্ষণ-নির্ভর পরিকল্পনা নিয়ে প্রতিপক্ষকে ধৈর্যচ্যুত করেন। ফুটবল বিশ্লেষকদের মতে, এই ম্যাচে তিনটি বিষয় নির্ণায়ক-ডিফেন্সিভ কমপ্যাক্টনেস, মিডফিল্ড প্রেসিং এবং সঠিক সময়ে কাউন্টার অ্যাটাক। স্টিমাচ এই তিনটি উপাদান নিখুঁতভাবে প্রয়োগ করেছেন। বিশেষ করে শেষ ২০ মিনিটে তাঁর বদলির সিদ্ধান্ত ম্যাচের গতি নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। তরুণ ডিফেন্ডার নামিয়ে রক্ষণ মজবুত করা এবং মাঝমাঠে ফ্রেশ লেগ এনে বল দখল বাড়ানো-এই কৌশল সফল হয়। এই ফলাফলের পর ইউরোপীয় ফুটবলমহলে প্রশ্ন উঠছে-স্টিমাচ কি নতুন করে নিজের নাম প্রতিষ্ঠা করলেন? কোচ হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা কম নয়, কিন্তু এমন বড় মঞ্চে শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে রুখে দেওয়া আলাদা মর্যাদা দেয়। সমর্থকরাও সামাজিক মাধ্যমে প্রশংসায় ভাসাচ্ছেন তাঁকে। অনেকেই বলছেন, ফুটবল আবার প্রমাণ করল-টাকা নয়, কৌশলই শেষ কথা। প্রতিপক্ষ শিবিরে অবশ্য হতাশা স্পষ্ট। কোচ স্বীকার করেছেন, তাঁরা প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি। শট অন টার্গেট বেশি থাকলেও গোল না পাওয়া, শেষ তৃতীয়াংশে সিদ্ধান্তহীনতা-সব মিলিয়ে ব্যর্থতার দায় এড়ানো যায় না। অন্যদিকে স্টিমাচের দল প্রমাণ করেছে, সীমিত সুযোগও কাজে লাগালে ফল বদলে দেওয়া সম্ভব। এই জয় টুর্নামেন্টের সমীকরণও বদলে দিল। গ্রুপ বা নকআউট-যে পর্যায়েই হোক না কেন, শক্তিশালী দলকে হারানো মানেই আত্মবিশ্বাসে বড় উত্থান। স্টিমাচের দল এখন নতুন উদ্যমে পরের ম্যাচের দিকে তাকিয়ে। তবে কোচ নিজে সতর্ক-একটি জয় সব কিছু নয়, ধারাবাহিকতা দরকার। তাঁর এই সংযত মন্তব্যই বোঝায়, সাফল্যে ভেসে না গিয়ে বাস্তববাদী থাকতেই তিনি বিশ্বাসী। ফুটবলের ইতিহাসে এমন চমক বহুবার দেখা গেছে। কিন্তু প্রত্যেকবারই তা নতুন করে আলোড়ন তোলে। কারণ ফুটবল কেবল দক্ষতার নয়, মানসিক দৃঢ়তারও খেলা। ইগর স্টিমাচের দল দেখিয়ে দিল, বিশ্বাস ও শৃঙ্খলা থাকলে অসম্ভবও সম্ভব। থেমে গেছে, আর সেই থমকে যাওয়াতেই ফুটবল পেয়েছে নতুন গল্প। ইউরোপীয় টুর্নামেন্টের এই রাত হয়তো দীর্ঘদিন মনে রাখবেন সমর্থকরা। বড় নামের সামনে ছোট দলের নির্ভীক লড়াই-এটাই তো ফুটবলের সৌন্দর্য। আর সেই সৌন্দর্যের নির্মাতা হিসেবে ইগর স্টিমাচ এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। সামনে আরও কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে, কিন্তু এই জয় তাঁর দলের আত্মবিশ্বাসকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিল।

বিশ্বকাপ সিদ্ধান্তে 'কোমা' বিতর্ক

ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ টি-২০ বিশ্বকাপে না খেলার সিদ্ধান্তকে ঘিরে বাংলাদেশ ক্রিকেটে নতুন করে বিস্ফোরণ। বাংলাদেশ দলের সিনিয়র সহকারী কোচ মহম্মদ সালাউদ্দিন সরাসরি আক্রমণ শানালেন সদ্যপ্রাক্তন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল-কে। তাঁর অভিযোগ, ওই সিদ্ধান্ত ক্রিকেটারদের উপর মানসিক নির্যাতনের সমান ছিল এবং এর জেরে দুই ক্রিকেটার কার্যত মানসিক কোমা-য় চলে গিয়েছিলেন। সালাউদ্দিনের বক্তব্যে স্পষ্ট ক্ষোভ। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া শুধু পেশাগত নয়, ব্যক্তিগত আঘাতও বটে। দীর্ঘ প্রস্তুতি, কঠোর পরিশ্রম এবং মানসিক প্রস্তুতির পর হঠাৎ করে এমন সিদ্ধান্ত খেলোয়াড়দের আত্মবিশ্বাসে বড় ধাক্কা দেয়। তাঁর দাবি, সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটাররা মানসিকভাবে এতটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে স্বাভাবিক অনুশীলনেও ফিরতে সময় লেগেছে। এই মন্তব্যে নতুন করে বিতর্ক ছড়িয়েছে। বাংলাদেশ ক্রিকেট মহলে প্রশ্ন উঠছে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কি খেলোয়া।দের মানসিক অবস্থার কথা বিবেচনা করা হয়েছিল?

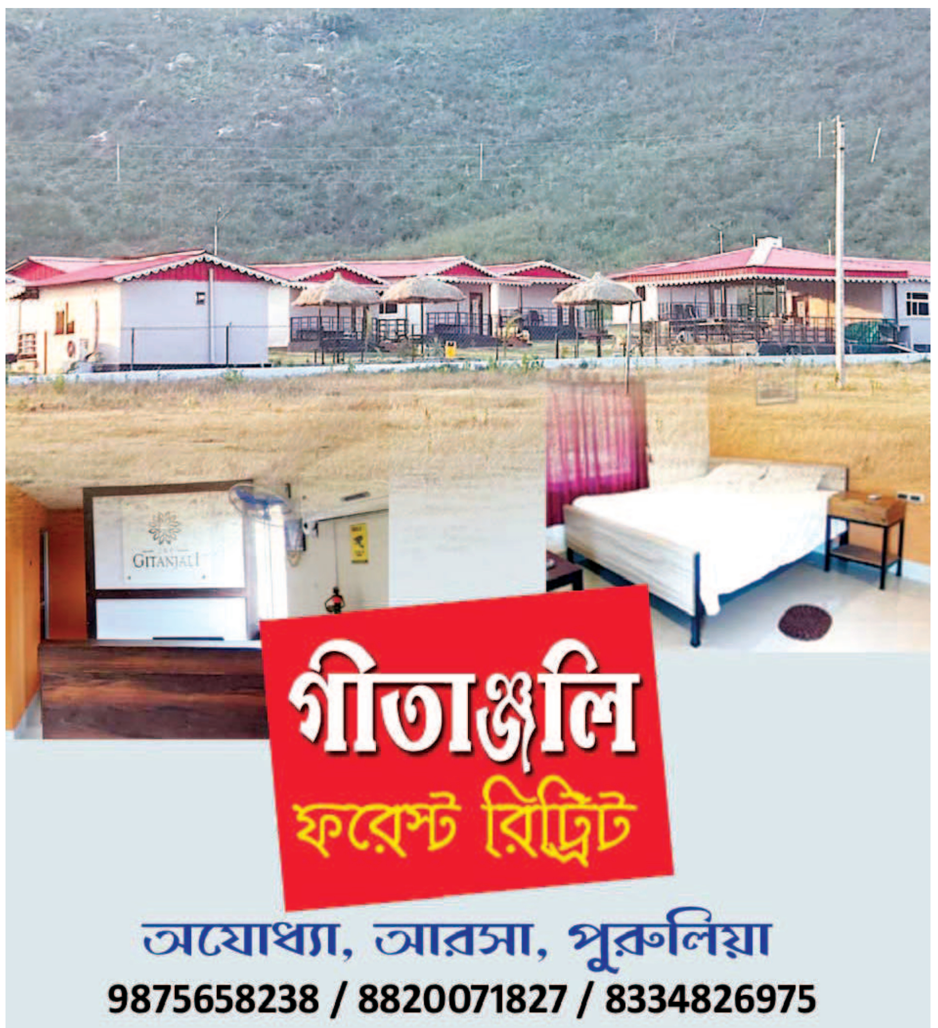

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor : Aloke Kumar Naskar/ Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166, E-mail: dailydurantabarta@gmail.com